আজকাল

www.aajkaal.in

কলকাতা ১১ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১২ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

নদীতে ধসে পড়ল পাহাড়, নেপালে বন্যা-ধসে মৃত ২৪

কলকাতায় ফের আসছেন তসলিমা

একাদশ, দ্বাদশ

নিয়োগের কাউন্সেলিং বাতিল

আজকালের প্রতিবেদন

একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আগের ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি মেনে হওয়া কাউন্সেলিং বাতিল করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সোমবার কমিশনের পক্ষ থেকে ৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি মেনে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন যে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন, তাতে আগের তালিকায় নাম ছিল এমন ২ হাজার ৭৮০ জন চাকরিপ্রার্থীর নাম বাদ গেছে। নতুন করে ২ হাজার ৭৮৪ জনের নাম যুক্ত হয়েছে। যাঁদের নাম বাদ গেছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই কাউন্সেলিংয়ের পর হাতে চাকরির সুপারিশপত্র পেয়ে গিয়েছিলেন। নিয়োগপত্র পাওয়া বাকি ছিল শুধু। সবথেকে বেশি নাম বাদ গেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, ২৬৮ জনের। তারপর রয়েছে জীববিদ্যা (২৬২), রসায়ন (২৪৪) এবং এডুকেশন (২৩৪)। প্রতিটি বিষয়েই নাম বাদ গেছে, আবার নতুন নাম যুক্ত হয়েছে। আর সবথেকে বেশি নতুন নাম যুক্ত হয়েছে এডুকেশনে, ৪৬২ জন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১৯০ এবং রসায়নে ২১৪ জন নতুন চাকরিপ্রার্থীর নাম যুক্ত হয়েছে।

● এরপর ৩ পাতায়

বীরভূম

বিজেপি নেতা খুনে আটক ৬

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোলপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর

বোলপুরে গুলি করে বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় পুলিশ ছ'জনকে আটক করেছে। রবিবার সন্ধেয় বোলপুরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় বিজেপি নেতা চন্দন ভাল্লার। ঘটনার তদন্তে সোমবার সকাল থেকেই তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয় পুলিশ-কুকুর। পাশাপাশি নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেনসিক দলের সদস্যরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় ৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তদন্তে সহযোগিতা করছে সিআইডি। রবিবার সন্ধেয় মতিপুকুর রাইস মিলের কাছে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চন্দন ভাল্লার পথ আটকায় একটি সাদা রঙের বাইক। বাইকে দু'জন ছিল বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। অভিযোগ, তাদের মধ্যে একজন চন্দনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চন্দনের ভাগনি মধুমিতা ভাল্লার অভিযোগ, 'সুপারি কিলার দিয়ে মামাকে খুন করা হয়েছে।'



'অঙ্গন মিলন সেবা' অনুষ্ঠানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং শশী অগ্নিহোত্রী-সহ অন্যরা। পানিহাটিতে, সোমবার। ছবি: আজকাল

যুবদের মুখ্যমন্ত্রী: আপনাদের জন্য অনেক কাজ করব

আজকালের প্রতিবেদন

তরুণ প্রজন্মের কথা শুনতে চা-চক্রে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিন ঘণ্টার চা-চক্রে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত তরুণ-তরুণীদের প্রশ্ন শুনবেন, তাঁদের উত্তর দেবেন। সোমবার কৈখালির হলদিরামে স্পেস সার্কেল ক্লাবে 'যুব ভারত সংলাপ' অনুষ্ঠানে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে তাঁদের মনে আসা

৩ ঘণ্টা চা-চক্রে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী

নানা প্রশ্ন শুনতে চান নীতিন নবীন। তিনি জানান, এই নিয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একদিন চা-চক্রে বসবেন তাঁদের সঙ্গে। সেখানে সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্রীড়ামন্ত্রী সব প্রশ্ন শুনে একটি তালিকা তৈরি করবেন। সেই তালিকা নিয়ে আলোচনা করতে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে একটি চা-চক্রে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই তিন ঘণ্টায় এই তালিকার বাইরেও প্রশ্ন করতে পারবেন তাঁরা। উত্তর দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

● এরপর ৩ পাতায়

গঙ্গাসাগর জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পাবে: নীতিন নবীন

গৌতম মণ্ডল

গঙ্গাসাগর, ২৮ সেপ্টেম্বর

গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দেওয়া হবে। এ বিষয়ে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করবে বলে জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সোমবার গঙ্গাসাগরে সাগরস্নান সেরে কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'গঙ্গা দশহরা, গঙ্গা যাত্রা এবং জাতীয় মেলার মতো আয়োজনের সঙ্গে গঙ্গাসাগরের বিশেষ যোগ রয়েছে। তাই এই পুণ্যভূমিতেও জাতীয় মেলা আয়োজনের ইচ্ছা রয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁদের যে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন, তা পূরণ করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের সমস্ত নেতা একসঙ্গে কাজ করছেন বলেও জানান তিনি।

● এরপর ৩ পাতায়

বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, নিজস্ব ভবন

সোহম সেনগুপ্ত

রাজ্যে প্রায় ১৯ হাজার আইসিডিএস কেন্দ্র এবার পেতে চলেছে নিজস্ব ভবন। এজন্য কেন্দ্র-পিছু ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্যাসের আভেন, পানীয় জল, শৌচাগার থাকবে। সোমবার পানিহাটির লোকসংস্কৃতি ভবনে 'অঙ্গন মিলন সেবা কর্মসূচি'তে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, সুমনা সরকার, মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চ্যাটার্জি-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। তাঁরা সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদহীন চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করে নীতিন নবীন বলেন, 'শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, পুষ্টি ও বেড়ে ওঠার ভিত তৈরিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশের ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কোটি কোটি শিশুর ভবিষ্যৎ তৈরির কাজে আপনাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।' মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে নীতিন নবীন বলেন, 'আপনার কাজের এই গতি ধরে রাখুন।

১৯ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি

● এরপর ৩ পাতায়

হলদিয়া পেট্রোকেমকে আরও জমি: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

'হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসকে আরও জমি দেওয়া হবে। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকেও জমি দেওয়ার বিষয়ে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে কথা চলছে। বাংলায় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ হবে। আয়ুষ্মান ভারত থেকে গোবর্ধন প্রকল্প— সরকারের কোনও প্রকল্প থেকে বাংলাকে আমরা বঞ্চিত হতে দেব না।' সোমবার ভারত শক্তি সপ্তাহের কার্টেন রেজার অনুষ্ঠানে একথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরিকে পাশে নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও রাজ্যে শিল্পায়নের পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে তিনি অনেকগুলি দিকে আলোকপাত করেছেন। এদিনের কার্টেন রেজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আগামী দিনে পেট্রোলিয়াম শিল্পে আরও অনেক বিনিয়োগ আসবে। অশোকনগরে তেল উত্তোলনের কাজ ইতিমধ্যেই অনেকটা গতি পেয়েছে। হলদিয়া রিফাইনারিতেও নতুন ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে।' আগের সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে অনেক শিল্প প্রকল্প চালু করতে দেওয়া হয়নি। উজালা গ্যাসের সুবিধে আগের সরকার মানুষকে পেতে দেয়নি। জেলাশাসকদের বলা হয়েছিল পদক্ষেপ না করতে। গোবর্ধন স্কিম এ রাজ্যে চালু হবে। প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর প্রকল্পে আগামী পাঁচ বছরে মহারাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে বাংলা। অশোকনগরে তেল উত্তোলনের কাজ অনেক আগেই করা যেত। কিন্তু আগের সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারও করত না। সদর্থক কোনও ভূমিকাই ছিল না।' এদিনও মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'পাঁচটি বিমানবন্দর করা হবে রাজ্যে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সঙ্গে শিগগিরই আমরা চুক্তি করব।' আরও বলেন, 'গত চার মাসে গ্যাসের পাইপলাইনের সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজ্য ইতিমধ্যেই অনেকটা জমি দিয়েছে। এই কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'আগের বছরগুলিতে বাংলায় কী হয়েছে আর কী হয়নি, তা ভেবে এখন সময় নষ্ট করার কোনও মানে নেই। উদ্যমী তরুণ মুখ্যমন্ত্রী আমার ছোটভাইয়ের মতো। শুভেন্দু অধিকারীকে আমরা পেয়েছি। এখন রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ আসবে।' প্রসঙ্গত, আগামী বছর ইন্ডিয়া এনার্জি উইক এবার পালিত হবে কলকাতায়, ২৮-৩১ জানুয়ারি। সেই উপলক্ষেই এদিন কার্টেন রেজার হয়। দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও শক্তি বিষয়ক সম্মেলন গোয়া, বেঙ্গালুরু এবং দিল্লিতে এর আগে হয়েছিল। এবার হবে কলকাতায়। হরদীপ সিং পুরি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চেয়েছেন এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবার বাংলায় হোক। এই মেগা সম্মেলনটি হবে নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারে।' সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গোয়ায় এই ধরনের সম্মেলনের জন্য একটি স্থায়ী পরিকাঠামো রয়েছে। এই কর্মসূচি নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকও হয়েছে। আপনারা জানেন, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বিভিন্ন জায়গায় সফল ভাবে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের কাজ করছে। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে আইওসি।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, উজালা গ্যাসের ক্ষেত্রে এবার ডিজিটাল পদ্ধতি আনা হবে। ভারতীয় ছাড়া কেউই পাবেন না। দুর্গাপুর ধামড়া পাইপলাইনের কাজ এগিয়ে চলেছে। আমরা চাই, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন আরেকটা পেট্রোকেমিক্যালস তৈরি করুক। পূর্বোদয় হলেই পশ্চিমবঙ্গের বিকাশ দ্রুততার সঙ্গে হবে।' এদিন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জায়গা এখন বাংলা। বাংলাই এখন এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সেরা জায়গা।' অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, 'শক্তি উৎপাদনের রাজধানী আগামী দিনে হবে বাংলা। দীর্ঘ দিন কলকাতাকে অনেক বিষয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন কলকাতাকে নিয়েই ভাবা হচ্ছে।'

● এরপর ৩ পাতায়

প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মেলন হবে কলকাতায়

হিন্দমোটরের জমিতে এবার ইলেকট্রিক গাড়ির ভাবনা

মিল্টন সেন

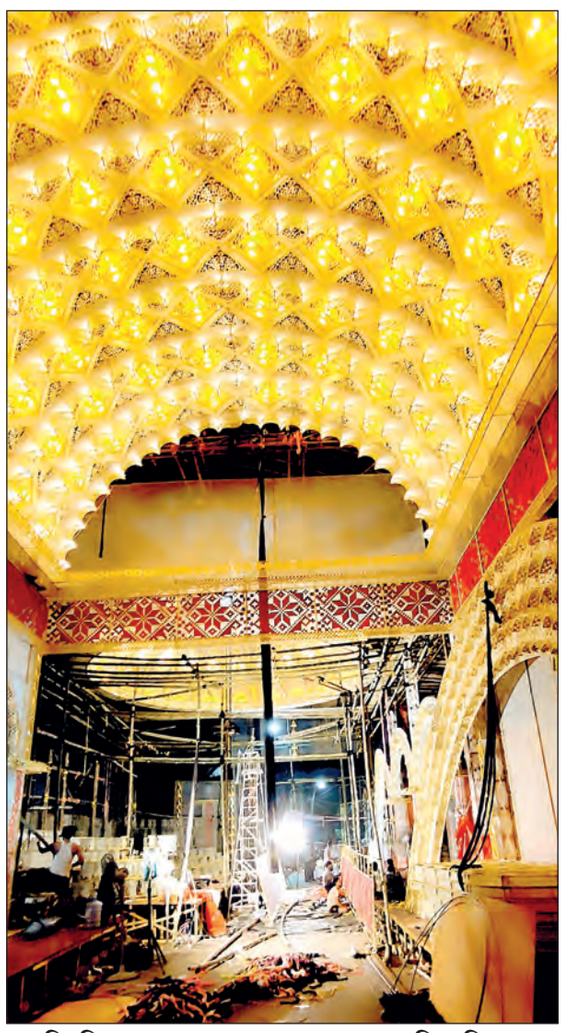
হুগলি, ২৮ সেপ্টেম্বর

আবারও কারখানা চত্বরে জ্বলবে আলো। শোনা যাবে শ্রমিকের সেই চেনা কোলাহল। বন্ধ হিন্দুস্তান মোটরস কারখানার পরিত্যক্ত জমিতে হবে ইলেকট্রিক গাড়ি কারখানা। প্রস্তাব দিয়েছে হিন্দুস্তান মোটরস। শনিবার রাজ্য বিজেপির ফেসবুক পেজ থেকে এই সম্ভাবনা স্পষ্ট করা হয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর শিল্পক্ষেত্রে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে। বিনিয়োগ আসছে বাংলায়। আর রাজ্যের শাসক দলের অফিসিয়াল পেজে হিন্দুস্তান মোটরস নিয়ে পোস্ট রাজ্যে শিল্প-সম্ভাবনাকে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

উত্তরপাড়ায় প্রায় ৭০০ একর জমির ওপরে দেশের প্রথম গাড়ি কারখানা বিড়লা গোষ্ঠীর হিন্দুস্তান মোটরস তৈরি হয়েছিল। কর্মসংস্থান হয়েছিল কয়েক হাজার মানুষের। উত্তরপাড়া আর কোন্নগরের মাঝে এই কারখানাকে রেখেই তৈরি হয়েছিল হিন্দমোটর রেলস্টেশন। হিন্দুস্তান মোটরস কারখানায় তৈরি করা অ্যাম্বাসাডর দেশে-বিদেশে সমাদৃত ছিল। একটা সময় ছিল প্রশাসনের আধিকারিক থেকে নেতা মন্ত্রী সবারই পছন্দের গাড়ি ছিল অ্যাম্বাসাডর। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে না পেরে সময়ের দাবি মেনে অ্যাম্বাসাডর গাড়ির আধুনিকীকরণ করা হয়নি। ফলে অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে তুলনায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে অ্যাম্বাসাডর। ধুঁকতে ধুঁকতে ২০১৪ সালে হিন্দুস্তান মোটরস কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়।

● এরপর ২ পাতায়





মুদিয়ালি ক্লাবের পুজোমণ্ডপের কাজ চলছে। ছবি: প্রতিবেদক

মুদিয়ালিতে এবার ঐতিহ্যের পুজো

মলয় সিন্‌হা

সমসাময়িক শিল্প-ভাবনা আর সৃজনশীলতার মিলমিশে এবারও উজ্জ্বল মহানগরের নানা পুজো-প্রাঙ্গণ। বরাবরের মতো কোথাও চিরায়ত ঐতিহ্যের আবাহন, কোথাও-বা নতুন ভাবনার উদ্‌যাপন। দক্ষিণ কলকাতায় মুদিয়ালি ক্লাবের এ বছরে থিম 'ঐতিহ্যের লোককথা'। অন্য দিকে, উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতিতে এবার 'অরব'।

মুদিয়ালি ক্লাব

প্রিয় শহর কলকাতার আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে পুজোকে ঘিরে নানা ঐতিহ্যের গল্প। জনশ্রুতি, মা দুর্গা কলকাতায় এলে জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ-র বাড়িতে সাজেন, কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে ভোগ খান, আর শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাত জেগে নাচ দেখেন। এ-গল্পের শিকড় নিহিত রয়েছে বাঙালির ভালবাসা, কল্পনা, বিশ্বাস এবং শহরের বনেদিয়ানায়। যুগের পর যুগ ধরে বাঙালির শারদোৎসবে ছুঁয়ে-থাকা সেই সব গল্প আজও ফিরিয়ে নিয়ে যায় অতীতে। উমার যত্ন, আদর-আপ্যায়নের মানবিক কল্পনা থেকেই জন্ম নেয় কাহিনিরা। এই ভাবনার ওপর ভর করেই মুদিয়ালি ক্লাবের ৯২তম বর্ষের থিম 'ঐতিহ্যের লোককথা'। ক্লাবের পুজো আহ্বায়ক মনোজ সাউ জানালেন, 'থিম-শিল্পী বিমান সাহার ভাবনায় সেজে উঠছে মণ্ডপ। সাবেকিয়ানার ঐতিহ্য রেখেই প্রতিমা গড়ছেন চন্দননগরের মৃৎশিল্পী অসিত পাল। সাজসজ্জা-শিল্পী গণেশ কায়েল।' বিমান জানালেন, 'বাংলার শিল্পীদের হস্তশিল্প থাকছে। পাশাপাশি ইনস্টলেশন আর্টও। প্রতিমার চালচিত্রের কাজে থাকবে চমক। থিমের উপস্থাপনায় থাকছে প্রযুক্তির ব্যবহারও।'

চোরবাগান সর্বজনীন

চোরবাগানে এবার পুজোর ৯১ বছর পূর্তি। থিম নিয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক রাজকুমার সেওদা জানালেন, 'এবারের থিম 'অরব'। অর্থাৎ, নীরবতার নেপথ্যে। ভাবনা-শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল।' তাঁর কথায়, 'নীরবতা কিন্তু শব্দের অনুপস্থিতি নয়, পরম নিস্তব্ধতা মাতৃশক্তির কাছে পৌঁছোনোর অন্যতর প্রবেশদ্বার।' শিল্পী জানালেন, 'মণ্ডপে সেই পরিবেশই তৈরি করছি, যেখানে মায়ের দশভুজার রূপে দেখা যাবে চিন্ময়ী সত্তা। আমার ভাবনায় প্রতিমা গড়ছেন অধীর পাল। আবহসঙ্গীতে শীর্ষক পাল।'

টাইমস স্কোয়্যারে মহালয়া, দুর্গোৎসব

আজকালের প্রতিবেদন

নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারে ১০ ও ১১ অক্টোবর মহালয়া ও দুর্গোৎসব হবে। চণ্ডীপাঠ করবেন সত্যম রায়চৌধুরী। রবিবার নিউ ইয়র্কে সাংবাদিক বৈঠক করে আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শশধর হাওলাদার জানান, ১০ অক্টোবর সকাল ১১টায় সত্যম রায়চৌধুরীর চণ্ডীপাঠের মধ্যে দিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী দিয়াসিনী রায়, জোজো মুখার্জি ও তাঁর ব্যান্ড। টাইমস স্কোয়্যারে দুর্গোৎসব এবার দ্বিতীয় বছরে পড়বে। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর প্রেসিডেন্ট অশোক রক্ষিত, আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটির সমাজসেবক নবেন্দু দও, বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট রিনা সাহা,



নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারে দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোক্তারা।

মহালয়ার দিনে নিউ ইয়র্কে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হবে। গীতাপাঠ পরিচালনা করবেন সুতিপা চৌধুরি। মালবিকা চ্যাটার্জির পরিচালনায় সঙ্গীত সাধনা অ্যাকাডেমি পরিবেশন করবে উদ্বোধনী সঙ্গীত। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হবে নৃত্যানুষ্ঠান। চন্দ্রা ব্যানার্জির পরিচালনায় নৃত্যাঞ্জলির ৬০ জনেরও বেশি শিল্পী অংশ নেবেন এ নৃত্যানুষ্ঠানে। পাশাপাশি বাফা ও আড্ডার শিল্পীরাও নৃত্য পরিবেশন করবেন। বাংলাদেশ ও নিউ ইয়র্কের শিল্পী শাহ মাহবুব, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী মেঘলা দাশগুপ্তও অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ১১ অক্টোবর সকাল ১০টায় শুরু হবে দুর্গাপুজো। বিকেলে অঞ্জলি এবং বিশেষ ধুনুচি নাচও হবে। এদিনের আড্ডা অ্যাকাডেমির প্রধান পরিচালক আলপনা গুহ এবং আয়োজক কমিটির অনুপম দত্ত, রোহান রাওয়াত ও সোমা মুখার্জি। এছাড়া ছিলেন সঙ্গীত সাধনা অ্যাকাডেমির প্রধান পরিচালক মালবিকা চ্যাটার্জি, নৃত্যাঞ্জলি অ্যাকাডেমির প্রধান পরিচালক চন্দ্রা ব্যানার্জি এবং পুজোর পুরোহিত প্রবাস চক্রবর্তী। আয়োজকরা মনে করছেন দু'দিনের এই অনুষ্ঠান নিউ ইয়র্কে বসবাস করা বাঙালির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় করবে। এছাড়া বাঙালি সংস্কৃতি ও দুর্গোৎসবের ঐতিহ্যকে আরও বেশি মানুষের কাছে তুলে ধরা যাবে। সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, দুর্গোৎসবের পার্টনার হিসেবে থাকছে আশা গ্রুপ।



শ্রীলেদার্সে কেনাকাটার ভিড়। লিন্ডসে স্ট্রিটে, সোমবার। ছবি: তপন মুখার্জি

এসআরএফটিআই কাউকেই ছাড়া হবে না: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

এসআরএফটিআইয়ে রবিবারের গোলমালের ঘটনা নিয়ে তিনটি অভিযোগ দায়ের হল। একটি পঞ্চসায়র থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়ের করেছে। দ্বিতীয়টি করেছে পড়ুয়াদের একাংশ। তৃতীয়টি করা হয়েছে অখিল ভারত গ্রাহক পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। সোমবার ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেন পড়ুয়ারা। ঘটনার পর থেকে ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে কোনও ধরনের হিংসাই নিন্দনীয়। অভিপ্রেত নয়। কিন্তু যা ছবি আমি দেখলাম, তাতে দু'পক্ষের গন্ডগোলে যদি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি বা ভারতমাতার ছবিতে লাথি পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংস্কৃতি আমরা বদলাব। কোনও বাঙালি ছাত্রছাত্রী বিবেকানন্দের ছবিতে লাথি মারতে পারে না। এই সংস্কৃতি বরদাস্ত হবে না। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। কাউকে ছাড়া হবে না।'

হিন্দমোটরের জমিতে

● ১ পাতার পর

যে কারখানাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বদলেছিল এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা, সেই কারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকদের কাজ হারানোর পাশাপাশি এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। হিন্দুস্তান মোটরস কারখানার মোট জমির ৩০০ একর আগেই আবাসন প্রকল্পের জন্য একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। পরে টিটাগড় ওয়াগান কারখানা সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয় আরও ৪০ একর জমি। বর্তমানে বাকি পড়ে থাকা জমিতে ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে হিন্দুস্তান মোটরস।

মহাকরণের নিরাপত্তা

আজকালের প্রতিবেদন

মহাকরণের নিরাপত্তা ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মহাকরণের সব গেটে সিসি ক্যামেরা, স্ক্যানার, বোলার্ড, মেটাল ডিটেক্টর, আন্ডার সার্চ মিরর-এর মতো অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবার এ নিয়ে নবান্নে একটি পর্যালোচনা বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে মহাকরণের নিরাপত্তা নিয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ১০ অক্টোবর, মহালয়ার দিনই বেশ কয়েকটি দপ্তর চালু হতে পারে মহাকরণে। তার আগেই তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে চাইছে নবান্ন।

সজলের অভিযোগ

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরিয়ে দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরানোই বিরোধীদের আসল উদ্দেশ্য, দাবি করলেন বিধায়ক ও বিজেপির মুখপাত্র সজল ঘোষ। সোমবার মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি।

বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গ্রেপ্তার

সোমবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর বাজার থেকে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করে গোপালনগর থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুরে বিশ্বজিৎ দাস নিজের গাড়িতে করে গোপালনগর বাজার এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গোপালনগর থানার পুলিশ তাঁর গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশির সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় বলে প্রাথমিক ভাবে দাবি করেছে পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, তল্লাশির সময় গাড়ির চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান এবং ওই গাড়ির সন্ধান চলছে। পুলিশ এই বিষয়ে এখনই বিস্তারিত বিবৃতি দিতে রাজি হয়নি। উল্লেখ্য, বিশ্বজিৎ দাস বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের দু'বারের বিধায়ক ছিলেন। ২০১১ ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়ে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বাগদা কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হন। তিনি ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতির দায়িত্বও পান।



কয়লা মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সৌজন্যে এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে খনি অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ও শ্রমিকদের কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। সোমবার তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল আগে জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পেতেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এখন তাঁর কোনও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নেই, শুধুমাত্র কয়েকজন হাউস গার্ড রয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি আইনজীবীর। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়। আবেদন শুনে বিচারপতি কৃষ্ণ রাও মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। ৬ অক্টোবর মামলার শুনানি হতে পারে।

বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকদের

পুজোর আগে চাকরি হারিয়ে বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ স্কুলের চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকদের। চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকদের ষষ্ঠ ও সপ্তম ফেজের এই শিক্ষকদের দাবি, তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সরাসরি সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে তাঁদের নিয়োগ করতে হবে। সোমবার দুপুরে করুণাময়ী থেকে আন্দোলনকারীরা মিছিল করে বিকাশ ভবনে যান। বিক্ষোভকারীরা যাতে বিকাশ ভবনে ঢুকতে না পারে তার জন্য বিকাশ ভবনের আশপাশের এলাকা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা হয়। এরপর রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, চুক্তি ভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকরা ৬ এবং ৭ ফেজের শিক্ষক। এই দুই ফেজে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে মোট ৩ হাজার ৭১৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁদের এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল। পুজোর আগে ৩০ সেপ্টেম্বরেই সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। যে এজেন্সি তাঁদের নিয়োগ করেছিল তারা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, এই সব শিক্ষকদের চুক্তি পুনর্নবীকরণ হবে না। রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ চলছে।

দ্রুত নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ

২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ আন্দোলনকারীরা দ্রুত নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন বিকাশ ভবনের সামনে। সোমবার করুণাময়ী থেকে মিছিল করে তাঁরা বিকাশ ভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে টেট পাশ করার পরে ২০২৫ সালে ইন্টারভিউয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। তারপর থেকে ইন্টারভিউ বন্ধ। ইন্টারভিউ দ্রুত শুরু করতে হবে। দ্রুত প্রাথমিকের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। এদিন বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা গেল বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। কোনওটাতে লেখা 'শিক্ষামন্ত্রী বার্তা দিন, ইন্টারভিউয়ের নোটিস দিন।'

কলকাতায় ফের আসছেন তসলিমা

আজকালের প্রতিবেদন

ফের একবার কলকাতায় আসছেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ৮ অক্টোবর কলকাতার মহাজাতি সদনে 'শিকল ভাঙার গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করবেন লেখিকা। তাঁর রচিত অন্যান্য কবিতা পাঠ করবেন ও গান গাইবেন সোমদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমি হোসেন, পিয়ালি হালদার। গানে সুর দিয়েছেন মৌসুমি হোসেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী নারীদের 'উমা সম্মান' দেওয়া হবে এই অনুষ্ঠানে। এছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে দেওয়া হবে 'রিনি মুখোপাধ্যায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'। এই অনুষ্ঠানে দেবীবন্দনার নৃত্য পরিচালনা করবেন মৈত্রেয়ী পাহাড়ী। অনুষ্ঠানের আয়োজক লে রিদম সংস্থা। 'লে রিদম' দিল্লিভিত্তিক একটি অলাভজনক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাজীব মুখোপাধ্যায় জানান, রিনি মুখোপাধ্যায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'লে রিদম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমরা সেইমতো এগিয়ে চলেছি। সামাজিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে শিল্পকে ব্যবহার করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বেলুড় মঠে অর্থমন্ত্রী

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত সোমবার সকালে বেলুড় মঠে এসে পুজো দিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূল বেকানন্দের আবাস গৃহ ঘুরে দেখেন তিনি। সকাল ১০টা নাগাদ বেলুড় মঠে পৌঁছোন মন্ত্রী। মন্দিরগুলি ঘুরে দেখে



বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত।

প্রণাম জানিয়ে পুজো দেওয়ার পর অর্থমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর তিনি বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের মিলনায়তনে ছাত্র সংলাপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে বিদ্যামন্দিরের পড়ুয়াদের উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি এবং তাঁর চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেন।

ডেঙ্গি নিয়ে ২ মাস সতর্ক থাকার নির্দেশ

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতায় ডেঙ্গির প্রকোপ আপাতত নিয়ন্ত্রণে। তা সত্ত্বেও সামনের দু'মাস, অক্টোবর এবং নভেম্বর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। সোমবার রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে সব জেলাশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। বৈঠকে কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডেও উপস্থিত ছিলেন। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ জেলা ডেঙ্গিপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই এই ৪ জেলায় অতিরিক্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুরসভার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যসচিব। কারণ, গতবারের তুলনায় কলকাতায় এবার ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কম। প্রতিবারের মতো এ বছরও পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে ডেঙ্গি সচেতনতায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে অভিযান চালানো হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে সচেতনতা অভিযান চালানো হয়েছে। পতঙ্গবিদ ডাঃ দেবাশিস বিশ্বাস জানান, কলকাতায় গতবারের তুলনায় এবার ডেঙ্গি প্রায় ৬ শতাংশ কমেছে। গতবছর ১ জানুয়ারি থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, এই সময়ে কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৬২। আর এ বছর একই সময়সীমায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৬২৪। কলকাতা পুরসভার ডেঙ্গি হটস্পট জোন হিসেবে চিহ্নিত ২ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি প্রকোপও এখন নিয়ন্ত্রণে। লাগাতার সচেতনতা প্রচার এবং কর্মীদের সহযোগিতায় এ কাজ সম্ভব হয়েছে। তবে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এখনও সজাগ পুর প্রশাসন। সচেতনতার পাশাপাশি জোর দেওয়া হচ্ছে জ্বর হলে রক্তপরীক্ষার ওপর।

হাইকোর্ট, মানবাধিকার কমিশনে গেলেন কুণাল

আজকালের প্রতিবেদন

তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের ওপর একাধিকবার হামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশের নগরপাল-সহ ৫ থানার ওসি অথবা তাঁদের প্রতিনিধিকে কাল, বুধবার শুনানিতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি আই পি মুখার্জি। বারবার হামলার প্রেক্ষিতে এই অভিযোগ জানান কুণাল। পাশাপাশি, পরপর আক্রান্ত হওয়ায় প্রাণহানির আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন কুণাল। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর আইনজীবী। মামলা দায়েরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর আইনজীবী জানান, রবিবার বেলেঘাটায় এবং শনিবার শ্রীরামপুর যাওয়ার সময় গাড়ি ভাঙচুর, হামলা হয়। পরপর ঘটনায় প্রাণনাশের আশঙ্কা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কুণাল। এদিন নির্দেশিকায় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, স্মারকলিপির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের জরুরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। কুণাল ঘোষ ও বৈশ্বানর চ্যাটার্জির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের নেতা-সদস্যদের লক্ষ্য করে উচ্ছৃঙ্খল জনতা হামলা চালিয়েছে। কুণালের চলাচলে একাধিকবার বাধা দেওয়া হয়েছে। কমিশন স্মারকলিপিটিকে অভিযোগ হিসেবে নথিভুক্ত করে বুধবার বিকেলে চেয়ারপার্সনের বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। শুনানিতে থাকতে বলা হয়েছে কমিশনের তদন্ত শাখার সঙ্গে যুক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শককে। আদেশের অনুলিপি কলকাতার নগরপাল, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার এবং বেলেঘাটা, ফুলবাগান, কালীঘাট, নারকেলডাঙা থানার ওসি এবং উত্তরপাড়া থানার আইসিকে পাঠিয়ে তাঁদেরও শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক

আজকালের প্রতিবেদন

প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন সাংবাদিক তরুণ গাঙ্গুলি। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, দ্য স্টেটসম্যান, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং দ্য টেলিগ্রাফ-এর মতো সংবাদমাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। বিশেষ করে দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় তিনি ব্যুরো প্রধান হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব

তরুণ গাঙ্গুলি

পালন করেছিলেন। বাংলার রাজনীতির ওপর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন। বাংলার বামপন্থী ও অতি-বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে তাঁর লেখা অনেকগুলি বই রয়েছে। তাঁর কন্যা, জামাতা ও নাতনি রয়েছেন। কলকাতা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

শব্দরঙ্গ-৪১৭

■	১				২	■	৩
৪		■	■	■		■	
■		■	৫	■	৬		
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮		৯	
১০		১১	■		■		■
	■		■	■	■	১২	
	■	১৩					■

পাশাপাশি

১. অকপট, খোলামেলা ৪. সুন্দর ৬. ব্যঙ্গে পেটুক ৭. বুটিযুক্ত ৮. অবিশ্রান্ত ভাবে হরিনাম কীর্তন ১০. খোসা, খণ্ড ১২. কোথায় ১৩. বৌদ্ধ ভিক্ষু পরিষদ।

উপর-নীচ

১. সমাজ
২. মেয়েদের মাথার গয়না
৩. বিধিহীন দান
৫. আমি স্বপনে রয়েছি—
৭. সূক্ষ্মবুদ্ধি, বুদ্ধি-কৌশল
৮. আওয়াজ, নাদ
৯. শ্রীকৃষ্ণের বংশ
১১. সংযম।

সমাধান-৪১৬

ঝা	লা	পা	লা	■	■	■	■
ড়ি	■	■	লা	ভ	বা	ন	■
মা	■	■	য়ি	■	■	র্ম	■
রা	জ	দূ	ত	■	■	গ	■
■	ন্ম	■	■	অ	নি	র্ভ	র
■	মা	■	■	প্র	■	■	ং
■	স	র	স্ব	তী	■	■	কা
■	■	■	■	তি	ন	খা	না

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬-০০ **বাচ্চা শ্বশুর,** দুপুর ১২-০০ **মেজ বউ,** দুপুর ২-২০ **সুন্দর বউ,** বিকেল ৫-০০ **গুরুদক্ষিণা,** রাত ৮-০০ **মহাজন,** রাত ১০-৫৫ **দাদার কীর্তি**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**



সকাল ১০-৩০ **চন্দ্রমল্লিকা,** দুপুর ১-৩০ **প্রেম আমার,** বিকেল ৫-০০ **স্নেহের প্রতিদান,** রাত ৯-৩০ **দাদার আদেশ**

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **পুরুষোত্তম**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **কাঞ্চনমালা**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৭-৩০ **কেলোর কীর্তি,** সকাল ১০-৪৫ **লাভ এক্সপ্রেস,** দুপুর ১-৪৫ **টাইগার,** বিকেল ৪-৪৫ **লাভেরিয়া,** রাত ৯-৩০ **হামি**

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬-০০ **বোল রাধা বোল,** সকাল ৯-৩৫ **বাত বান জায়ে,** দুপুর ১২-৫০ **টেবিল নং ২১,** দুপুর ২-৫৫ **জান সে প্যায়ারা,** সন্ধে ৬-০০ **জিন্দা,** রাত ১১-৩৫ **বজরঙ্গী ভাইজান**

জি বাংলা সোনার
নীলিমায় নীল
সকাল ৮-৫৫

জি সিনেমা
ভারত
রাত ৮-২০



বিশেষ অনুষ্ঠান

● **আজকের রান্না**



চিতল মাছের মুইঠ্যার স্বাদ ভোজনরসিকদের অনেকেরই জানা। কিন্তু চিকেন মুইঠ্যা, তার স্বাদ কেমন জানতে হলে দেখতে হবে আজকের রান্না অনুষ্ঠানের এবারের পর্বটি। চিকেন মুইঠ্যা বানানো শিখে নেওয়া যাবে সহজেই।
ডিডি বাংলা: দুপুর ১-৩৫

● **সোনি ম্যাক্স ২**
সকাল ৭-৪৫ **নয়া দৌর,** সকাল ১০-২৮ **গৌতম গোবিন্দা,** দুপুর ১২-৫১ **আ গলে লাগ জা,** বিকেল ৪-০০ **চৌকিদার,** সন্ধে ৬-৫২ **সাজ অউর আওয়াজ,** রাত ৯-৪৬ **মি. নটবরলাল**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**



সকাল ৭-৪৫ **হাসতে খেলতে,** সকাল ১০-০৫ **স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার,** দুপুর ১-০৫ **হাম দিল দে চুকে সনম,** বিকেল ৫-০০ **হ্যাপি নিউ ইয়ার,** রাত ৮-৩০ **আওয়ারা পাগল দিওয়ানা,** রাত ১১-১০ **মহব্বত**

ধারাবাহিক

● **দুলারী**



চক্রান্তের জালে দুলারী। কীভাবে জাল কাটাবে দুলারী? কোন দিকে মোড় নেবে আগামীর গল্প?
জি বাংলা: বিকেল ৫-০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: মঙ্গলবার, ১২ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মুং ১৭ রবিয়স সানি ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৩০।৫৫
সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৩।২৭
তিথি: (ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষ) তৃতীয়া দং ২৯।১০ অপঃ ঘ ৫।১১
নক্ষত্র: অশ্বিনী দং ৮।৫৩ দিবা ঘ ৯।৪

অন্য পঞ্জিকা: মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন ১৪৩৩, ইং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, হিজরি ১৭ রবিয়স সানি ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

মঙ্গলবার	সর্বোচ্চ	৩৩
আংশিক মেঘলা আকাশ।	সর্বনিম্ন	২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সোমবার	সর্বোচ্চ ৩২.৬ (-১)	
বৃষ্টি হয়নি	সর্বনিম্ন ২৬.৫ (০)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৮%	৬৪%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাগডোগরা ৩৫.৯°



কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। গঙ্গাসাগরে, সোমবার। ছবি: গৌতম মণ্ডল

পাবে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি

● ১ পাতার পর

নীতিন নবীনের কথায়, ‘এই পবিত্রভূমিতে আসতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।’

সোমবার সকালে হেলিকপ্টারে গঙ্গাসাগরে পৌঁছোন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। এরপর ১ নম্বর স্নানঘাটে গিয়ে সাগরস্নান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। স্নান সেরে তাঁরা কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে পুজো দেন। আশ্রম চত্বরে তাঁদের ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ঢাকের বোলে বিজেপি নেতৃত্বকে স্বাগত জানানো হয়। নীতিন নবীনও হাত নেড়ে এবং প্রণাম করে উপস্থিত মানুষকে অভিবাদন জানান। গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে নীতিন নবীনের এই বক্তব্যের ফলে রাজ্যের মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে।

চটকল শ্রমিকদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর তৈরি করে দেবে রাজ্য

আজকালের প্রতিবেদন

আর্থিক ভাবে দুর্বল চটকল শ্রমিকদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পারিবারিক আয়ের চটকল শ্রমিক, যাঁদের ভারতে কোথাও পাকা বাড়ি নেই, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এই প্রকল্পে ৩০ থেকে ৪৫ বর্গমিটারের কার্পেট এলাকার ফ্ল্যাট থাকবে। যেখানে দুটি ঘর, রান্নাঘর এবং একটি শৌচাগার থাকবে। এই বাসস্থানের মোট মূল্য ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা, যার মধ্যে ৫০ হাজার টাকা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের দিতে হবে। দেড় লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার, বাকি রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া হবে। কিন্তু ৫ বছর ওই ফ্ল্যাট ওই শ্রমিক বিক্রি করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে আবাসনের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গেছে। একই সঙ্গে শ্রম দপ্তর থেকে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরে (১৮০০১০৩০০০৯) কল করে শ্রমিকরা যেকোনও সমস্যা জানাতে পারবেন।

মমতা হতাশা থেকে বলছেন: নীতিন

আজকালের প্রতিবেদন

নির্বাচন কমিশন নিয়ে মমতা ব্যানার্জি যা বলছেন, তা পরাজয়ের হতাশার বহিঃপ্রকাশ, ভিত্তিহীন অভিযোগ। সোমবার কলকাতায় এসে এ কথা বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বলেন, ‘কর্ণাটক, কেরল, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যে কংগ্রেস যখন জেতে, তখন কমিশনের দিকে আঙুল তোলে না। হারলেই অভিযোগ তোলে।’

এদিন কৈখালি হলদিরামে স্পেস সার্কেল ক্লাবে ‘যুব ভারত সংলাপ’ অনুষ্ঠানে তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন প্রশ্ন শোনেন নীতিন। বলেন, ‘এই প্রজন্ম খুব তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে যায়। আবার তাড়াতাড়ি হতাশও হয়ে পড়ে। মনে রাখবেন, জীবন একটাই। শর্টকাট রাস্তা বেছে নেওয়া উচিত নয়। জীবন লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা।’

নীতিন নবীন জানান, মোটার মতো বিভিন্ন সংস্থা খেয়াল রাখে কে কোন ধরনের বিষয় পছন্দ করছেন। তাই সমাজমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবকে দূরে সরিয়ে নিজেদের পছন্দকে ইতিবাচক করে তুলতে হবে। নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সাহিত্যে আরও বেশি করে অংশ নিতে হবে বলে জানান তিনি।

যদিও তিনি মনে করেন, তরুণ প্রজন্ম সচেতন, সৎ। এই সততাই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবে। তিনি বলেন, ‘খেলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প বাংলার মানুষের রক্তে রয়েছে। একমাত্র এ রাজ্যেই সব কিছু একসঙ্গে পাওয়া যায়।’

নীতিন নবীন এদিন বলেন, ‘একটা সময় ছিল বিহার থেকে বাংলায় মানুষ আসতেন কাজের খোঁজে। বেনারস, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারাও বলতেন, কাজ চাইলে বাংলায় চলো। গত কয়েক বছরে সেই পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ৬ হাজার ৭০০-এর বেশি সংস্থা বন্ধ হয়েছে এ রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন সংস্থাকে এ রাজ্যে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস, আমরা পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে তাঁদের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারব।’

কাউন্সেলিং বাতিল

● ১ পাতার পর

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এই শিক্ষক নিয়োগে শূন্যপদের সংখ্যা ১২ হাজার ৪৪৫। আগের ওবিসি সংরক্ষণ মেনে নথি যাচাইয়ে ডাক পেয়েছিলেন ২০ হাজার ২৪০ জন। ইতিমধ্যেই ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে ২১টি বিষয়ের প্রায় ৪ হাজার চাকরিপ্রার্থীর কাউন্সেলিং হয়ে গিয়েছিল। এঁরা হাতে কমিশনের দেওয়া চাকরির সুপারিশপত্রও পেয়ে গিয়েছিলেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দেওয়া নিয়োগপত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। এই পুরো কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটাই বাতিল করা হয়েছে। এই ৪ হাজার চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক। ফলে নিয়োগের সুপারিশপত্র পেয়েও যোগ্যদের অনেকেই আরেকবার চাকরি হারাবেন বলে জানা গেছে। এদিন যে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন, তাতে আগের তালিকায় নাম ছিল এমন ২ হাজার ৭৮০ জনের। তবে কাউন্সেলিং বাতিল হলেও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া বাতিল করা হচ্ছে না। অর্থাৎ, যাঁরা আগে ইন্টারভিউ দিয়েছেন এবং এদিনের নতুন তালিকায় নাম রয়েছে, আগে মৌখিক ইন্টারভিউ এবং লেকচার ডেমো দিয়ে থাকলে তাঁদের আর নতুন করে ইন্টারভিউ দিতে হবে না। আগের লিখিত পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত নম্বর, সবটা মিলিয়েই চূড়ান্ত মেধাতালিকায় এঁদের রাখা হবে। ওবিসি সংরক্ষণ নীতি ১৭ থেকে ৭ শতাংশ হওয়ায় ১০ শতাংশ আসন বেড়েছে সাধারণ (জেনারেল) শ্রেণিতে। এই ১০ শতাংশ নতুন চাকরিপ্রার্থীদের তথ্য যাচাই, ইন্টারভিউ ইত্যাদি নতুন করে হবে।



আসন্ন ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৭ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, নিজস্ব ভবন

● ১ পাতার পর

২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।’ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পাশে সবরকম ভাবে রয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।’ তিনি বলেন, ‘মেধা, শ্রমিক ও কৃষক যাতে রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য না হয় সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।’ এদিনের কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতিন নবীন বলেন, ‘পাঁচ মাসেরও কম সময়ে রাজ্যের একাধিক সঙ্কল্প বাস্তবায়নের কাজ হয়েছে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর টিমকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’ নির্বাচন কমিশন এবং ইভিএম নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘তামিলনাড়ু বা কেরলে জিতলে কমিশনের কথা মনে পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গ, অসম বা উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জিতলে কমিশন ও ইভিএমকে দায়ী করা হয়।’

আরও জমি: মুখ্যমন্ত্রী

● ১ পাতার পর

হরদীপ সিং পুরি বলেন, ‘তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বের বাজারের দিকে নজর রাখছি। এই সম্মেলন সফল ভাবে করতে পারলে অনেক বিনিয়োগ আসবে এবং শিল্পের গতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানেরও অনেক দরজা খুলে যাবে।’

ইন্ডিয়া এনার্জি উইকের মূল লক্ষ্য হিসেবে বলা হচ্ছে ‘আনলকিং ইনোভেশন, সিকিউরিং এনার্জি, শেপিং টুমরো’। জানা গেছে, আগামী জানুয়ারিতে এই সম্মেলনে সারা বিশ্বের ১২০টি দেশ থেকে বক্তারা আসবেন।

আপনাদের জন্য অনেক কাজ করব

● ১ পাতার পর

তিনি বলেন, ‘সরকার প্রচুর কাজ করছে আপনাদের জন্য। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ক্রীড়া, দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে মোদিজির দেওয়া গ্যারান্টি আমরা একশো শতাংশ নয়, দুশো শতাংশ পুরো করব।’ প্রসঙ্গত, তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছোতে, তাঁদের মন বুঝতে বিজেপি উদ্যোগী শুরু থেকেই। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত নিজেও জেন জি এবং জেন আলফা পড়ুয়াদের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

লোকমাতা রানি রাসমণি, শহিদ ভগৎ সিং ও সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরকে জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী রানি রাসমণিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা লোকমাতা রানি রাসমণির জন্মজয়ন্তীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম। ভগৎ সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী, শহিদ ভগৎ সিংয়ের জন্মজয়ন্তীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, সুরসম্রাজ্ঞী, ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরজি-র জন্মজয়ন্তীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কৃষকবন্ধু

নাম নথিভুক্তির সময় বাড়ল

আজকালের প্রতিবেদন

কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পের সুবিধে নিতে ইচ্ছুক কৃষকদের নাম নথিভুক্তির জন্য সময়সীমা আরও দশ দিন বাড়াল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল একথা জানান। তিনি জানান, ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার কৃষি দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বর্ধিত সময়সীমা ধার্য হয়েছে ওই দিন থেকেই। তিনি এদিন বলেন, ‘রাজ্যে এখন কৃষকদের জন্য দুটি প্রকল্প রয়েছে, পিএম কিসান সম্মান নিধি আর কৃষকবন্ধু (নতুন)। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত, একজন কৃষক দুটির মধ্যে যে-কোনও একটি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবেন, একসঙ্গে দুটি প্রকল্পের সুবিধে পাবেন না। শুধু তা-ই নয়, পরিবারের মাত্র একজন সদস্য এই সুবিধে পাবেন। আগের সরকারের আমলে একই পরিবারের অনেক সদস্য কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধে পেতেন। সেই তথ্য যাচাই করে ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে কৃষি দপ্তর। কৃষক পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রকল্পের সুবিধে শুধুমাত্র যোগ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতায় ছিলেন ১ কোটি ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫৭১ জন কৃষক। নতুন সরকারের আমলে এ রাজ্যে পিএম কিসান সম্মান নিধি চালু হওয়ার পর ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২১৩ জন এই সুবিধে পেয়েছেন। বাকিদের কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের সুবিধে নিতে এখনও পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ১২০ জন আবেদন করেছেন। যদি আরও কৃষক এই সুবিধে নেওয়ার জন্য আবেদন করতে চান, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার এই সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষি দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিজ্ঞপ্তি জারির দশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র সংশ্লিষ্ট ব্লক কৃষি আধিকারিকের দপ্তরে জমা দিতে হবে। ফর্মের সঙ্গে উপভোক্তার আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর, প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীর আধার ও মোবাইল-সংক্রান্ত তথ্য এবং জমির পরিমাপ ও জমি সংক্রান্ত নথি দিতে হবে।

সরলেন বিচারপতি

বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের পাঁচটি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। মামলাগুলি তিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও.১৫৩৩(ই) তারিখ ১৪.০৯.২০০৬ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **মেসার্স আমের-সিল কেটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড** কর্তৃক মৌজা-ভেতিয়া, জে.এল. নং-১৬৬, খতিয়ান নং-৭৭৮, দাগ নং-২৮, ২৯, ৩০, ৩১, পো.অ.-দেমৌলি, থানা-খড়্গপুর (লোকাল), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৫, পশ্চিমবঙ্গে ১১,৯৭৯ টিপিএ অসম্পৃক্ত পলিয়েস্টার রেজিন উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের জন্য জনশুনানি **৩০.১০.২০২৬** তারিখে **দুপুর ১২টায়** ব্লক ডেপেলপমেন্ট অফিস, খড়্গপুর-১ কনফারেন্স হল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে ধার্য করা হয়েছে।।

কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যিনি বা যাঁরা প্রভাবিত হতে পারেন বা সংযুক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আলোচ্য প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ সামারির কপি (ইংরেজি ও বাংলা) দেখতে পারেন এবং ইআইএ/ইএমপি রিপোর্টের ড্রাফ্ট বা খসড়া নিম্নলিখিত কার্যালয়গুলিতে পাওয়া যাবে (১) জেলাশাসক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর-এর কার্যালয় (২) অতিরিক্ত জেলাশাসক, ডিএল অ্যান্ড এলআরও (অ্যাডমিন), পশ্চিম মেদিনীপুর-এর কার্যালয় (৩) সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কার্যালয়, খড়্গপুর সাব-ডিভিশন, পশ্চিম মেদিনীপুর (৪) ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, খড়্গপুর-১ ডেভেলপমেন্ট ব্লক (৫) জেনারেল ম্যানেজার, ডি.আই.সি., পশ্চিম মেদিনীপুর-এর কার্যালয়, (৬) সভাধিপতির কার্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ (৭) খড়্গপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর (৮) ভেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর (৯) এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, হলদিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, মৌজা-রঘুনাথচক, থানা-ভবানীপুর (ফরমারলি সুতাহাটা), পো.অ.-বারঘষিপুর, হলদিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৭ (১০) পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রাণীসম্পদ ভবন, ৬ষ্ঠ তল, এলবি-২, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬ (১১) পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ইন্টিগ্রেটেড রিজিওনাল অফিস, কলকাতা, আইবি-১৯৮, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬ (১২) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সদর কার্যালয়, পরিবেশ ভবন,১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬। এক্সিকিউটিভ সামারি, ড্রাফ্ট ইআইএ রিপোর্ট ও প্রকল্পের আবেদনপত্র পর্ষদের ওয়েবসাইট- **www.wbpcb.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যাবলীর দরুন স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত হতে পারেন এরূপ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্লক ডেপেলপমেন্ট অফিস, খড়্গপুর-১ কনফারেন্স হল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে **৩০.১০.২০২৬** তারিখে **দুপুর ১২টায়** অনুষ্ঠেয় জনশুনানিতে অংশ নিতে পারেন। জনশুনানির সভায় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ/আপত্তি মৌখিক অথবা লিখিতভাবে জানাতে পারেন। প্রকল্প অথবা কার্যাবলীর পরিবেশগত দিক থেকে প্রভাবিত হবার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে এরূপ অন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিত আকারে তাঁর পরামর্শ/আপত্তি জনশুনানির তারিখের পূর্বে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ইআইএম সেল), পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬-এর কাছে জানাতে পারেন।

সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

আইনি উত্তরাধিকারীর তথ্য অনুসন্ধান

যেহেতু, অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (নিম্নে উল্লেখিত ট্রাস্টগুলির ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত) (যাকে এরপর থেকে 'এআরসিআইএল' বলা হবে) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে নিগমিত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (যাকে এরপর থেকে 'সারফায়েসি অ্যাক্ট' বলা হবে)-এর অধীনে একটি অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত; এবং যেহেতু নিম্নে উল্লেখিত সারণির ২ নং কলামে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতারা মূল ঋণদাতাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন; এবং যেহেতু এআরসিআইএল নিম্নে উল্লিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কিত আর্থিক সম্পদগুলি অধিগ্রহণ করেছে; এবং যেহেতু এআরসিআইএল সারফেইসি আইনের অধীনে সুরক্ষিত পাওনাদার হওয়ায়, এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ২ নং বিধির সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের একটি তলবি নোটিস জারি করেছিল, যেখানে নোটিসের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিসে উল্লিখিত অর্থের সাথে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের মধ্যে কয়েকজনের কাছে নোটিসগুলি পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ক্রম নং	এলএএন নং/ মূল ঋণদাতার নাম/ আইনি উত্তরাধিকারীদের বিষয়ে তথ্য চেয়ে পাঠানো নোটিসের তারিখ / ট্রাস্টের নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া (ভারতীয় মুদ্রায়)
১.	এলএএন: ৭১১৮০০০০০১০৯০০ মূল ঋণদাতা: বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড আইনি উত্তরাধিকারীদের বিষয়ে তথ্য চেয়ে পাঠানো নোটিসের তারিখ: ২২.০৯.২০২৬ ট্রাস্টের নাম: এআরসিআইএল ২০২৪সি-০০৪ ট্রাস্ট	প্রয়াত পরেশ চৌধুরী/ বাপন চৌধুরী/ আদুরী চৌধুরী/ বিশ্বজিৎ চৌধুরী/ পিঙ্কি দাস	₹৬,০৫,০৩৪.৫১/- ৩০-জুলাই-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী

আমরা জানতে পেরেছি যে উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা মারা গেছেন। এমন পরিস্থিতিতে আমরা এতদ্বারা আপনাকে এই চিঠি পাওয়ার তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আইনি উত্তরাধিকারীদের বিবরণ (অর্থাৎ নাম এবং ঠিকানা) প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি যাতে আমরা তাদের প্রয়াত পরেশ চৌধুরীর বৈধ আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

তাই, উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিসটি প্রদান করা হচ্ছে, যেখানে তাদের এই নোটিস প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতার বিপরীতে উপরে প্রদর্শিত মোট বকেয়া অর্থ প্রদান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা কর্তৃক মোট বকেয়া অর্থের সাথে অতিরিক্ত সুদ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে, এআরসিআইএল উপরে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট বলবৎ করার জন্য ১৩(৪) ধারার অধীনে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে, এছাড়াও আইন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য উপায়ে নোটিস প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আপনাকে জানানো হচ্ছে যে সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত, বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তির নোটিস প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময় সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থের সাথে এআরসিআইএল-এর হওয়া খরচ, চার্জ এবং ব্যয় প্রদান করে উক্ত বন্ধকি সম্পত্তি মুক্ত করা যেতে পারে।

জেনে রাখুন যে সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১৩) ধারার শর্তাবলি অনুযায়ী, আপনাকে এতদ্বারা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর এবং/অথবা লেনদেন করা থেকে বিরত করা হলো।

স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬ (ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে)

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: U65999MH2002PLC134884 ; ওয়েবসাইট: www.arcil.co.in
রেজিস্টার্ড অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০০২৮। ফোন: +৯১ ২২ ৬৬৫৮ ১৩০০
শাখার ঠিকানা: রুম নং ১০০১, ফ্লোর নং ১০, সিগনেট টাওয়ার, ডিএন ২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন: ০৩৩-৪৮২২ ৬৬০৮

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এআরসিআইএল)
'এআরসিআইএল-রিটেল লোন পোর্টফোলিও ০০৪-সি-ট্রাস্ট' এবং 'এআরসিআইএল-ট্রাস্ট-২০২৫সি-০০৯-এর ট্রাস্টি রূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে কার্যরত
এআরসিআইএল অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০০২৮
শাখা অফিস: রুম নং ১০০১, ফ্লোর নং ১০, সিগনেট টাওয়ার, ডিএন ২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ০৩৩ ৪৮২২ ৬৬০৮, ওয়েবসাইট: https://auction.arcil.co.in; CIN: U65999MH2002PLC134884

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬, ৮ ও ৯-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('রুলস')-এর রুল ৬, ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট')-এর সংস্থানসমূহের শর্তাধীনে 'এআরসিআইএল-রিটেল লোন পোর্টফোলিও ০০৪-সি-ট্রাস্ট এবং 'এআরসিআইএল-ট্রাস্ট-২০২৫সি-০০৯-ট্রাস্টের ট্রাস্টি (রেজিস্টার্ড ভারার্পণ চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদের ভারার্পণ চুক্তির প্রেক্ষিতে) রূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে কার্যরত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড নীচে উল্লেখমতো সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা ও অনাদায়ী অর্থাঙ্ক, তদুপরি উদ্ভূত সুদ, চার্জ ও মাশুল ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা ও দখলীকৃত নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'রিকোর্স ছাড়া' ভিত্তিতে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার না

আজকাল

৪৬ বর্ষ ১৮৭ সংখ্যা ১১ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কার কোথায় গুরুত্ব

সাম্প্রতিক সময়ে সিপিএম-এর গুরুত্ব অনেক কমেছে। আগে যে-দল তিন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল, এখন কোনও রাজ্যেই নেই। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় ২০২১ সালে ছিল শূন্য, এবার ১। উন্নতি? সিপিএম নেতারাও এমনটা বলেননি। কেরলে হারতে হয়েছে কংগ্রেসের কাছে। সংসদে সংখ্যা খুবই কম। তবে, একটা কথা অনস্বীকার্য, কেরলে হারের পরে দলটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েনি। পশ্চিমবঙ্গেও পার্টির মিছিলে, সমাবেশে ভিড় কমেনি। হকার উচ্ছেদের মতো ইস্যুতে পথে নেমেছে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংসদীয় শক্তি কমলেও, দেশের নানা রাজ্যে কিছু-না-কিছু সংগঠন ধরে রাখতে পেরেছে। ধর্মনিরপেক্ষ নীতি নিয়েও প্রশ্ন নেই। পশ্চিমবঙ্গে মাস পাঁচেক আগেও ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল, দলীয় শক্তি ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। এবার ভোটে শোচনীয় ফল। তবু, আসন ৮০, তুচ্ছ করার মতো নয়। বিপর্যয় ঘটতে থাকল দ্রুত। ভোটে হারের পর অধিকাংশ জয়ী বিধায়ক বিদ্রোহ করলেন, ঋতব্রত ব্যানার্জির নেতৃত্বে। বিরোধী দলনেতা। বিজেপি খুশি, কিন্তু বিজেপি-ই তৃণমূলকে ভেঙেছে, নিখাদ সত্যি নয়। মমতার ঘনিষ্ঠ, গুরুত্বপূর্ণ অনেক মন্ত্রী রাতারাতি বিদ্রোহী। হতে পারে, মামলা-টামলার ভয়ে, অন্য স্বার্থে। লোকসভায় ২৮-এর মধ্যে ২০ সাংসদ দল ভেঙে এনসিপিআই নামে অজানা দলে, এনডিএ জোটে। এত ভাঙার ফলে তৃণমূলের শক্তি ক্ষীণ। মমতার অবশ্য সর্বভারতীয় পরিচিতি ব্যাপক। সম্প্রতি জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে চিঠি ও ফোনালাপ মমতার সঙ্গে সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক বেবির। এই দু'টি দলে কখনও বাক্যালাপ ছিল না। বিপদের দিনে হল। বিরোধী জোটে কংগ্রেসের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক ডিএমকে, এনসি, আপ-এর। তিন দলের সঙ্গেই মমতার সখ্য। সর্বভারতীয় বিরোধী ঐক্যের ক্ষেত্রে মমতা তৃণমূল বড় ভূমিকায় থাকতেও পারে।

প্রিয় সম্পাদক

এশীয় সেরা হরমনের ভারত

হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বে আরও একটা আন্তর্জাতিক খেতাব জিতে নিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। দুবাইয়ের মাটিতে এশিয়া কাপের আসরে ভারতীয়দের বিজয়গাথা অবশ্য প্রত্যাশিতই ছিল। উপমহাদেশের ক্রিকেটে ভারতই যে সেরার সেরা, তা নিয়ে কারওর মনেই কোনও প্রশ্নচিহ্ন ছিল না। তবে, ২০২৪ সালের এশিয়া কাপের মঞ্চে ফাইনালে পা রেখেও আয়োজক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিশ্রী পরাজয়ের গ্লানি দেশীয় ক্রিকেটভক্তদের কুরে-কুরে খাচ্ছিল। সেজন্যই এবারও মরুদেশের বাইশ গজে যখন নিশ্চিত হয়ে পড়ল যে, ফের একবার এশীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য হরমন অ্যান্ড কোং-কে সিংহলিদেরই মোকাবিলা করতে হবে, অনেকেই বেশ টেনশনে পড়ে গিয়েছিলেন। যদিও টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ থেকেই এবার ভারতীয় দলের ক্রিকেটারেরা নিজেদের সহজাত ছন্দেই খেলছিলেন। গ্রুপ লিগের সবক'টি ম্যাচ জিতে নেওয়ার পর শেষ চারের লড়াইয়ে বাংলাদেশও হরমন-বাহিনীকে তেমন বেগ দিতে পারেনি। তবে, অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গোড়ার দিকে বেশ চাপে পড়ে গিয়েও অবশেষে লড়াকু জয় তুলে নেওয়ার পর আট্টাপাট্টুর শ্রীলঙ্কাও মানসিক ভাবে যথেষ্টই ঝরঝরে অবস্থায় ট্রফি জয়ের লড়াইয়ে নেমেছিল। তবে, ভারতীয় দলের টপ-অর্ডার আসল দিনেই নিজেদের 'খেল' দেখাতে সমর্থ হওয়ায় শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ৭২ রানে জিতে গতবারের ফাইনাল-হারের মধুর প্রতিশোধও নিয়ে ফেললেন হরমন, স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মারা। ২০২৫ সালের শেষদিকে আইসিসি ৫০ ওভার



বিশ্বকাপে ঐতিহাসিক ট্রফি জয়ের পর এ দেশে মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে উদ্দীপনা চতুর্গুণ বেড়ে গিয়েছে। চলতি বছরে বিলেতের মাটিতে টি ২০ বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেও প্রায় অনায়াসেই এশিয়া কাপ জিতে হরমনপ্রীতরা যেন নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন, অন্ধকার সময় কাটিয়ে আলোর উঠোনে দাঁড়াতে গোটা দল কতটা বদ্ধপরিকর ছিল। আর ক'দিন পর জাপানের মাটিতে বসতে চলা এশিয়াড আসরেও ক্রিকেটে 'সেরার সেরা' হয়ে হরমন, স্মৃতি, দীপ্তি, শেফালিদের গলায় সোনার পদকই দেখার অপেক্ষায় উদগ্রীব সমগ্র দেশবাসী।

● *অচিন্ত্য মজুমদার*
বৈদ্যবাটি, হুগলি

কলকাতা-সেরা মোহনবাগান

মরশুমের প্রথম ট্রফি জেতার পর ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে ফুটবল মহলে ব্যাপক হইচই হচ্ছিল। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে কার্যত ধূলিসাৎ করার পর যেটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। উল্টোদিকে 'ডার্বি' ম্যাচে পর্যুদস্ত হওয়ার পর টালমাটাল সবুজ-মেরুন বাহিনী পাখির চোখ করেছিল কলকাতা লিগকে। শেষমেশ বিশ্বকর্মা পুজোর রেশ কাটার আগেই চলতি মরশুমে প্রথম ট্রফির স্বাদ পেল মোহনবাগান। গত কয়েক বছরের মতো এবারও কলকাতা লিগের গোড়া থেকেই বাস্তব রায়ের দলকে বেশ খানিক ছন্নছাড়া লাগছিল। তাদের ফুটবলে ধারাবাহিকতার অভাবও ছিল প্রকট। কিন্তু আইএফএ-র নতুন ফর্ম্যাটের লিগ আসরে 'সুপার সিক্স' রাউন্ডে টানা তিনটি ম্যাচেই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রেখেই কলকাতা-সেরার মুকুট মোহনবাগানের মাথায়। অন্য দিকে, টুর্নামেন্টের প্রাথমিক রাউন্ডে অনেক বেশি ঝকঝকে দেখালেও শেষ পর্যায়ে এসে ইস্টবেঙ্গলকে যথেষ্টই ছন্দহীন দেখিয়েছে। সুপার সিক্সে তিনটি ম্যাচের মধ্যে প্রথম দুটিতে ড্র করার পরই কার্যত মশাল বাহিনীর ভাগ্য নিশ্চিত হয়ে যায়। সেই কারণেই শেষ ম্যাচে কোল ইন্ডিয়াকে গোলের মালা পরিয়েও টানা তিনবার খেতাব জয়ের স্বপ্ন অধরাই রইল ইস্টবেঙ্গলের। অন্য দিকে, ডুরান্ড ফাইনালের অমন জঘন্য পরাজয়ের পরও পালতোলা নৌকোর এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোটা সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

● *সৌমিক সেনগুপ্ত*
শ্রীরামপুর, হুগলি

টেনিসের নতুন রানি রিবাকিনা

হট উএস ওপেনের ফাইনালে পা রাখার পরই ডব্লুটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন অধুনা মহিলা টেনিসে দুনিয়ার অন্যতম সেরা তারকা এলিনা রিবাকিনা। ফাইনালে বেলারুশের অ্যারিনা সাবালেঙ্কাকে তিন সেটের লড়াইয়ে হারানোর পর এই রুশ বংশোদ্ভূত কাজাখ গোটা দুনিয়াকে অন্তত এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, এক নম্বরের মুকুট যোগ্য পাত্রীর মাথাতেই উঠেছে। নিউ ইয়র্কের ঘন নীল-রঙা কোর্টে এবারকার মার্কিন ওপেনে রিবাকিনা শুরুর রাউন্ড থেকেই নিজের সেরা ছন্দে ছিলেন। চলতি বছরের গোড়ায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের খেতাবও তিনিই দখলে আনেন তৎকালীন পয়লা নম্বর তারকা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে। বস্তুতপক্ষে, সাবালেঙ্কা বনাম রিবাকিনার কোর্টের লড়াই নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিককালে মেয়েদের টেনিসের সেরা বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে। অতীতের নাভ্রাতিলোভা-ক্রিস এভার্ট বা নাভ্রাতিলোভা-স্টেফি গ্রাফ বা আরও পরের দিককার গ্রাফ-সাবাতিনি বা

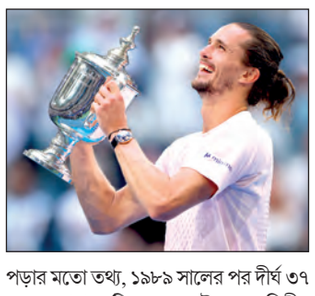


গ্রাফ-সেলেস দ্বৈরথের মতোই এই সাবালেঙ্কা বনাম রিবাকিনা লড়াইও অন্য স্তরে পৌঁছোতে পারবে কি না, সে উত্তর সময়ের গর্ভে। তবে, ২০২৬ কিছুটা হলেও সেই ইঙ্গিতই রেখে গেল। দেখতে দেখতে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি জেতা হয়ে গেল রিবাকিনার। 'কেরিয়ার স্ল্যাম' পূর্ণ করতে বাকি শুধু ফরাসি ওপেনটাই। তবে এটাও ঠিক, চলতি বছরে দু-দু'টি মহাআসরের ফাইনালে কাজাখ প্রতিপক্ষের কাছে বশ্যতা স্বীকারের পর সাবালেঙ্কাও নিশ্চয়ই নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নিয়ে লড়াইয়ে ফিরতে চাইবেন। দীর্ঘ ৯১ সপ্তাহ বিশ্ব ক্রমতালিকার শীর্ষ ধাপে কাটানোর পর রিবাকিনার কাছেই মুকুট খোয়াতে হয়েছে ওঁকে। তাই, রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার তাগিদটা সাবালেঙ্কারই এখন বেশি। আমরা কিন্তু অপেক্ষায় রইলাম।

● *বৈশাখী মিত্র*
শোভাবাজার, কলকাতা

জেরেভের 'কামাল'!

২০২৬ সালটা সত্যি সত্যিই যেন স্বপ্নের মতো কাটল আলেকজান্ডার জেরেভের। জার্মানির এই দীর্ঘকায় তারকাকে অধুনা টেনিস দুনিয়ার 'মি. কনসিসটেন্ট' বলেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। চলতি বছরের গত তিনটি মাসে জেরেভ কোর্টে যা যা কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তাকে 'অভাবনীয়' বলেও বোধ করি কম বলা হয়। ভাবতে অবাক লাগে, কিছুদিন আগে পর্যন্তও পুরুষদের সার্কিটে জেরেভকে অভিহিত করা হত 'আন্ডার-অ্যাচিভার', কখনও কখনও 'চোকার্স' নামেও। ২০২০ সালের ইউএস ওপেনেই যেমন ফাইনালে দুই সেট এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ ও খেতাব হাতছাড়া করেছিলেন জেরেভ। এরপরও একাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেও শেষ হাসি হাসতে পারেননি। খরা কাটল এ বছরের ফরাসি ওপেনে। তার মাসখানেকের মধ্যে উইম্বলডন আসরেরও ফাইনালিস্ট ছিলেন এই জার্মান। ইয়ানিক সিনারের কাছে হেরে যদিও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ওঁকে। তারপর এবারের মার্কিন ওপেন। প্রথম রাউন্ড থেকেই মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন, দু'-একটি ছোটখাটো হোঁচট ছাড়া। তবে, ফাইনালে আমেরিকান টেনিসের নয়া 'সেনসেশন' বেন শেলটনকে চার সেটের লড়াইয়ে জমি ধরিয়ে নতুন ইতিহাসের জন্ম দিলেন জেরেভ। বরিস বেকারের পর তিনিই হলেন দ্বিতীয় জার্মান পুরুষ, যিনি একাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম আসরে ট্রফি জিতলেন। বেকার জিতেছিলেন ছয়টি, জেরেভ আপাতত দু'টি। আরেকটা চোখে



পড়ার মতো তথ্য, ১৯৮৯ সালের পর দীর্ঘ ৩৭ বছরের খরা কাটিয়ে জেরেভই হলেন দ্বিতীয় জার্মান পুরুষ খেলোয়াড়, যিনি ফ্লাশিং মেডো-র কোর্টে ট্রফি নিয়ে 'ভিক্টরি ল্যাপ' দিলেন। জেরেভ সম্পর্কে টেনিস বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই বলে থাকেন 'সাহসী, সিংহের মতো লড়াকু'। আর কে না জানে, ভাগ্য সাহসীদের সহায় হয়।

● *জ্যোতিষ্ক দাশগুপ্ত*
সল্টলেক, কলকাতা ৯১

চিঠি লিখুন ই-মেলেও priyo.sampadak100@gmail.com

তৃণমূলের প্রতীক-মামলা

নির্বাচন কমিশনকে সময় বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর

তৃণমূলের নাম ও প্রতীক সংক্রান্ত দুই গোষ্ঠীর বিবাদে নির্বাচন কমিশনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, দুই গোষ্ঠীকে চার সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে। এরপর তিন মাসের মধ্যে কমিশনকে নিতে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ আদালতের নির্দেশে প্রতীক-বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য চার মাস সময় পেল নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক স্বত্ব মমতা ব্যানার্জি শিবিরের কাছে থাকবে নাকি বিদ্রোহী ঋতব্রত ব্যানার্জির শিবির পাবে, তার জন্য নতুন বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফলে চলতি বছরে পুর নির্বাচন হলে, জোড়াফুল প্রতীক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই কোনও পক্ষেরই।

এদিনের মামলার শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু আদালতের কাছে প্রতীক-বিবাদের সিদ্ধান্তের জন্য ছ'মাস সময় চান। ওই আবেদন খারিজ করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'তিন মাস যথেষ্ট।' কমিশনের তরফে সময়সীমা নিয়ে অসুবিধের কথা জানানো হলে আদালত বলে, 'চরম কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলে আমাদের কাছে আসুন।' এর আগের শুনানিতে বেঞ্চ কমিশনের উদ্দেশে বলেছিল, 'এমন একটি যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা বলুন, যার মধ্যে দু'পক্ষই নিজেদের প্রমাণ ও বক্তব্য পেশ করার ন্যায্য সুযোগ পাবে। আবার বিষয়টি অযথা দীর্ঘায়িতও হবে না।' শুনানিতে বিচারপতি বাগচী বলেন, 'শিবসেনা মামলায় বিলম্বের কী ফল হয়, আমরা দেখেছি।' এদিন কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু জানান, অতীতে প্রতীক-বিতর্কের চারটি মামলায় কমিশন কত সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার তথ্য আদালতে দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে বিপুল সংখ্যক হলফনামা জমা পড়ে। বিচারপতি বাগচী বলেন, 'তিন মাস হয়ে গিয়েছে। এবার তিন মাসের মধ্যেই শেষ করুন। আপনাদের এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।' প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট করেছে, প্রতীক-বিবাদের মূল বিষয় বা মামলার মেরিট নিয়ে আদালত কোনও মতামত দিচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ নির্বাচন কমিশনের সামনে নিজেদের সমস্ত যুক্তি ও দাবি পেশ করতে পারবে। কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সমতা বজায় রাখা এবং উভয় পক্ষের অধিকার সুরক্ষিত রাখার কথা উল্লেখ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক 'ফ্রিজ' করা হয়েছিল। ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। তার আগে কমিশনের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাই কার্যকর থাকবে।

দিল্লি ধর্ষণ-কাণ্ডে 'নির্ভয়া'র ছায়া দেখছে শীর্ষ আদালত

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর

দিল্লি-এনসিআরে সাম্প্রতিক একাধিক ধর্ষণের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, ঘটনাগুলির সঙ্গে ২০১২ সালের নির্ভয়া-কাণ্ডের 'বেদনাদায়ক সাদৃশ্য' রয়েছে। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, দিল্লি-এনসিআরে ধর্ষণের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং প্রশাসনের 'পদ্ধতিগত ব্যর্থতা' স্পষ্ট করছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার বিষয়টি সামনে এসেছে। পারদিওয়ালা বলেন, 'শুধু সহমর্মিতা প্রকাশ করলেই হবে না, দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করাও জরুরি।' পার্ক এবং বাসের মতো জনপরিসরগুলিতে অপর্যাপ্ত আলো, নজরদারির অভাব বা প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে 'ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা' হয়ে উঠতে পারে না বলেও মন্তব্য করেছে আদালত। আগস্টে গ্রেটার নয়ডা থেকে দিল্লিগামী একটি স্লিপার বাসে এক নাবালিকার গণধর্ষণের অভিযোগের ঘটনাও শুনানিতে উঠে আসে। প্রায় ৪৭ কিলোমিটার যাত্রাপথে বাসটিতে পর্দা দিয়ে বার্থগুলি ঢাকা ছিল এবং কার্যকর সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থাও ছিল না বলে অভিযোগ। এর আগে দক্ষিণ দিল্লির কালকাজি মন্দিরে যাওয়ার পথে পার্কে পুলিশ পরিচয় দেওয়া কয়েকজনের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতেই ২০১২ সালের নির্ভয়া-কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনেছে শীর্ষ আদালত।

বুধবারের ইন্ডিয়া বৈঠকে স্ট্যালিন, কেজরিওয়ালকে শামিলের চেষ্টা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধী শিবির। আগামী বুধবার দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ বৈঠক হতে চলেছে। ওই বৈঠকে জোটের পরবর্তী রণকৌশল ঠিক হবে। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যোগ দেবেন বৈঠকে। বিরোধী শিবিরের ঐক্যবদ্ধ ছবি তুলে ধরতে 'ইন্ডিয়া' থেকে দূরত্ব তৈরি করা ডিএমকে, আপ-কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে এই বৈঠকের বিষয়ে দেখা করেছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। ৩০ সেপ্টেম্বরের 'ইন্ডিয়া' শিবিরের বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের যৌথ অবস্থানকে আরও জোরালো করাই অন্যতম লক্ষ্য।

টিভিকে সরকারকে ঘিরে ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। তবে বিভিন্ন দলের পক্ষে স্টালিনকে বৈঠকে নিয়ে আসার চেষ্টা হলেও ডিএমকের এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা এখনও কার্যত নেই। এসআইআর, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের ইস্যুতে জোট নেতাদের সঙ্গে সহমত কেজরিওয়াল, এম কে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে। তবে দুই নেতারই বৈঠকে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা কম। কারণ কংগ্রেস। দলের তরফে প্রতিনিধি পাঠানো নিয়েও সংশয় রয়েছে। জোটের অ-কংগ্রেসি শিবিরের তরফে চেষ্টা চলছে, স্ট্যালিন না এলেও অন্তত ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি এবং রাজ্যসভার নেতা তিরুচি শিবাকে বৈঠকে হাজির করানো।

হারলেই ইন্ডিয়া-র অপপ্রচার: মানিক

আজকালের প্রতিবেদন
আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর

ভোটে হারলেই অপপ্রচার শুরু করে দেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। সোমবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই অভিযোগ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল নির্বাচনের উদাহরণ দিয়ে তিনি দাবি করেন, বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থার বিরুদ্ধেও মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এদিকে, ত্রিপুরায় এদিন অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটি নির্বাচন। ভোটপর্ব নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে। বহু আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতেই পারেননি। ভোটের হার প্রায় ৭৮ শতাংশ। গণনা ৫ অক্টোবর।

---

১০ বিদ্রোহী বিধায়কের পদ খারিজ মামলা

সিদ্ধান্ত স্পিকারেরই, জানাল শীর্ষ কোর্ট

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকারের কাছে জমা-থাকা ১০ জন 'বিদ্রোহী' তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের অযোগ্যতা-সংক্রান্ত আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দিতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে জানায়, স্পিকার যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যেই যে সিদ্ধান্ত নেবেন, এ বিষয়ে আদালতের কোনও সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ 'কেশম মেঘচন্দ্র সিং বনাম মণিপুর বিধানসভা' মামলার নজির টেনে জানায়, এই ধরনের আবেদনের নিষ্পত্তি তিন মাসের মধ্যে হওয়াই বিধেয়। সেক্ষেত্রে, বিদ্রোহী বিধায়কদের পদ খারিজের আবেদন জমার পর থেকে তিন মাস পূর্ণ হবে ৮ অক্টোবর। যে ১০ বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা হলেন ঋতব্রত ব্যানার্জি, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ রায়, সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান, শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান ও রথীন ঘোষ।

আবেদনকারী তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিবাল। তাঁর দাবি, ৮ জুলাই ওই ১০ বিধায়ককে অযোগ্য ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে স্পিকারের কাছে আবেদন জমা দেওয়া হয়। ৮ অক্টোবর তার তিন মাস পূর্ণ হবে। সিবাল বলেন, বিষয়টি দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে রয়েছে। নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে দেরি হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে। সিবাল এদিন আদালতের হস্তক্ষেপ এবং স্পিকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ চেয়েছিলেন। তবে বেঞ্চ সেই আবেদনে সায় দেয়নি। শুনানিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছে, অযোগ্যতার আবেদন নিয়ে স্পিকারের সাংবিধানিক ক্ষমতা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রয়োগ করা প্রত্যাশিত এবং পূর্ববর্তী রায়ে সাধারণত তিন মাসের সময়সীমার কথা বলা হয়েছে। সেই সময়সীমা মাথায় রেখে স্পিকার সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আদালতের আস্থা রয়েছে।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এদিন বলেন, 'আদালত যখন বিভিন্ন আইন অনুযায়ী নিজেদের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা সবসময় মেনে চলতে পারে না, তখন স্পিকারের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়েও ভাবা দরকার।' তাঁর মন্তব্য, 'নির্দেশ দেওয়ার আগে আমাদের নিজেদের মুখ আয়নায় দেখা উচিত। এমন বহু আইন রয়েছে যেখানে বিচার বিভাগকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলা শেষ করতে বলা হয়েছে, অথচ সেই আইন মানার ক্ষেত্রে আমরাই ব্যর্থ হচ্ছি, তারপর স্পিকারকে নির্দেশ দেব!'

এসআইআর শুনানির আর্জি খারিজ শীর্ষ কোর্টে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের আগে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি এগিয়ে আনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। ৬ অক্টোবর এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ভোটের আগে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হলেও তা গ্রহণ করেনি শীর্ষ আদালত। আদালত জানিয়েছে, ৫ অক্টোবর নির্ধারিত দিনেই শুনানি হবে। আবেদনকারীর বক্তব্য ছিল, এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে ভোটার তালিকায় নাম থাকা বা বাদ পড়ার বিষয়টি উপনির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নির্বাচনের আগেই মামলাটির শুনানি প্রয়োজন। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের নির্বাচন শুধুমাত্র উপনির্বাচন। সেই কারণে এই দুই কেন্দ্রের ভোটকে সামনে রেখে এসআইআর মামলার শুনানি এগিয়ে আনার প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি এসআইআর সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট সামনে আসার পর কংগ্রেসের এসআইআর সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বসু সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন।

মোবাইল রিচার্জে ইন্টারনেট নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়: ট্রাই

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর

টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই) জানিয়েছে, মোবাইল ফোন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে রিচার্জের শুল্ক কমাতে হবে। ইন্টারনেট পরিষেবা ছাড়া মোবাইল রিচার্জের শুল্ক কমানো এবং আরও বেশি বিকল্প রিচার্জ প্ল্যান চালু করার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাই। এছাড়া ২৮ দিনের বদলে ৩০ দিনের রিচার্জ প্ল্যান চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ট্রাইয়ের তরফে। তবে ট্রাই জানিয়েছে, প্রবীণ সদস্য, ওয়াইফাই থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাঁরা ওয়াইফাই থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং মোবাইল ইন্টারনেট প্রয়োজন হয় না, তাঁদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রাইয়ের দাবি, অনেক সময় মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার না করলেও ব্যবহারকারীকে বেশি অর্থ দিয়ে রিচার্জ করতে বাধ্য করা হয়। ট্রাই জানিয়েছে, মোবাইল ফোন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে এবার থেকে ৩০ দিন বা তার কম সংখ্যক দিনের ইন্টারনেট পরিষেবা ছাড়া রিচার্জ প্ল্যান চালু করতে হবে। এই রিচার্জ থেকে শুধুমাত্র ফোন কল এবং এসএমএস পরিষেবা পাওয়া যাবে। তার শুল্কও কম করার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাই। আরও বলা হয়েছে, অন্তত একটি প্ল্যান এমন রাখতে হবে, যেটি প্রতিমাসের সেই নির্দিষ্ট তারিখে অর্থাৎ পুরো ১ মাসের প্ল্যান হবে। একমাসের কম সময়ের প্ল্যানের ক্ষেত্রে সেই মাসের যেন অন্তত শেষ দিন পর্যন্ত হয়।

টাটা সন্সকে নতুন প্রস্তাব টাটা ট্রাস্টের

টাটা ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং টাটা কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার্স মিশে যাক টাটা সন্সকে প্রস্তাব দিল টাটা ট্রাস্ট। এবং সেজন্য আগে আরবিআইয়ের কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে বলেছে। টাটা ট্রাস্ট চায়, টাটা সন্স তাদের নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি তথা কোর ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির তকমা মুছে ফেলুক। এর ফলে টাটা সন্সকে আর শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার দরকার থাকবে না।

বাজারে মহাপতন, উধাও ৮.৯২ লক্ষ কোটি

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর

অস্থির ভূরাজনৈতিক পরিসরে সোমবার ধস নামে ভারতের শেয়ার বাজারে। পতনের ধাক্কায় সেনসেক্স নেমে যায় ১,১২৪ পয়েন্ট। এদিন নিফ্‌টিও পড়েছে ৩৬০.২৫ পয়েন্ট। এর জেরে মুছে গেছে বিনিয়োগকারীদের মোট ৮.৯২ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ। ফলে সেনসেক্স ও নিফ্‌টিতে নথিভুক্ত একাধিক সংস্থার শেয়ারের মোট বাজারমূল্

নদীতে ধসে পড়ল পাহাড়ের একাংশ

নেপালে বন্যায় মৃত ২৪

সংবাদ সংস্থা

কাঠমান্ডু, ২৮ সেপ্টেম্বর

নেপালে বন্যা ও ধসের মধ্যে পাহাড় ভেঙে নদীতে পড়ার দুটি ভিডিও সামনে এসেছে। দুটি ভিডিওতেই মাত্র ৬ সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গিয়েছে ভয়াবহ দৃশ্য। প্রথম ভিডিওটি মুস্তাং জেলার লেতে এলাকার। রবিবার নতুন করে বন্যা ও ধসের পর তীর্থযাত্রীরা সেটি রেকর্ড করেন। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাত্র ৬ সেকেন্ডেই নীচের কালীগণ্ডকী নদীতে ধসে পড়ছে পাহাড়ের ঢাল। ধসের ধাক্কায় সাময়িক ভাবে থেমে যায় নদীর গতি। পরে ফের পথ করে নিয়ে জল প্রবাহিত হতে শুরু করে।

দ্বিতীয় ভিডিওটি একটি পাহাড়ের ঢাল থেকে তোলা। সেখানে মাটি ধসে উপত্যকার দিকে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে পাথর-কাঠের একটি আশ্রয়স্থলের অংশ এবং বেশ কয়েকটি গাছও। ক্যামেরা ঘোরার সময় গ্রামবাসীদের চিৎকার শোনা যায়। কেউ চিৎকার করে বলেন, 'ঘর গই সাক্যো' —অর্থাৎ, 'বাড়ি আর নেই।' পাহাড়ের ঢালে থাকা এক মহিলাকেও হতাশায় চিৎকার করতে দেখা যায়।

গত কয়েক দিনের বন্যা ও ধসে নেপালের একাধিক জেলায় অন্তত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ ১৪ জন। গণ্ডকী প্রদেশে টানা তিন দিনের ভারী বৃষ্টির পর শনিবার থেকেই কালীগণ্ডকী নদীর জল বাড়তে শুরু করে। রবিবার সকালে তা বড় আকারের বন্যায় পরিণত হয়। একটি পাহাড়ি গ্রামের গোটা বসতিই ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদী। চিতওয়ানের দিকে যাওয়া মহাসড়কগুলিও ধসে আটকে যায়। ফলে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। নিরাপত্তাবাহিনী ইতিমধ্যে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টিতে ৩ দিনে মৃত ৫৬ জন

সংবাদ সংস্থা

লখনউ, ২৮ সেপ্টেম্বর

তিন দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি। বেহাল উত্তরপ্রদেশ। ঝড়-বৃষ্টিতে রাজ্যে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৪৬ জন। হাজারের ওপর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। চাষের জমি জলমগ্ন। জলমগ্ন রাস্তা। ক্ষতি হয়েছে চাষাবাদের। রাজ্যের একাধিক জেলায় বন্যা-পরিস্থিতি। স্কুল বন্ধ। নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুর্গতদের কাছে দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগের জেরে মৃতদের পরিবারকেও আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি চলছে। তিন দিনের বৃষ্টিতে রাজ্যের আটটি জেলায় বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃষ্টিতে সর্বাধিক মৃত্যুর খবর এসেছে সীতাপুর, লখিমপুর খেরি, বাহারাইচ, বলরামপুর, অযোধ্যা এবং গোরখপুর থেকে। সব মিলিয়ে ১,০২০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। বৃষ্টিতে ১০৭টি গবাদি পশু মারা গেছে। ভারী বৃষ্টিতে ঘাঘরা, রাপতি নদীর জলস্তর বাড়ছে। চিত্রকূট ও কুশীনগর জেলায় মন্দাকিনী এবং গণ্ডক নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে।

খারাপ আবহাওয়ার দিকে নজর রেখে অমরোহা, শ্রাবস্তী, পিলিভিট ও বিজনৌরের মতো একাধিক জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা করেছে। প্রাণহানি, শস্যহানি হলেও এখনই বৃষ্টিপাত কমছে না। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ছত্তিশগড়ের উত্তর দিক লাগোয়া উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, নিম্নচাপ মুখ ঘুরিয়ে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগোচ্ছে। সে-কারণেই উত্তরপ্রদেশে ভারী বৃষ্টি। রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

এল্ নিনোর প্রভাবে এবার আগেই শীত?

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এবার ভালই বৃষ্টি হয়েছে। আচমকা আবহাওয়ায় কিছুটা বদলও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৃষ্টির পর ঠান্ডা রাত, ভোরের দিকে শীত-শীত ভাব। রবিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৫ বছরের মধ্যে সেপ্টেম্বরে এটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন এবং ২০০১ সালের পর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে প্রশ্ন জাগছে,

২৫ বছরে সেপ্টেম্বরে শীতলতম রাত

এটা কি আগাম শীতের ইঙ্গিত, নাকি তীব্র গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি? এল্ নিনোর সৌজন্যেই কি এবার আগেভাগে শীত আসছে? আবহাওয়াবিদেরা জানাচ্ছেন, তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সঙ্গে এল্ নিনো বা আগে শীত পড়ার খুব একটা সম্পর্ক নেই। টানা বৃষ্টির কারণেই তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, উত্তর ভারতে শুষ্ক পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে।

দলিল হারানো

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৮.০৪.২০১৬ তারিখের একটি মূল নথিভুক্ত কনভেয়েন্স দলিল, যা এডিএসআর বজবজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত, যা বুক নং I, ভলিউম নং ১৬০১-২০১৬, পৃষ্ঠা নং ২৫০৩৬ থেকে ২৫০৮৯-তে রেকর্ডভুক্ত, দলিল নং I-১৬১০০১২৫২/২০১৬, যার স্বত্বধারক শ্রী মেথর চন্দ্র শী-এর পুত্র শ্যামল শী এবং শ্রী শ্যামল শী-এর স্ত্রী প্রভাতী শী, যা সম্পত্তির জন্য নেওয়া হাউজিং লোনের বিনিময়ে জামানত হিসাবে সমবন্ধক রাখা হয়েছিল, অর্থাৎ ৪ ডেসিমেল পরিমাপের একটি স্ক্যংসম্পূর্ণ জমি এবং সেই সাথে ১৩০০ বর্গফুটের আবাসিক কাঠামো, যা মৌজা- গাদভুকতা, এল আর প্লট নং ৭৮১, এল আর খতিয়ান নং ৩০৫৭/১-এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, নন্দনপুর, থানা- বজবজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজবজ পৌরসভা, কলকাতা- ৭০০১৩৭, ওয়ার্ড নং ১৪, যা একটি নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এলআইসি এইচএফএল-এর কাছে, ঋণ নং ২১০২০০০০৬৯৯৩ এবং ২১০৩০০০০৯০০৯-এর মাধ্যমে সমবন্ধক রাখা হয়েছিল, যার ব্যাক অফিস হিন্দুস্তান বিল্ডিং, ৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, থানা- বউবাজার, কলকাতা- ৭০০০৭২-এ অবস্থিত, বর্তমানে যার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাই, বউবাজার থানায় গত ১২.০৯.২০২৬ তারিখে জিডিই নং ১০৪০ দায়ের করা হয়েছে। যদি কেউ উক্ত দলিলটি খুঁজে পান বা উক্ত দলিলের উপর কারও কোনও দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত/জমা করতে হবে। অন্যথায়, কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং এডিএসআর বজবজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত উক্ত মূল দলিল নং I-১৬১০০১২৫২/২০১৬-টিকে **হারানো** বলে গণ্য করা হবে। জেনারেল ডায়েরির প্রতিলিপির সাথে উক্ত কনভেয়ান্স দলিল-এর সার্টিফায়েড কপিটিকে মূল দলিল হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং এটি সেভাবেই কাজ করবে।

স্বা/- মধুমিতা অধিকারী, অ্যাডভোকেট
জেলা ও দায়রা আদালত, আলিপুর, ১৮, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশন
বার লাইব্রেরি-১০, সিট-৩৮, কলকাতা- ৭০০০২৭, এনরোল নং ডব্লিউবি/৪৪৩/২০০৬
মোবাইল: ৯৮৩৬৯৩২১১৩

e-Tender Notice

The Undersigned invited e-Tenders from experienced and resourceful bidders for execution the works out of Fund (VB-G-RAM-G) Total work -21Nos NIT No-02(e)/ MGP/2026-27 Ref.Memo No-085/MGP/2026 Dated -28.09.2026 For details visit https://www.tenders.wb.gov.in or More Details Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Mangalbari Gram Panchayat, Malda.

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি সিএমই/পিওএইচ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** এমআর ৩০০ সিরিজ রেক-এর কোচগুলিতে রাবার প্রোফাইল সরবরাহ এবং মাস ও রাবার প্রোফাইল স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান:** ১,১২,৯০,২৪০ টাকা মাত্র। **বিড সিকিউরিটি:** ২,২৫,৮০০ টাকা মাত্র। **প্রি-বিড কনফারেন্স-এর তারিখ ও সময়:** ৩০.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা (প্র.ভা.স.)। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬.১০.২০২৬ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা:** চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর অফিস, নোয়াপাড়া কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯৩। **ওয়েবসাইট বিবরণ:** https://www.ireps.gov.in।

টেন্ডার নং ঃ এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৭৯

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WB HIDCO

N. I. T No. 11 of AE-III/G.M.(E)-II of 2026-2027

WB HIDCO invites online Percentage Rate open tender in two bid systems for **"Emergent clearing of jungles and removal of rubbish from HIDCO land including dressing up surface for parking near Milanmela Ground & ITC Sonar Bangla, Kolkata"** for resourceful bonafide Govt. Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on **http://wbtenders.gov.in** on and from 29.09.2026 at 11:00 AM. Corrigendum / Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Assistant Engineer-III
under GM(E)-II, WBHIDCO Ltd.

The Tamluk-Ghatal Central Co-operative Bank Ltd.
Regd.No. 25, Date: 26.01.65
P.O.Tamluk, Dist. Purba Medinipur, West Bengal, Pin-721636
E-mail: tamlukghatalccb@yahoo.co.in, tamlukghatalccb@tgccb.co.in
Phone: 266048/226170/ 266983/ 270373, Fax: 03228-267570
HEAD OFFICE

Memo No. LR/2107 Date : 25.09.2026

NOTICE

Proclamation of Sale of Movable property (West Bengal Co-operative Society, Act -2006)
Proclamation for Auction Sale Notice of Movable Property (Vehicle)
(Under Section 122 of the West Bengal Co-operative Societies Act, 2006 read with Rule 191 of the West Bengal Co-operative Societies Rules, 2011)
Name of the Society : Tamluk Ghatal Central Co-operative Bank Ltd.
Branch : Sonakhali , **Vill. & Post :** Sonakhali, **District :** Paschim Medinipur

Notice is hereby given to public in general and in particular to the borrower and guarantors that bank has seized/repossessed a hypothecated vehicle mentioned below in exercise of the power conferred under hypothecation/loan agreement executed in between the bank and the borrower, will be sold by holding offline auction process on "As Where as ' As is what is " Whatever there is ' basis for recovery of the dues in below mentioned accounts. The particulars are detailed for the interested customers to take part in the offline auction.

Name & Address of Borrower	Total Dues.	Vehicle make & model, Regd. No.	1. Date of Auction. 2. Time of Auction. 3. Place of Auction.	Date & Time of vehicle Inspection.	1. Reserve Price. 2. Earnest money deposit. 3. Bid increase Amount	1. Last date of Earnest money Deposit. 2. Designated AC for EMD
Santanu Kotal Address – S/O- Ganapati Kotal, VILL + P.O- Soankhali, P.S– Daspur – II, Dist – Paschim Medinipur, PIN - 721146	Total Dues Rs. 1075365/- included 1. Repossession cost – Rs. 25000/- 2. Parking Charges –20000/- 4. Valuatio Fees Rs. 5000/-	WB49N2391 TATA INTRA V50 PICKUP LX W/O DEF BS-6	1. 13.10.2026 2. 12:00 noon to 3:00 p.m 3. H.O, Tamluk Ghatal Central Co-operative Bank Ltd.	28.09.2026 to 07.10.2026 from 11a.m to 5 p.m	1. Rs. 538121/- 2. 53000/- 3. 10000/-	1. On or before 05.10.2026 2. A/C No. 113005768235, IFSC – WBSC0TCCB23

For more details, information and terms and conditions of the auction, Please visit the website : tgccb.bank.in. For personal contact, Please call Mob. 7319501733.
Date : 25.09.2026

Sd/-
(Sale Officer)
Co-operative Development Officer
Co-operation Directorate
Head Quarter
Paschim Medinipur Range.

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক | **West Bengal Gramin Bank** | **দখল বিজ্ঞপ্তি**

দক্ষিণ দিনাজপুর আঞ্চলিক কার্যালয়: এন বি চ্যাটার্জি রোড, বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১০১, ই-মেল: rmdakshindinajpur@wbgb.bank.in

যেহেতু, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (ই-বিজিভিবি)-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, উক্ত রুলস-এর রুল নং ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে লেখা অর্থাঙ্ক ও এর ওপর উদ্ভূত সুদ, চার্জ সমেত ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (ই-বিজিভিবি)-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেল	অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা / প্রোপ্রাইটর/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	১) ১৩(২) নোটিসের তারিখ ২) দখলের তারিখ গ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক
(১) ত্রিমোহিনী ৭০০১৭৫৯৩৬৬ bmtmh@wbgb.bank.in	**ঋণগ্রহীতা:** (১) প্রয়াত শিশু বাস্কে, পিতা- প্রয়াত মহা বাস্কে, গ্রাম- মিলন সঙ্ঘ পাড়া, পোঃঅঃ- বেলতলা পার্ক, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১০৩ **আইনি উত্তরাধিকারীগণ:** (২) শ্রীমতী চন্দনা বাস্কে, স্বামী- সিধু সোরেন, গ্রাম- মঙ্গলপুর, আদিবাসীপাড়া, পোঃঅঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১০১ (৩) শ্রী শ্রীমন্ত বাস্কে, পিতা- প্রয়াত শিশু বাস্কে, গ্রাম- চকভবানী, মিলন সঙ্ঘ পাড়া, পোঃঅঃ- বেলতলা পার্ক, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১০৩ (৪) শ্রী শুভেন্দু বাস্কে, পিতা- প্রয়াত শিশু বাস্কে, গ্রাম- চকভবানী, মিলন সঙ্ঘ পাড়া, পোঃঅঃ- বেলতলা পার্ক, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১০৩	উপরিনির্মিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৬.০০ ডেসিমেল (সম্পত্তির প্রকৃতি- বাস্তু) জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ডাকরা, জে এল নং ১০৫, খতিয়ান নং ৩৯২১, প্লট নং- এল আর ১৩৪৪, আর এস ১০৩৭/১৪৯৭, ডিএসআর- দক্ষিণ দিনাজপুর সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ১০৯ থেকে ১১২-তে নথিভুক্ত ১৯৯৭ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ২৩০৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: প্রয়াত শিশু বাস্কে (বন্ধকদাতা/ ঋণগ্রহীতা), পিতা- প্রয়াত মোহন বাস্কে, গ্রাম- বড় রঘুনাথপুর, পোঃঅঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১০১।	১) ৩০.০৫.২০২৬ ২) ২৪.০৯.২০২৬ ৩) ₹১৩,১১,৭০৩.০০ (তেরো লক্ষ এগারো হাজার সাতশো তিন টাকা মাত্র), তৎসহ ৩০.০৮.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ইত্যাদি

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬
স্থান: বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

অনুমোদিত আধিকারিক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
দক্ষিণ দিনাজপুর আঞ্চলিক কার্যালয়

ICICI Bank ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই-নিলাম

[রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:-

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ-এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	হাই-লিঙ্ক অটো (আবেদনকারী) তানাজি পাণ্ডে, রাম শঙ্কর পাণ্ডে, অসীমা পাণ্ডে (জামিনদার) রাম শঙ্কর পাণ্ডে (বন্ধকদাতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: 217105500294	মৌজা- এগরা, জে এল নং ২৩, সাবেক খতিয়ান নং ১৫২, হাল নং ৯৯৫, এল আর খতিয়ান নং ২৭৪৭, দাগ নং ২৭১৪, হাল দাগ নং ৩৭২৫, থানা- এগরা, পুরসভা- কসবা, পূর্ব মেদিনীপুর, জমির পরিমাপ- ১৫ ডেসিমেল।	₹ ১,২১,২৮, ৯৮১/- ১০ আগস্ট, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১,১০,০০, ০০০/- ₹ ১১,০০, ৫০০/-	২৪ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	৩০ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)-কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'-এর অনুকূলে Kolkata-তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/ পে-অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।
কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান: পূর্ব মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিয়ন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান-৭১৩১০১

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; 'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**১. মেসার্স বন্দনা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: মিঃ পার্থ সাহা,** ঠিকানা: গ্রাম-নইপুকুর, রাজারহাট, বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ বিষ্ণুপুর, থানা রাজারহাট, পিন-৭০০১৩৫ **২. মিঃ পার্থ সাহা (প্রোপ্রাইটর: মেসার্স বন্দনা এন্টারপ্রাইজ), পিতা মিঃ চিত্তরঞ্জন সাহা,** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং সি২, থার্ড ফ্লোর, সরস্বতী আবাসন, এইচএ১, হাতিয়াড়া মেন রোড, জর্দা বাগান, বিধাননগর পুরনিগম (বর্তমান), পোঃ অশ্বিনীনগর, থানা রাজারহাট, বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০১৫৯ **শাখা:** ডানকুনি **অনুমোদিত আধিকারিক:** মিঃ প্রত্যয় সরকার **শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি:** মিসেস সুপর্ণা মিত্র (৮৬৬০৮৯৩৭২২)	৪ কাঠা, ১১ ছটাক জমির উপর বিল্ডিংয়ের থার্ড ফ্লোরে মধ্য অংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ তৈরি আবাসিক ফ্

বিশ্ব হার্ট দিবস

বিশ্ব হৃদয় দিবসে আসুন আমরা সকলে সিপিআর শেখার অঙ্গীকার করি

রাস্তা ঘাটে, অফিসে, বাড়িতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আমচকা বুকে ব্যথা, অচৈতন্য হয়ে পড়লে কি করে সামাল দিতে হবে তার জ্ঞান সকলের থাকা জরুরি। তার জন্য কার্ডিওপালমোনারি রিসাটিটেশন (সিপিআর) জানাটা ভীষণ জরুরি। বিশ্ব হৃদয় দিবসে সিপিআর শিখব, জানব আসুন আমরা এই অঙ্গীকার করি। সিপিআর এর প্রশিক্ষণ সকলের নেওয়া উচিত।

কলকাতা হার্ট লাং সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দুই বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ সুনীপ ব্যানার্জী**, সিনিয়র ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, এবং **ডাঃ সৌরেন্দ্র শঙ্কর দাস**, কনসালট্যান্ট ফিজিশিয়ান, (কার্ডিও এবং ডায়াবেটিক) এবং প্রশিক্ষক - কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন(CPR) আলাপচারিতায় এই বার্তা দিলেন। পাশাপাশি সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।



ডাঃ সুনীপ ব্যানার্জী



ডাঃ সৌরেন্দ্রশঙ্কর দাস

দুই চিকিৎসক আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে অনিয়মিত জীবনশৈলি, খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস ঠিক না থাকা, শরীরচর্চা না করা সর্বোপরি অত্যাধিক স্ট্রেশের ফলে বাড়ছে হৃদরোগ। প্যাকেটজাত, পক্রিয়াকরণ খাবারের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে তরুণ প্রজন্মের। চটজলদি খাবারের দিকে ঝোঁকার ফলে বাড়ছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ। উদ্ভিজ ও প্রাণীজ প্রোটিন খেতে হবে ঠিকই কিন্তু তাই বলে বেশি ভেজে অতিরিক্ত তেল, মশলার ব্যবহার করলে হবে না। আমরা শাকপাতা খেলেও তার উপকারীতা গ্রহণ করতে পারছে না শরীর। ফলে অকালে অনেক প্রাণ চলে যায়। কাজেই আমাদের যদি সিপিআর প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকে তাহলে আমরা অনেক প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হব। চিকিৎসা শাস্ত্রে ‘গোল্ডেন আওয়ার’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ঘটনার প্রথম আধ ঘন্টার মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। বিশেষত রাস্তাঘাটে, ট্রেনে/বাসে পাড়ায়, বাড়িতে হঠাৎ করে কাউকে অচৈতন্য হয়ে যেতে দেখলে সবার আগে ডাক্তার ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সিপিআর দিলে অনেকটাই ভাল ফল পাওয়া হয়। স্থানীয় হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সিপিআর দিয়ে রোগীর হৃদযন্ত্র ও শ্বাস প্রশ্বাস সচল রাখার চেষ্টা করতে হবে। সব অফিসের কর্মী, পুলিশ থেকে শুরু করে স্কুল কলেজের পড়ুয়াদেরও শিখে রাখা জরুরি সিপিআর –এর কৌশল। সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে হবে। প্রশাসনও এখন সিপিআর নিয়ে অনেকটাই ভাবনা চিন্তা করছে। যে কারণে স্কুল পাঠ্যে সিপিআর আনার বিষয়ে পরিকল্পনা করছে। তবে সিপিআর–এর সঠিক কৌশল জেনে তবেই সিপিআর দেওয়া উচিত। আবার জানা সত্ত্বেও দুর্ঘটনাগ্রস্থ কোনও ব্যক্তিকে বা অসুস্থ কাউকে দেখে সিপিআর দেব না এমনটা ভাবাও উচিত হবে না। সিপিআর জানা থাকলে তার প্রয়োগ করাটা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মানুষকে দুটো হাত জুড়ে কতবার কতটা সময় রোগীর কোন জায়গায় চাপ দেব আর কতবার মুখে শ্বাস প্রদান করতে হবে সেটা জানতে হবে।

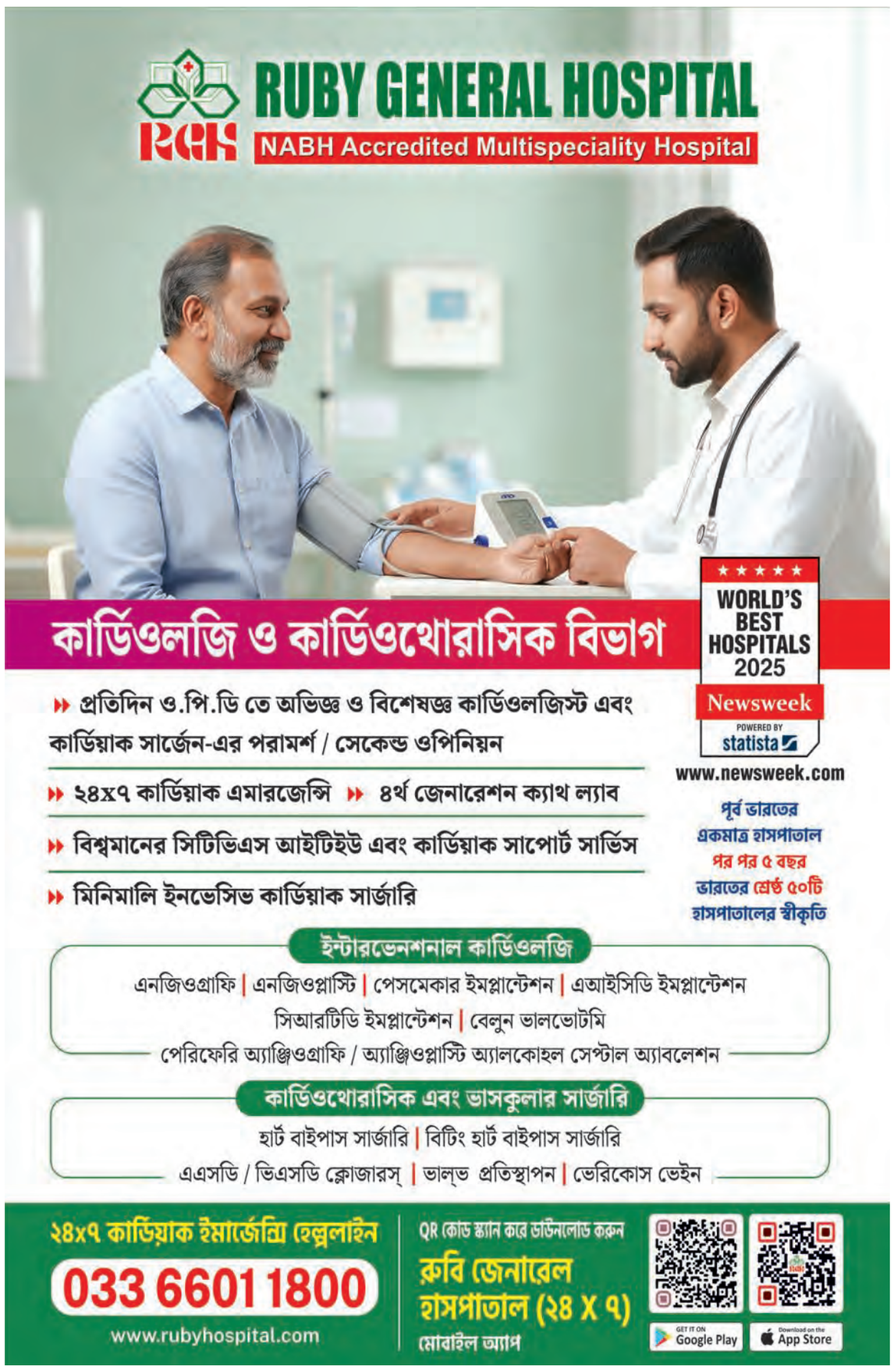


দুই হৃদ বিশেষজ্ঞ আলাপচারিতায় আরও জানান, সিপিআর–কে হৃদ্-ফুসফুসীয় পুনরুজ্জীবন বলা হয়। সিপিআর কী? এটি একটি জীবন রক্ষাকারী জরুরি চিকিৎসা পদ্ধতি। কারো হৃদস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে এটি দেওয়া হয়। হার্ট অ্যাটাক বা জলে ডুবে যাওয়ার মতো জরুরি অবস্থায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটি মস্তিষ্কে ও অন্যান্য অঙ্গে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত চলাচল সচল রাখতে সাহায্য করে।

বুকে ব্যথা হলে গ্যাসের ওষুধ খেলে ক্ষতি নেই কিন্তু অন্তত একটা ইসিজি করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রাখব। বয়স ৪০ পার হলে অবশ্যই বছরে একবার এবং ডায়াবেটিস থাকলে ৬ মাস অন্তর একবার লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা ও চেক আপ করান। নিজের মত ওষুধ না খেয়ে বুকে ব্যথা হলে অন্তত একজন জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখিয়ে নিন। নিয়মিত প্রেশার মাপা জরুরি। প্রেশার থাকলে নিয়মিত খাবেন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজের মত বন্ধ করবেন না।

সর্বশেষে তাঁদের মতে, প্রত্যেককে আজকের দিনে প্রতিজ্ঞা করতে বলব সবাই জীবনে একবার যেকোনো সার্টিফাইড ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনিশিয়ান অথবা পরিচিত ডাক্তারদের থেকে সম্পূর্ণ সিপিআর ট্রেনিং নেওয়া উচিত আর প্রতি মাসে এই ট্রেনিংয়ের অভ্যাস করা উচিত, হতে পারে এই একটি অভ্যাস হয়তো কোনোদিন কোনো প্রাণীর প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে।





প্রতিটি স্পন্দনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ



ডাঃ আদিল বশির ওয়াসিল
সিনিয়র ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
কলকাতা হার্ট লাং সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

হৃদপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অথচ আমরা অনেকেই আমাদের হৃদপিণ্ডের দেওয়া প্রাথমিক সংকেতগুলোকে উপেক্ষা করে যাই। বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি, পরিশ্রমের সময় শ্বাসকষ্ট, অস্বাভাবিক ক্লান্তি, বুক ধড়ফড় করা কিংবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলোকে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই সাধারণ চিকিৎসা এবং জীবন-সংকটপূর্ণ জরুরি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেওয়া সম্ভব।

আজ ‘**বিশ্ব হার্ট দিবস**’-এ আমি আপনাদের কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি: আপনার শারীরের নির্দিষ্ট পরিমাপগুলো জেনে রাখুন: নিয়মিত রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা, ওজন এবং কোলেস্টেরল পরীক্ষা করান।

প্রতিদিন সচল থাকুন: অন্তত ৩০-৪০ মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করার লক্ষ্য স্থির করুন। সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন: প্রক্রিয়াজাত, অতিরিক্ত লবণ ও চিনিযুক্ত খাবারের পরিবর্তে তাজা ও বাড়িতে তৈরি খাবার বেছে নিন।

সব ধরনের তামাকজাত পণ্য বর্জন করুন। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং পর্যাপ্ত ও ভালো মানের ঘুম নিশ্চিত করুন।



জরুরি অবস্থায় দ্রুত পদক্ষেপ নিন: হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিনিট হৃদপিণ্ডের পেশি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিকিৎসকের পরামর্শ বা সহায়তা নিতে দেরি হলে তা আজীবন পক্ষাঘাতের কারণ হতে পারে।

আপনার পরিবারের সদস্যদেরও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য উৎসাহ দিন।

ছোট ছোট কিন্তু ধারাবাহিক অভ্যাসের মধ্য দিয়ে রোগ প্রতিরোধের সূচনা তৈরি করুন। সুস্থ হৃদপিণ্ড নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠুন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগান। নিজের হৃৎপিণ্ডের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলুন। সামান্য কোনও লক্ষণ দেখা দিলে স্থানীয় ফিজিশিয়ানের কাছে অন্তত একবার দেখান। দয়া করে উপেক্ষা করবেন না।

সময় থাকতেই সচেতন হোন



ডাঃ অমিতাভ দাস
সিনিয়র ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
কলকাতা হার্ট লাং সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বিশ্ব হৃদয় দিবসে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির দিকে। আপনার হৃদয়ের যত্ন আপনাকেই নিতে হবে। মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি এবং দেশের ওপর বিশাল অর্থনৈতিক বোঝা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এর মোকাবিলায় আমরা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শরীরচর্চার মতো সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। পাশাপাশি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। আর কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে—এলডিএল (LDL)-এর মাত্রা যত কম এবং এইচডিএল (HDL)-এর মাত্রা যত বেশি থাকে, তা স্বাস্থ্যের জন্য ততই ভালো। অতিরিক্ত স্ট্রেশ, অনিয়মিত জীবনযাপন ডেকে আনছে করোনারি আর্টারি ডিজিজের মত মারণ রোগ। জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতায় এখন স্কুল পড়ুয়া শুধু নয় অনেক কম বয়সিদের মধ্যেও দেখা দিচ্ছে হৃদরোগ। যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তারা যদি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধের ডোজ কমিয়ে দেন বা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, তবে পুনরায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি দুই গুণ বেড়ে যায়। নিয়মিত ওষুধ না খাওয়া হার্টের রোগীদের জন্য মারাত্মক হতে পারে। সুতরাং বুক ধড়ফড় করলে বা শ্বাসকষ্টের মত লক্ষণ থাকলে নিজে ওষুধ না খেয়ে দ্রুত একজন কার্ডিওলজিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করুন। আর অন্য যে কোনও ওষুধ খাওয়ার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করে নিন। আর নিয়মিত প্রেশার, শুগারের ওষুধও খেয়ে যেতে হবে। যাঁরা হাইপারটেনশনের রোগী তাদের নিয়মিত রক্তচাপ মাপতে হবে। প্রয়োজনে দৈনিক লিখে রাখতে হবে।

হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য রক্তচাপ, কোলেস্টেরল বা ওজনের দিকে নজর দিতে বলা হয়। তাই নজর থাকে কেবল এই কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে। কিন্তু সমস্যা হল, এই তালিকা থেকে আরও একটি বিষয় বাদ পড়ে যায়। যা হৃদ্যন্ত্রের হাল-হকিকত সম্পর্কে জানান দিতে পারে। এমনকি, হৃদ্রোগের ঝুঁকির কথাও বলতে পারে। সেটি হল, ‘রেস্টিং হার্ট রেট’ বা বিশ্রামের সময় হৃৎস্পন্দনের হার। শরীর যখন একেবারে বিশ্রামে, তখন প্রতি মিনিটে হৃদ্যন্ত্র কত বার স্পন্দিত হচ্ছে, সেটিও জানা দরকার। সেই পরিসংখ্যানটি হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। কিছু দিন ধরে টানা মেপে দেখতে হবে, তবেই পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে। সেই বুঝে চিকিৎসকও চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার হৃৎস্পন্দনকে স্বাভাবিক সীমা ধরা হয়। তবে অনেক সুস্থ ব্যক্তির ‘হার্ট রেট’ ৫৫-৮৫-র মধ্যে থাকে। নিয়মিত শারীরচর্চা করেন যাঁরা, তাঁদের আরও কম হতে পারে। সুতরাং রেস্টিং হার্ট রেট জানাটাও জরুরি।

বিশ্ব হার্ট দিবস

হার্টের ঝুঁকি চিনুন



ডাঃ দেবী শেঠি
পদ্মভূষণ; পদ্মশ্রী; বিশিষ্ট কার্ডিয়াক সার্জেন ফাউন্ডার অ্যান্ড চেয়ারম্যান, নারায়ণা ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্সেস, নারায়ণা হেল্‌থ সিটি, বেঙ্গালুরু
info.nics@narayanahealth.org

খবরের কাগজ কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া দেখলে বাড়তি কসরত করার সময় জিমে হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যুর খবর এখন প্রায়ই শোনা যায়। বাইরে থেকে যতই সুঠাম ও পেশিবহুল দেখাক, তার সঙ্গে আপনি বাস্তবে ফিট কিনা, তার কোনও সম্পর্ক নেই।

ভারতীয়দের শারীরিক ঝুঁকি ও বাস্তবতা

৩২ শতাংশেরও বেশি মানুষ যে বিশ্বজুড়ে মারা যার তার প্রধান কারণ হৃদ্‌রোগ। তবে শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে ভারতীয়দের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় তিনগুণ বেশি এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা ঘটে অনেক অল্প বয়সে। এর পেছনে রয়েছে নীরব ঘাতক ডায়াবেটিস, জন্মগত করোনারি আর্টারির ত্রুটি এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর অভাব। দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশের ডায়াবেটিস রয়েছে, যার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও স্পষ্ট লক্ষণ থাকে না। রক্ত পরীক্ষা ছাড়া চিহ্নিত করা প্রায় কঠিন। ১.৫ শতাংশ ভারতীয়র জন্মগত ভাবে করোনারি আর্টারির সমস্যা থাকে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত চিকিৎসক (বিশেষত, কার্ডিয়াক স্পেশ্যালিস্ট), নার্স, টেকনিশিয়ান, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যবিমার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ, হার্ট সংক্রান্ত বিপদ ঘটার প্রায় সমস্ত কারণগুলিই আমরা সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। কোনও সেলিব্রিটির আকস্মিক মৃত্যুতে সাময়িক শোরগোল হলেও, ভেতরে লুকিয়ে থাকা বিপদগুলো প্রায়শই এড়িয়ে যাই সবাই।

প্রকৃত ফিটনেসের মাপকাঠি



ম্যারাথন দৌড়ানো বা একটানা জিম করতে পারাই কিন্তু প্রকৃত ফিটনেসের লক্ষণ নয়। প্রকৃত ফিটনেস যাচাইয়ে ডাক্তারি প্রমাণ প্রয়োজন। আপনার শরীর ভেতর থেকে কতটা সুস্থ তা জানতে চারটি পরীক্ষা অবশ্যই করা দরকার— রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম এবং কার্ডিয়াক সিটি স্ক্যান। এই রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকলে তবেই চিকিৎসক একজনকে প্রকৃত অর্থে ‘ফিট’ ঘোষণা করেন।

করণীয়

হার্ট সংক্রান্ত ঝুঁকি এড়াতে লাইফস্টাইল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বয়স অনুযায়ী স্ক্রিনিং: ৩০ পেরোলেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। ৪০ বছর বয়সে কোনও কঠিন ব্যায়াম বা ট্রেনিং শুরুর আগে, নিজের ফিটনেস সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। ৪০-এর বেশি বয়সিরা হার্টের ক্যালসিয়াম স্কোর চেক করাবেন। প্রাথমিক কোনও ব্লকেজ থাকলে এই পরীক্ষায় জানা যায়। স্কোর পজিটিভ হলে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম বাধ্যতামূলক।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: ধূমপান ও তামাক সম্পূর্ণ বর্জন। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। হার্ট সংক্রান্ত পরীক্ষায় সুস্থ প্রমাণিত হলেও লাগামহীন জীবনযাত্রার পথে হাঁটবেন না।

লক্ষণ অবহেলা নয়: বুকে ব্যথা বা ধড়ফড়ানির মতো সমস্যা দেখা দিলে নিজে নিজে অনুমান করার চেষ্টা না করে, অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে চেক-আপ করান।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: আগে শুধুই তেলকে দোষারোপ করা হত। এখন নতুন খলনায়ক কার্বোহাইড্রেট (যেমন— ভাত, রুটি ও চিনি)। এসবের পরিমাণ কমিয়ে পাতে প্রোটিন, শাকসবজি ও মিলেট জাতীয় খাবার বেশি রাখুন।

নিয়মিত শরীরচর্চা: প্রতিদিন ১০ হাজার স্টেপ হাঁটতে পারেন। যাঁরা ধারাবাহিক ভাবে হাঁটেন, তাঁদের হৃৎপিণ্ড ও লিভার-সহ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, এমনকী ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমে। যোগব্যায়ামও কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বেশ উপকারী।

মানসিক শান্তি: অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা হার্টের বড় শত্রু। আমি সবাইকে ‘আধ্যাত্মিক’ হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি। এর অর্থ ঠিক ধার্মিক হওয়া নয়, বরং ভেতরে ভেতরে শান্ত থাকা। অকারণে দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ এড়িয়ে চলা ভাল স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

আসল ফিটনেস বাইরের পেশিবহুল চেহারায় নয়, লুকিয়ে থাকে ভেতরের সুস্থতা ও মনের শান্তিতে।

সহায়তা: **দেবায়ন রায়**



সুচিকিৎসার ভরসাস্থল চন্ডিপুরের জনকল্যাণ সেবাসদন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর থানার এড়াশাল গ্রামে অবস্থিত জনকল্যাণ সেবা সদন হসপিটাল 1998 সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি ১০২ টি বেডযুক্ত মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এই হাসপাতালের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ তাপস কুমার বেরা, বলেন- আয়ুষ্মান কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী,ই.এস.আই ও সমস্ত ধরনের হেলথ ইন্সুরেন্সের মাধ্যমে ক্যাশলেস পরিষেবা দেওয়া হয়। এই হাসপাতালের অপর ডিরেক্টর ডঃ নীলাঞ্জন বেরা, বলেন- সমস্ত ধরনের জেনারেল মাইক্রো ও লেজার অপারেশন নিউরো সার্জারী, ইউরো সার্জারী সমস্ত ধরনের ভাঙ্গা হাড়ের মাইক্রো সার্জারি এখানে করা হয়। এছাড়াও উন্নত মানের আই.সি.ইউ,এন.আই.সি.ইউ,এইচ.ডি.ইউ, ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও সিটিস্ক্যান, ইকো সু-ব্যবস্থা রয়েছে। স্বল্প খরচের সমস্ত ধরনের রোগীদের দিবা ও রাত্রি পরিষেবা দিতে সর্বদা বদ্ধ পরিকর। নীলাঞ্জন বাবু আরও বলেন, জনকল্যাণ নার্সিং ইনস্টিটিউট এন্ড প্যারামেডিকেল কলেজ ওসমানপুর, চন্ডিপুরে অবস্থিত রয়েছে। এখানে জি.এন.এম. ফিমেল নার্সিং কোর্সে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়ানো হয়। এছাড়াও এখানে প্যারামেডিকেল কোর্স ডি.এম.এল.টি, ডি.সি.সি.আই, ডি.ও.টি.টি, ডি.আর.ডি, আর.এম.পি কোর্স পড়ানো হয়।



রুখে দিন অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক

পরামর্শে মণিপাল হাসপাতাল (ঢাকুরিয়া) ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ পি কে হাজরা।

হার্ট অ্যাটাক মানেই যে বেশি বয়সের সমস্যা, এই ধারণা এখন আর ঠিক নয়। কম বয়সেও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়মিত দেখা যাচ্ছে। এমনকী, যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ তাঁদেরও আচমকা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। তাই বয়স কম বলে হার্টের অসুখ হবে না— এমন নিশ্চিন্তভাব ধরে রাখার কোনও কারণ নেই।

কেন কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক?

কম বয়সে হার্ট অ্যাটাকের পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হল বংশগত ভাবে কোলেস্টেরল বেশি থাকা। অনেকের শরীরে জিনগত কারণেই কোলেস্টেরলের মাত্রা অস্বাভাবিক বেশি থাকে। এই সমস্যাকে ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া বলা হয়। এই সমস্যায় অল্প বয়স থেকেই ধমনীর দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমতে শুরু করতে পারে। পরিবারে অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক বা হৃদ্‌রোগের ইতিহাস থাকলে বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।

এর সঙ্গে কোন ব্যক্তির ধূমপান, মদ্যপানের বদভ্যাসের সঙ্গে ভাজাভুজি, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য, ফাস্টফুড, প্রিজারভেটিভ দেওয়া ভাবার খাওয়ার অভ্যেস থাকলে, অতিরিক্ত ওজন থাকলে বিপদ বাড়ে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এখন অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস হচ্ছে অনেকের। থাকছে স্থূলত্বের মতো সমস্যাও। হাইপার কোলেস্টরল, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস যুক্ত হলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে তরুণদের মধ্যেও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

নেশা সর্বনাশা

মাদক বা নেশার অপব্যবহার এখন অল্প বয়স থেকেই শিখছে ছেলে মেয়েরা। পরিবারের কোনও বংশগত সমস্যা না থাকলেও কিছু মাদক হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তনালীর উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। রক্তনালী হঠাৎ সংকুচিত হয়ে হার্ট অ্যাটাকের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

স্ট্রেস

মানসিক চাপও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দীর্ঘদিনের অতিরিক্ত স্ট্রেস, ঘুমের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন হৃদ্‌স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আজকাল তরুণতরুণীরা



সারাদিন অফিসে খাটাখাটনি করে, প্রয়োজনের বেশি সময় অফিসে কাটায়, এরপর রাত জেগে নানা অ্যাপে ওয়েব সিরিজ দেখে। খেলে গেমস। এই বিষয়গুলি অবশ্যই হার্টের স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আবার শরীরের সক্ষমতার তুলনায় হঠাৎ অত্যধিক পরিশ্রম করাও কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বাড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জিমে গিয়ে ক্ষমতার তুলনায় বেশি ওজন তোলা বা পরিশ্রম করা ডেকে আনতে পারে বিপদ। তবে নিয়মিত, পরিমিত এবং নিজের শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যায়াম অবশ্যই হৃদ্‌যন্ত্রের জন্য উপকারী।

‘গ্যাস’ ভেবে ভুল নয়

কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক হলে অনেকেই প্রথমে বুঝতে পারেন না যে সমস্যাটি হৃদ্‌যন্ত্রের। কারণ, তাঁরা মনে করেন, আমার বয়স কম, এই বয়সে হার্টের সমস্যা হয় না! ফলে বুকের অস্বস্তিকে অনেকসময়েই হজমের সমস্যা বলে পেটের সমস্যা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

তাই হঠাৎ বুকে চাপ, ব্যথা বা অস্বস্তি, অস্বাভাবিক ঘাম, শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব কিংবা পেটের উপরিভাগে অস্বস্তি—এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে নতুন ধরনের বা তীব্র বুকের অস্বস্তি হলে অপেক্ষা না করে দ্রুত হাসপাতালে যান।

ঝুঁকি কমান

হার্টকে সুস্থ রাখতে ছোট বয়স থেকেই জীবনযাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। ধূমপান ও নেশা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলুন। প্রতিদিন ৪০ মিনিট হন হন করে হাঁটুন। জিমে যেতে পারেন তবে ট্রেনারের পরামর্শ অবশ্যই নিন। পর্যাপ্ত ঘুমান এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। খাদ্যতালিকায় শাকসব্জি, ফল, ডাল, সম্পূর্ণ শস্য ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর খাবার রাখুন। অতিরিক্ত লবণ, চিনি, ভাজাভুজি, রেস্তোরাঁর খাবার এবং প্যাকেটজাত, সংরক্ষিত খাবার খাওয়া কমান।

পরিবারে অল্প বয়সে হৃদ্‌রোগের ইতিহাস থাকলে কোলেস্টেরল, রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ খেতে হবে। মোট কথা নিজের ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা, সময়মতো পরীক্ষা করা এবং উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার মতো পদক্ষেপই পারে অনেক বড় বিপদ এড়াতে।

ঘর সাজুক কাগজে-কাপড়ে

পুজোয় ঘর সাজাতে পকেটে টান। আস্থা থাক কাগজে-কাপড়ে। লিখছেন পরমা দাশগুপ্ত



উৎসবের মরশুমে সেজে উঠতে কার না মন চায়! তা বলে শুধু কি আর নিজের সাজগোজ? এই সময়টায় ঘরদোরকেও তো একটু সাজিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে। কেউ বাড়ি রাঙিয়ে তোলেন নতুন রঙে, কেউ বদলে নেন আসবাবপত্র। পুজোর আগে সব ঘর না হলেও অন্তত বসার ঘরটুকুতে একটু নতুনের ছোঁয়া দিতে সাধ জাগে। কিন্তু তাতেও যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় সাধ্য?

কুছ পরোয়া নেই। মন খারাপের কোনও কারণও নেই। হাতের কাছে থাকা রংবেরঙের কাগজ আর নানা রং বা ডিজাইনের পুরনো কাপড়ের টুকরো। তাই দিয়েই সেজে উঠতে পারে আপনার বৈঠকখানা। আপনারই হাতের ছোঁয়ায়।

তাহলে কী কী করতে পারেন?

ভরসা থাকুক কাগজে

রংবেরঙের চার্ট পেপার, মার্বেল পেপার বা সেলোফেন পেপার আছে? না থাকলে স্রেফ সাদা কাগজ বা থার্মোকল আর রং-তুলি হলেও চলবে। আর সঙ্গে লাগতে পারে ছুরি-কাঁচি-আঠা এবং অবশ্যই আপনার হাতের জাদু।

- বাড়ির পুরনো কাচের ল্যাম্পশেডটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে? তার উপরে বসিয়ে দিন পাতলা মার্বেল পেপার। অথবা পাতলা সাদা কাগজে নিজের মনের মতো রং বা ডিজাইন করে বসিয়ে নিতে পারেন। ল্যাম্পশেড পাবে নতুন লুক।
- রঙিন বা ইচ্ছেমতো রং করা কাগজ ভাঁজ করে নানা রকম জাফরি ধাঁচের ডিজাইনে কেটে নিন। তার গায়ে চুমকি, পুঁতি বা রাংতার টুকরো বসিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন হরেক রকম ওয়াল আর্ট।



- জাফরি ডিজাইনে কাটা একটু মোটা কাগজ গোল করে চওড়া ধাঁচের বাটি বা কলসির আকার দিন। টেবিলে বা শোকেসের উপরে রেখে তার মাঝখানে সাজাতে পারেন এলইডি আলো কিংবা মোমবাতি। অন্য রকম এই আলোর সাজ মন কাড়বে।



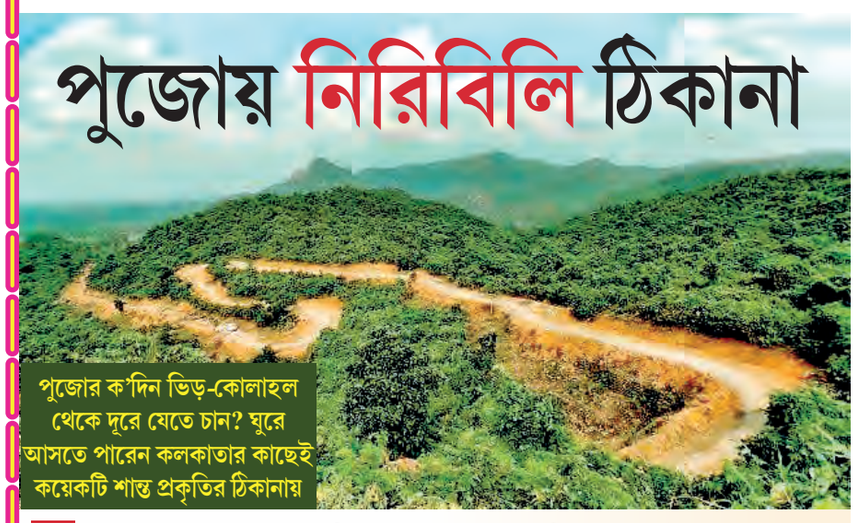
- প্লাস্টিক, কাঠ, কাচ বা যে কোনও ধাতুর পুরনো বোতল থাকলে ফেলে দেবেন না। রংচঙে কাগজ কেটে ইচ্ছেমতো নকশা করে দিন তার গায়ে। ফুলদানি তৈরি। এবার দেখুন কেমন চোখ টানে!
- থার্মোকলের টুকরো কেটে নিন ছোট-বড় নানারকম ফুলের আকারে। তারপর তাকে রং করে নিন বিভিন্ন রঙে। ঘরের কোণে, বারান্দায়, দরজার পাশে ট্রে-তে রেখে দিন। তার উপরে ছোট্ট ছোট্ট প্রদীপ জ্বালালে দারুণ দেখাবে।
- অরিগ্যামি জানা থাকলে তো কেল্লাফতে! রংচঙে কাগজ ভাঁজ করেই তৈরি করে নিন ল্যাম্পশেড, ফুল, ফুলদানি বা ওয়াল-হ্যাঙ্গিং। কাগজের ল্যাম্পশেডে রেখে দিন ফেয়ারি লাইট, ফুলদানিতে তাজা ফুল। ব্যস!

কাপড়ের কারিকুরি

পুরনো জামাকাপড় বা শাড়ি বাতিল করে দিয়েছেন আগেই। আলমারিতে তবু বোঝাই হয়ে আছে। এই সুযোগে তাদেরই কাজে লাগিয়ে দেখুন না!

- নকশা করা শাড়ির পাড়গুলো কেটে নিন। পর্দায়, টেবিলক্লথে সেগুলো সেলাই করে জুড়ে দিলেই কিন্তু ভোলবদল!
- নানা রঙের কাপড়ের টুকরো কেটে জুড়ে জুড়ে তৈরি করে নিতে পারেন হরেক ডিজাইনের ওয়াল-হ্যাঙ্গিং, টিভি বা কম্পিউটারের ঢাকনা। আপনার ঘর যদি হাল্কা রঙের থিমে বা আসবাবে সাজানো থাকে, তার মাঝে এই একমুঠো রং চোখ টানবেই।
- ধরা যাক, আপনার কুশন কভারগুলো একরঙা। পুরনো রংচঙে কাপড় নানা রকম মোটিফের আকারে কেটে সেলাই করে নিন তার উপরে। ব্যস, এক্কেবারে অন্য লুক!
- সেন্টার টেবিলের উপরে কোস্টার সাজালে দেখায় ভাল, কাজেও লাগে। কোস্টারের আকারে থার্মোকল বা পিসবোর্ডের টুকরো কেটে নিন। নানারকম রংচঙে কাপড় টানটান করে আঠা দিয়ে সেঁটে দিন তাতে। চাইলে একরঙা কাপড় বসিয়ে তার উপরে ডিজাইন এঁকেও নিতে পারেন। তাহলে? পকেটসই সাধেই এবার সেজে উঠুক আপনার ঘর। কিংবা নিজের হাতের কাজ দিতে পারেন পুজোর উপহার হিসেবেও। উৎসবের দিনগুলোয় কাছের মানুষকে এভাবেই না হয় চমকে দিলেন এ বছর!

পুজোয় নিরিবিলি ঠিকানা



পুজোর ক'দিন ভিড়-কোলাহল থেকে দূরে যেতে চান? ঘুরে আসতে পারেন কলকাতার কাছেই কয়েকটি শান্ত প্রকৃতির ঠিকানায়

নতুন জামাকাপড়, কাশফুল, ঢাকের বাদ্যি, প্যান্ডেল হপিং আর প্রিয়জনের সঙ্গে রাতভর আড্ডা। পুজোর ক'দিন উৎসবের রঙে বদলে যায় কলকাতার অলিগলি থেকে বড় রাস্তা। তবে প্রতি বছর একই রুটিনে পুজো কাটাতে যদি একঘেয়ে লাগে, তাহলে এবারের ছুটিতে বদলে ফেলতে পারেন পরিকল্পনা। দার্জিলিং, দিঘা কিংবা চেনা পর্যটন কেন্দ্রের ভিড় এড়িয়ে বরং বেরিয়ে পড়ুন একটু অন্যরকম ঠিকানার খোঁজে। হাতে যদি বেশি সময় না-ও থাকে, তাতেও সমস্যা নেই। কলকাতা থেকে তুলনামূলক সহজে পৌঁছে যাওয়া যায়, এমন কিছু অফবিট জায়গাই হতে পারে এবারের পুজোর গন্তব্য। কোথাও পাহাড়-জঙ্গল, কোথাও নদী, কোথাও আবার ইতিহাসের পুরনো গল্প, চেনা পথের বাইরে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য রইল এমনই কয়েকটি ঠিকানা।

ঘাটশিলা: শহরের ব্যস্ততা থেকে কয়েক দিনের জন্য দূরে সরে প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে চাইলে ঘাটশিলা হতে পারে দারুণ একটি বিকল্প। সুবর্ণরেখা নদী, পাহাড়ি পথ, সবুজ জঙ্গল আর ছোট ছোট গ্রাম—সব মিলিয়ে এখানকার পরিবেশ বেশ শান্ত ও নিরিবিলি। সকালের স্নিগ্ধ আলোয় নদীর ধারে বসে থাকা কিংবা বিকেলে পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতিকে উপভোগ করা, পুজোর কোলাহল থেকে বেরিয়ে একটু ধীর গতিতে সময় কাটানোর সুযোগ দেবে ঘাটশিলা। প্রকৃতিপ্রেমীদের পাশাপাশি যাঁরা নিছক কয়েকটা শান্ত দিন কাটাতে চান, তাঁদের জন্যও জায়গাটি আকর্ষণীয়।

লেপচাখা: উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলির ভিড় থেকে অনেকটাই দূরে ডুয়ার্সের পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট গ্রাম লেপচাখা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চতায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকার এই পাহাড়ি গ্রামটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার নিস্তব্ধতা। একদিকে ভুটানের পাহাড়, অন্যদিকে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি-চোখের সামনে ধরা দেয় এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। স্থানীয় জনজাতির কাঠের বাড়ি, সহজ-সরল জীবনযাপন এবং রঙিন প্রেয়ার ফ্ল্যাগে সাজানো গ্রামটির পরিবেশ একেবারে অন্যরকম। শহুরে ব্যস্ততা থেকে দূরে যেতে চাইলে লেপচাখা হতে পারে এবারের পুজোর অন্যতম সুন্দর অভিজ্ঞতা।

দুয়ারসিনি: পুরুলিয়া অনেকের কাছেই অযোধ্যা পাহাড় কিংবা জয়চণ্ডী পাহাড়ে সীমাবদ্ধ। পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের কাছাকাছি দুয়ারসিনির প্রকৃতি যেন চেনা পুরুলিয়ার থেকে একটু আলাদা। শাল, সেগুন, পিয়াল ও পলাশে ঘেরা জঙ্গলের পথ, পাথুরে সাতগুরাং নদী এবং আশপাশের জনজীবন—সব মিলিয়ে দুয়ারসিনির আবহ মন ছুঁয়ে যায়। জঙ্গলের পথে হাঁটা, নদীর ধারে কিছুটা সময় কাটানো কিংবা স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া—ছোট্ট ছুটিকে অন্যরকম করে তুলতে পারে। যাঁরা পর্যটনকেন্দ্রের ভিড় নয়, বরং প্রকৃতির নীরবতা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য দুয়ারসিনি হতে পারে উপযুক্ত ঠিকানা।

আমাদপুর: পুজোর ছুটিতে শুধু প্রকৃতি নয়, ইতিহাসের স্বাদও নিতে চাইছেন? তাহলে যেতে পারেন পূর্ব বর্ধমানের আমাদপুরে। গ্রামবাংলার শান্ত পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে রাজবাড়ি, পুরনো পুকুর, মন্দির এবং জমিদারি আমলের নানা স্থাপত্যের নিদর্শন। গ্রামের সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়বে পুরনো দিনের বাংলার নানা চিহ্ন। ইতিহাসের বইয়ের পাতায় আটকে থাকা সময় যেন এখানে এখনও কিছুটা জীবন্ত।

হেতমপুর: বীরভূমের হেতমপুরও হতে পারে ইতিহাসপ্রেমীদের পুজোর ঠিকানা। রাজপ্রাসাদ, পুরনো স্থাপত্য এবং গ্রামবাংলার স্বাভাবিক পরিবেশ—সব মিলিয়ে জায়গাটির নিজস্ব এক আবহ রয়েছে। চেনা পর্যটন তালিকায় হেতমপুর হয়তো প্রথম সারিতে থাকে না। আর সেই কারণেই নিরিবিলিভাবে ঘুরে দেখার সুযোগ বেশি। পুরনো স্থাপত্যের গায়ে সময়ের ছাপ, চারপাশের গ্রামীণ পরিবেশ এবং ইতিহাসের নানা গল্প-সব মিলিয়ে ছোট্ট সফরেও মিলবে অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

সুতান: চেনা পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে বাঁকুড়ার গ্রামবাংলার নিজস্ব সৌন্দর্যও কম নয়। সুতানের মতো অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি গ্রামাঞ্চলে গেলে দেখা মিলবে লালমাটি, পাথুরে জমি, শালবন আর সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনের। শহরের ব্যস্ততা থেকে কয়েক দিনের জন্য দূরে গিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে চাইলে এই ধরনের গ্রামীণ গন্তব্য বেছে নেওয়া যায়। এখানে বড় কোনও পর্যটনকেন্দ্রের ভিড়ের বদলে পথ চলতে চলতেই খুঁজে পাওয়া যায় বাংলার অন্য এক রূপ।

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)
সল্টলেক জোনাল অফিস, বিদ্যুৎ ভবন
ডিজে ব্লক, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-২, কলকাতা- ৭০০০৯১

ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিটের জন্য প্রেমিসেস আবশ্যক

ইউকো ব্যাঙ্ক, একটি অগ্রণী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, লিজের ভিত্তিতে (গ্রাউন্ড ফ্লোর অগ্রাধিকার) একটি ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট খোলার জন্য নিম্নে উল্লিখিত এলাকায় স্বত্বধারক/ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারদের থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
প্রেমিসেসটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ক্রমিক নং	অবস্থান
১	সল্টলেক সেক্টর-৫ এলাকা

উপরোক্ত ঠিকানায় অবস্থিত ইউকো ব্যাঙ্ক সল্টলেক জোনাল অফিস থেকে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট: **www.ucobank.com/tenders** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট ফরম্যাটে মুখবন্ধ খামে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭.১০.২০২৬।

তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

ডিজিএম এবং জোনাল ম্যানেজার
সল্টলেক জোন

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড DCB BANK
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই- ৪০০০১৩

দখল বিজ্ঞপ্তি

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের (**ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাগণ**) প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত ও এখানে নীচের টেবিলে বর্ণিত অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৪(১) নং ধারা-সহ পঠনীয় ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি (স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দ্রষ্টব্য) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও ধরনের লেনদেন এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে **ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	০৬.০৫.২০২৪
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম:	**১. মিঃ অজয় কুমার কেশরী, ২. মিসেস রিঙ্কু কেশরী এবং ৩. মিস উর্মিলা দেবী কেশরী**
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	**DRBLDUG00580270**
মোট বকেয়া অর্থাঙ্ক:	**০৬ মে, ২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ₹৫,৩৭,১৭৬.০০** (পাঁচ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, থানা- রানিগঞ্জ, মৌজা- সিয়ারসোল, এ ডি এস আর- রানিগঞ্জ, জে এল নং ১৭, আর এস খতিয়ান নং ১০৯৫, এল আর খতিয়ান নং ৩৮৩৬ এবং ৩৮৩৪, আর এস প্লট নং ৪৭০৫/৫৩৯৩ এবং এল আর প্লট নং ৪২০৭, জমির পরিমাপ ৫৫৪ বর্গফুট। জমির **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** পূর্ব- বদ্রী মাহাতোর জমি; পশ্চিম- মঙ্গল গড়াইয়ের বাড়ি; উত্তর- ৪ চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- নবা গড়াইয়ের বাড়ি। **[সুরক্ষিত পরিসম্পদ]**

তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান: পশ্চিম বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
অনুমোদিত আধিকারিক

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড HDFC BANK
রেজিস্টার্ড অফিস: এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই-৪০০০১৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল ৮(১)]

যেহেতু,

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স এভারলাস্টিং কেমিক্যালস প্রাঃ লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, গ্রান্ট লেন, রুম নং ২, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১২ এবং ১/১০/সি, শোভা অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সাহাপুর কলোনি, নিউ আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫৩; মিঃ আশিস শর্মা, পিতা- ডি এন শর্মা, ৭, গ্রান্ট লেন, রুম নং ২, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১২; **তৎসহ:** মনোরমা অ্যাপার্টমেন্ট, ৮৯/২১৭/এ, লেন নং ১৬, বাঙ্গুর পার্ক, রিষড়া, হুগলি-৭১২২৪৮; **মিসেস নীতু শর্মা,** মনোরমা অ্যাপার্টমেন্ট, ২১৭/এ, বাঙ্গুর পার্ক, লেন নং ১৬, শিশু সূর্য স্কুলের বিপরীতে, রিষড়া, হুগলি-৭১২২৪৮; **মিঃ ধীরজ মোদি,** পিতা- শ্রাবণ মোদি, ১৮৮ নং বারুইপাড়া লেন, মাতৃমন্দির ক্লাবের নিকটে, বারুইপাড়া, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৫; **মিঃ পঙ্কজ কুমার মোদি,** পিতা- শ্রাবণ মোদি, ১৮৮ নং বারুইপাড়া লেন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৮ এবং **মিসেস কিরণ মোদি,** স্বামী- শ্রাবণ মোদি, ১৮৮ নং বারুইপাড়া লেন, মাতৃমন্দির ক্লাবের নিকটে, বারুইপাড়া, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৫-এর প্রতি উক্ত শীর্ষাঙ্কিত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে **০৯.০৭.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন,** যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **৩০.০৬.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹৩,১৭,১৭,৫৯৯.৫৭ (তিন কোটি সতেরো লক্ষ সতেরো হাজার পাঁচশো নিরানব্বই টাকা সাতান্ন পয়সা মাত্র)** বকেয়া সুদসমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা, জামিনদারগণ ও বন্ধকদাতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, জামিনদারগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী **২৬ সেপ্টেম্বর,** ২০২৬ তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন ওপরে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক ও পরবর্তী সুদ সমেত এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

(ক) এখানে ওপরে প্রথম তফসিলে উল্লিখিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণের স্বত্ব ও স্বার্থ, তৎসহ সম্পর্কিত প্রেমিসেসের যাবতীয় যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের 'এ' ব্লকের ৩ নং ফ্লোরে মাঝের অংশে সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণনির্মিত আবাসযোগ্য ফ্ল্যাট নং 'সি-২' এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বনহুগলি, জে এল নং ৬, আর এস নং ৫, তৌজি নং ৩০২৭, পরগনা- কলিকাতা, খতিয়ান নং ৯১৯, দাগ নং ১৪১১ ও ১৪১২, প্রেমিসেস নং ১৮৮, বারুইপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০১০৮, পুরনো ওয়ার্ড নং ২০, নতুন ওয়ার্ড নং ১৩, থানা ও পুরসভা- বরানগর, এডিএসআর- কাশীপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ ধীরজ মোদি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- ১২ ফুট চওড়া বারুইপাড়া লেন; **দক্ষিণ**- চৌধুরীদের সম্পত্তি; **পূর্ব**- প্রেমিসেস নং ১৮৯ ও ১৯০, বারুইপাড়া লেন; **পশ্চিম**- ১৮৬, বারুইপাড়া লেন।

(খ) এখানে ওপরে প্রথম তফসিলে উল্লিখিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণের স্বত্ব ও স্বার্থ, তৎসহ সম্পর্কিত প্রেমিসেসের যাবতীয় যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের 'এ' ব্লকের ৩ নং ফ্লোরে দক্ষিণ ভাগে সামান্য কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণনির্মিত আবাসযোগ্য ফ্ল্যাট নং 'সি-১' এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বনহুগলি, জে এল নং ৬, আর এস নং ৫, তৌজি নং ৩০২৭, পরগনা- কলিকাতা, খতিয়ান নং ৯১৯, দাগ নং ১৪১১ ও ১৪১২, প্রেমিসেস নং ১৮৮, বারুইপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০১০৮, পুরনো ওয়ার্ড নং ২০, নতুন ওয়ার্ড নং ১৩, থানা ও পুরসভা- বরানগর, এডিএসআর- কাশীপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ পঙ্কজ মোদি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- ১২ ফুট চওড়া বারুইপাড়া লেন; **দক্ষিণ**- চৌধুরীদের সম্পত্তি; **পূর্ব**- প্রেমিসেস নং ১৮৯ ও ১৯০, বারুইপাড়া লেন; **পশ্চিম**- ১৮৬, বারুইপাড়া লেন।

(গ) এখানে ওপরে উল্লিখিত 'এ' তফসিলের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণে একটি চিহ্নিত ও সুসংজ্ঞায়িত ফ্ল্যাট নং ১০২-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার কভার্ড এরিয়া সামান্য কমবেশি ৮০৭ বর্গফুট, ১৮% অতিরিক্ত যৌথ সুবিধাবলির এরিয়া ধরে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৯৯৩ বর্গফুট, ফার্স্ট ফ্লোর, সংলগ্ন প্ল্যানে প্রদত্ত ও চিহ্নিত, এতে অন্তর্ভুক্ত তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট ও একটি বারান্দা, মেঝেতে মার্বেল দেওয়া, লিফ্টের সুবিধা সমন্বিত, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণের স্বত্ব ও স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- রিষড়া, জে এল নং ২৭, আর এস দাগ নং ৩৬৮৬, আর এস খতিয়ান নং ২৭৫১, রিষড়া পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ৮৯/২১৭/এ, বাঙ্গুর পার্ক ১৬ নং লেন, পোঃঅঃ ও থানা- রিষড়া, এডিএসআরও- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, সম্পত্তির স্বত্বধারক: আশিস শর্মা এবং নীতু শর্মা।

(ঘ) নিম্নোক্ত তিনতলা বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ ২ নং ফ্লোর জুড়ে সামান্য কমবেশি ৯৬৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পালপাড়া, জে এল নং ৭, রেভিনিউ সার্ভে নং ১৩৬, তৌজি নং ১-৬, ৮-১৬, সি এস খতিয়ান নং ১৭২, আর এস খতিয়ান নং ৭৩৪, সি এস দাগ নং ৩৯৫, আর এস দাগ নং ৩৯৫/১৭১০, বরানগর পুরসভার ২৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ৩৩১ (পুরনো নং ২৭৮), প্রেমিসেস নং ২৩/এ/১, রামচাঁদ মুখার্জি লেন, সম্পত্তির স্বত্বধারক: ধীরজ মোদি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- রামচাঁদ মুখার্জি লেন; **দক্ষিণ**- রাসবিহারী মুখার্জির জমি; **পূর্ব**- লাভলি শীলের জমি ও কাঠামো; **পশ্চিম**- রাসবিহারী মুখার্জির জমি।

(ঙ) 'গৌরী' নামক বিল্ডিং কমপ্লেক্সের ৪ নং ব্লকের ২ নং ফ্লোরের অংশবিশেষ রূপে সামান্য কমবেশি ৯০০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৮০ বর্গফুট) বিশিষ্ট ফ্ল্যাট/ ইউনিট নং ২-০ সংবলিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বরানগর, জে এল নং ৫, থানা- বরানগর, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস- কাশীপুর দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বরানগর পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৪৮, উক্ত প্রেমিসেস নং ১২, ব্যারিস্টার পি মিত্র রোড। সম্পত্তির স্বত্বধারক: পঙ্কজ মোদি, কিরণ মোদি এবং ধীরজ মোদি।

(চ) 'মনোরমা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণের স্বত্ব ও স্বার্থ এবং উক্ত প্রেমিসেসের যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে উত্তর ভাগে তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ড্রয়িং ও একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি পূর্ণনির্মিত আবাসিক ফ্ল্যাটের (মেঝে মার্বেল পাথরে বাঁধানো) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- রিষড়া, জে এল নং ২৭, আর এস নং ১৭৫৭, তৌজি নং ৪০২১, খতিয়ান নং ২৭৫১, আর এস দাগ নং ৩৬৮৬, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৮৯/২১৭/এ, বাঙ্গুর পার্ক ১৬ নং লেন, থানা- রিষড়া, রিষড়া পুরসভা, ১১ নং ওয়ার্ড, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, সম্পত্তির স্বত্বধারক: আশিস শর্মা এবং নীতু শর্মা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- পুরসভার রাস্তা; **দক্ষিণ**- বহুতল ভবন; **পূর্ব**- শ্যামল মুন্সীর সম্প

টেন্ডার

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

সংশোধনী

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন) কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৯৬-২৬, তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৬-এর ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধ হওয়ার নির্ধারিত তারিখ প্রশাসনিক কারণে ২৮.০৯.২০২৬-এর পরিবর্তে ০৬.১০.২০২৬ তারিখ হিসেবে গণ্য করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য বিষয় পূর্ব প্রকাশিত মতো একই থাকবে। মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। **(PR-820/C)**

Office of the Block Development Officer & Programme Officer VB - GRAM G Haroa Development Block

eNITs has been invited by the Block Development Officer, Haroa Development Block, North 24 parganas vide **eNIT No. 006/VB-GRAMG/BDO & PO/HAROA/2026-27(SL-01 to 06)** dated 25.09.2026. Last date of bid submission is on **05.10.2026 up to 17.00 hrs.** Details of the eNIT may viewed and downloaded from website : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Prodhan
Block Development Officer

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. সিডিও, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন-এর কার্যালয় থেকে নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী এবং **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে একটি ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা শুধুমাত্র উল্লেখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন-এ আবেদন করেন। কোনো অফলাইন টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য 'ডকুমেন্ট' বিভাগে আপলোড করা টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্রটি অনুগ্রহ করে পড়ুন। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সি-এসআরসি-এলএইউ-আর-ডিটি-২৫০৯২৬। কাজের নাম ঃ** ''সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপো-তে যান্ত্রিক লিফ্ট মেশিন ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ এবং লিনেন ধোয়া ও প্যাকেজিংয়ের জন্য ৩ (তিন) বছরের জন্য লন্ড্রি মেশিন পরিচালনা''। **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ৩৩,২৩,১৭,০৯৪.২৩ টাকা। **বায়নারাশি জমা ঃ** ১৮,১১,৬০০ টাকা। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ১৬.১০.২০২৬, সকাল ১১.৩০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা। **(PR-815)**

TENDER NOTICE

Executive Engineer, WBSRDA, Basirhat Div. North-24 Parganas

invites off-line tender as follows:-

N.I.Q No. 2/N24/WBSRDA/ BHT of 2026-27 (offline), dated 21.09.2026 & N.I.Q No. 3/N24/WBSRDA/ BHT of 2026-27 (offline) dated 21.09.2026 published under WBSRDA, Basirhat Div. North 24 Parganas for receipt of quotation for hiring office vehicle.

Last date of tender submission is 30.09.2026 up to 15.00 hours. The details can be obtained from office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Basirhat Division
North 24 Parganas Division

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Notice Inviting e-Auction

A Notice Inviting e-Auction No. **WBIW/CTU/RFP-141(e)/2026-27, WBIW/CTU/RFP-142(e)/2026-27, WBIW/CTU/RFP-143(e)/2026-27, WBIW/CTU/RFP-144(e)/2026-27 & WBIW/CTU/RFP-145(e)/2026-27,** dated 25/09/2026 are invited by the Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte. for the works : Dredging/De-siltation of Branch-9 of Dev Khal-1, **Branch-12 of Dev Khal-1, Branch-16 of Dev Khal-1, Dev Khal-1 & Dev Khal-1 (Reach-II) for a length of 4.50 km, 5.50 km, 4.20 km, 5.0 km & 5.0 km** respectively by adopting **"Revenue Sharing"** method under **"No Cost to State Formula"** within District Purba Bardhaman. All details of e-Auction may be obtained from the Website **https://eauction.gov.in** from **29/09/2026 at 10:00 Hours.** Last date of online bid submission is **26/10/2026 up to 16:00 Hours.** Sd/- (Kalyan Kumar Dey), Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte. ICA-T18362(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

WEST BENGAL KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD
A Statutory Body under Micro Small Medium Enterprises & Textile Department
12, Binoy-Badal-Dinesh (B.B.D.) Bagh , Kolkata – 700 001
Website: wbkvib.org.in / Web Portal: banglarkhadi.in
ABRIDGED eNIQ
NIeQ REFERENCE NO : eNIQ-042_ENG-68_2026-27

Sl. No. 1. **Name of Work:** Notice inviting Quotation to Obtain Rates for Battery-operated electric golf cart / passenger buggy under WBKVIB. **Estimated Amount (Rs)** ₹ To Be Quoted (including all Taxes, GST, Transport Charges etc.). **Bid submission start date** 23-Sep-2026 from 06:00 p.m. onwards. **Bid Submission closing date** 30-Sep-2026 up to 11:00 a.m. For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in** ICA-T18377(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

DATE CORRIGENDUM NOTICE

Date Corrigendum invited by the Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING QUOTATION - WBPWD/EE/ BKPD/NIeQ-11/2026-27.

Sl. No.	In place of	Will be read as
Documents download/sell end date (Online & Bid Submission closing date (On line)	26.09.2026 12:00 p.m.	03.10.2026 12:00 p.m.
Date & Place for Opening of Bid (on line)	28.09.2026 12:00 p.m.	05.10.2026 12:10 p.m.

Online Tender Id: 2026_WBPWD_5022383_1. Tenderer are requested to visit the website **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, PWD Barrackpur Division. ICA-T18402(1)/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The DG (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. KMC/(S_D)/VII/26-27/01/1 (2nd Call)

Name of the work: **Installation of Bypass Delivery Line of Chingrighata Drainge Pumping Station towards canal along with allied works in Ward No. 57 under BR-VII.** Estimated Cost: ₹ **5,51,343.32.** Earnest Money: ₹ **11,100.00.** Period of Completion: **15 Days.** Bid submission start date and time (online): **05.10.2026 at 2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **12.10.2026 at 2 p.m.** Date and time of opening of Technical Bid: **14.10.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.10.2026 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** 541/26-27

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED

(A Government of West Bengal Enterprise)
Registered Office: Vidyut Bhavan,Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www.wbsetci.in

NIT No.: CE(P)/WBSETCL/Composite Pkg–C13/26-27/28 Date: 29.09.2026

E-tender is invited from bonafide, eligible bidders having experience in doing similar nature of work for construction of the following-

Description of Work	Completion Period
PROJECT-1	
Construction of 220 kV D/C or M/C line to make LILO of Dalkhola (PG) – Gazole D/C line of PGCIL at proposed Raiganj 220 kV sub-station. (RL – 3.2 K.M. D/C, 14.8 K.M. M/C and 0.15 K.M. UG cable)	18 months from the date of placement of LOA
PROJECT-2	
Construction of 132 kV D/C transmission line from Khatra 132 kV sub-station to Goaltore 132 kV sub-station (RL – 55.15 K.M. D/C)	18 months from the date of placement of LOA
Construction of 132 kV D/C transmission line from Khatra 132 kV sub-station to Manbazar 132 kV sub-station (RL – 43 K.M. D/C)	
Construction of 2 nos. 132 kV line bays at Khatra 132 kV sub-station for connectivity with Goaltore 132 kV sub-station	
Construction of 2 nos. 132 kV line bays at Khatra 132 kV sub-station for 132 kV D/C connectivity with Manbazar 132 kV sub-station	
Construction of 2 nos. 132 kV line bays at Goaltore 132 kV sub-station for connectivity with Khatra 132 kV sub-station	
Construction of 2 nos. 132 kV GIS line bays at Manbazar 132 kV sub-station for connectivity with Khatra 132 kV sub-station	

Bid documents can be downloaded from 29.09.2026, 02:30 P.M. and bids shall be submitted online up to 04:00 P.M., 26.10.2026. Visit the following websites - www.wbtenders.gov.in, www.wbsetci.in for details. ICA-T18372(3)/2026

টেন্ডার

Notice Inviting Tender

The E-Bids is hereby invited on behalf of the **Chairman, Ashokenagar Kalyangarh Municipality. Tender ID:** 2026_MAD_5075262_69.
Bid Submission End Date: 12-Oct-2026 06:00 PM. **Tender ID:** 2026_MAD_5075847_25, 2026_MAD_5075853_25, 2026_MAD_5075867_18.
Bid Submission End Date: 27-Oct-2026 09:00 AM.
Corrigendum:
1. Only Numeric deist may be read in Percentage (%) instead of Text for Credential criteria in Annexure-1.
2. Bid Submission End Date may be read 27-10-2026 instead of 27-11-2026 in Annexure 2, 3, 4 of all NIeT.
for details, please see website at **https://tenders.wb.gov.in/**

Sd/- TIA
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/MD-III/ NIT-13 of 2026-27

Online Tender is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-III, E-M Sector, KMDA, 1, R.N. Tagore Road, Kolkata-700076, from any contracting firms, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Operation & maintenance of electro-mechanical equipment at Storm Water Drainage Pumping Station at ward no. 21 (Marwari Bagan) under Rishra Municipality for 12 calendar months., Rs.21,01,503/-, Rs.42,030/-, 12 calendar months from the date as mentioned in LOI cum Work Order, **End date & time of Online Bid submission:** 04.11.2026 at 14.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-566)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA-T18368(3)/2026

সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং WRSR–২৬–২৭–Bogie–RT2, তারিখ: ২৪.০৯.২০২৬।
কাজের নাম: ওয়াগন রিপেয়ার শপ/রায়পুর–এর প্রেমিসেস–এ **(ক)** বগি ফিডিং (মুভমেন্ট), **(খ)** হুইল সেট ফিডিং (মুভমেন্ট) এবং **(গ)** বিয়ারিং এবং তাদের কম্পোনেন্ট পরিষ্কার করা'–এর জন্য ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট।
আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ₹২,৪৩,৪১,৫৬৮.০০ (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো আটষট্টি টাকা মাত্র) যার মধ্যে ১৮% হারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত। পরিমাণ এবং চুক্তির মেয়াদ: ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের মেয়াদের জন্য সংযুক্ত অ্যানেক্সার অনুযায়ী।
আর্নেস্ট মানি: ₹৪,৮৬,৮০০.০০ (চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশো টাকা মাত্র) যার মধ্যে ১৮% হারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত। টেন্ডার ফর্মের মূল্য (₹): শূন্য।
টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৬.১০.২০২৬ ১৫:০০ ঘটিকা। বিডিং শুরুর তারিখ: ০২.১০.২০২৬।
যোগ্যতার মানদণ্ড: ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে। ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

ডেপুটি সিএমই/ডব্লিউআরএস/ রায়পুর।
PR/R/WRS/PCN/218
South East Central Railway @secrail

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

TIME EXTENSION
PWD TENDER NOTICE

E.E, Berhampore Division-I, PWD invites online e-tender for the work of- **1.** Engagement of housekeeping personnel for Inspection Bunglow Berhampore, Murshidabad under Berhampore Division-I, PWD (for 1 year) during the year 2026-27. (Estimate Cost.-As per Quoted amount). Tender ID:2026_WBPWD_5021320_1. Notice Inviting e-Tender No. WBPWD/EE/BD-I/ e-NIQ-05/2026-27 (Time Extension). New Extended Bid Submission end date and time (online) : 05/10/2026 at 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from the website: **https://tendcrs.wb.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Executive Engineer, P.W.D, Berhampore Division-I. ICA-T18406(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte., invites online e-Tender for the works of : **1)** Urgent face lifting of old hospital building of Nadia District Hospital (Sadar Campus) Krishnagar, Nadia. **2)** Repair and Renovation of OPD Building at Gandhi Memorial Hospital, Kalyani, Nadia. e-N.I.T-07 of 2026-27 of EE/NCD/PWDte. Tender ID: 2026_WBPWD_5075603_1, 2026_WBPWD_5075603_2. Bid submission start date (online): 28.09.2026 from 11.00 A.M. Bid submission closing (online): 12.10.2026 up to 02.00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be download form **https://tenders.wb.gov.in** Sd/-Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte. ICA-T18393(3)/2026

NOTICE

All the members of the Macneill Barry Kilburn Ex. Employees Transport Co Operative Society Ltd Registration No 83/cal of 1968 are hereby informed that draft voter list along with election scheduled will be published on 29.09.2026 at registered address of the Society.

Sd/-
A.R.O

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
[এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) রুজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

~ এবং ~

সম্পর্কিত বিষয়: **মেসার্স রাইজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U51909WB2010PTC149035),** রেজিস্টার্ড অফিস: ৩২, এজরা স্ট্রিট, রুম নং ৮০৮, কলকাতা– ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

.....পিটিশনার

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, **০৬.০৮.২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'ছত্তিশগড়'**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্গস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে **তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে** কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে **১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫** বরাবরে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্ট্রার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
৭, হাঁসপুকুরিয়া লেন, কলকাতা–৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ

গোদাবরী ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড–এর জন্য ও তরফে
স্বাঃ/–
(জীবন কুমার সাহু)
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ **ডিরেক্টর**
স্থান: কলকাতা **DIN: 00787629**

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
[এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) রুজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

~ এবং ~

সম্পর্কিত বিষয়: **মেসার্স ভাগীরথী টাই–আপ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB2007PTC119953)** রেজিস্টার্ড অফিস: বিএল–এ, থার্ড ফ্লোর, ২৭/এ, ডঃ এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ

..... *পিটিশনার*

এতদ্দারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, **১২.০৮.২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'ছত্তিশগড়'**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্গস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে **তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে** কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে **১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫** বরাবরে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্ট্রার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
৭, হাঁসপুকুরিয়া লেন, কলকাতা–৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ

সেন্ট ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড–এর জন্য ও তরফে
স্বাঃ/–
(জীবন কুমার সাহু)
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ **ডিরেক্টর**
স্থান: কলকাতা **DIN: 00787629**

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
[এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) রুজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

~ এবং ~

সম্পর্কিত বিষয়: **মেসার্স গোদাবরী ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2010PTC149050)** রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, হাঁসপুকুরিয়া লেন, কলকাতা–৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ।

..... পিটিশনার

এতদ্দারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, **০৬.০৮.২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'ছত্তিশগড়'**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্গস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে **তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে** কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে **১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫** বরাবরে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্ট্রার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
৭, হাঁসপুকুরিয়া লেন, কলকাতা–৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ

সেনটাক ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
স্বাঃ/–
মানিক চাঁদ নাহার
তারিখ: ২৯.০৯.২০২৬ **(ডিরেক্টর)**
স্থান: কলকাতা **DIN NO: 01640003**

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) রুজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

~ এবং ~

সম্পর্কিত বিষয়: **মেসার্স ভাগীরথী টাই–আপ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB2007PTC119953)** রেজিস্টার্ড অফিস: বিএল–এ, থার্ড ফ্লোর, ২৭/এ, ডঃ এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ

..... পিটিশনার

এতদ্দারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, **১২.০৮.২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'ছত্তিশগড়'**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্গস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে **তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে** কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে **১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫** বরাবরে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্ট্রার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
৭, হাঁসপুকুরিয়া লেন, কলকাতা–৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ

সেন্ট ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড–এর জন্য ও তরফে
স্বাঃ/–
(জীবন কুমার সাহু)
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ **ডিরেক্টর**
স্থান: কলকাতা **DIN: 00787629**

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) রুজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

~ এবং ~

সম্পর্কিত বিষয়: **মেসার্স ভাগীরথী টাই–আপ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB2007PTC119953)** রেজিস্টার্ড অফিস: বিএল–এ, থার্ড ফ্লোর, ২৭/এ, ডঃ এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ

..... পিটিশনার

এতদ্দারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, **১২.০৮.২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায়** গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'ছত্তিশগড়'**–তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সঙ্গস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে **তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে** কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে **১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা–৭০০১৩৫** বরাবরে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্ট্রার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:
৭, হাঁসপুকুরিয়া লেন, কলকাতা–৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ

ভাগীরথী টাই–আপ প্রাইভেট লিমিটেড–এর জন্য ও তরফে
স্বাঃ/–
(জীবন কুমার সাহু)
তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ **ডিরেক্টর**
স্থান: কলকাতা **DIN: 00787629**

ফর্ম নং: এনসিএলটি ৩এ
পিটিশনের বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞাপন
[রুল ৩৫ দ্রষ্টব্য]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি পিটিশন নং: ৮৩/কেবি/২০২৬
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সিএএ) নং: ৬৮/কেবি/২০২৬

বিষয়:
১. **কোরনিফটি ট্রেডার্স লিমিটেড;**
২. **কোভালাম ডিস্ট্রিবিউটর্স লিমিটেড;**
৩. **সেনটাক ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিম

হারানো/প্রাপ্তি

● আমার মক্কেল অভিজিৎ চন্দ, ও অরিজিৎ চন্দ, পিতা- প্রিয়লাল চন্দ। ঠিকানা- 4/4 শ্রীনগর গড়িয়া, চন্দকাটারার পোঃ-পঞ্চসায়র কোলকাতা-700094। উক্ত সম্পত্তির অরিজিনাল দলিল যাহার নং-11651 গত 10.09.2025 তারিখ বাড়ির নিকট হইতে হারিয়ে গেছে। যাহা নরেন্দ্রপুর থানায় 20/09/2026 তারিখে G.D.E. (নং-1758) করা হয়েছে। যদি কোন সহায় ব্যক্তি দলিলটি খুঁজিয়া পান তবে 9874342363 এই নম্বরে 15 দিনের মধ্যে যোগাযোগে করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল বিজু মন্ডল, রীনা জানা ও চন্দা দুবে। মৌজা-বংশীধরপুর ও কমরাবাদ। J.L নং -34, 41, LR দাগ নং 100, 117 ও 4072, LR খতিয়ান নং 136, 266, 809, RS দাগ নং- 8, 8/493, 4072, RS খতিয়ান নং 159, 1737, পাওয়ার দলিল নং -413/2002 সাল (A.D.S.R.ALIPORE) গ্রহীতা কমল কুমার মিত্র, 178/2004 সাল (A.D.S.R.SONARPUR) গ্রহীতা-পুলক সরদার, কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R অফিস যোগাযোগ করুন। **RAJ DEY Advocate**

● আমার মক্কেল লিটন বিশ্বাস, রত্না বিশ্বাস, বিশ্বনাথ বিশ্বাস, কৃষ্ণা দাস মৌজা- খোদাহাটিদেয়াড়া JL নং-12,10, LR দাগ- 821, 447, LR খতিয়ান- 279, 601, পাওয়ার দলিল নং-559, 270, 16499/2026, 2015, 2022 সাল, গ্রহীতা- অষ্টমী দিগর, বৃহস্পতি নস্কর, ঘেন্নাবালা মন্ডল কারোর আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে Sonarpur B.L.R অফিস যোগাযোগ করুন। **RAJ DEY Advocate**

● এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী মধুসূদন বিশ্বাস, পিতা-স্বর্গীয় গোপেশ্বর বিশ্বাস, নিবাস দোহাড়িয়া, নন্দনকানন, পোঃ গঙ্গানগর, থানা-মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা-৭০০১৩২, পশ্চিমবঙ্গ, এর নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ১৯৮৮ সালে বারাসাত এ.ডি. এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ৪৬৭ নং আসল দলিলটি খোয়া গিয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে এবং যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। উক্ত মর্মে আমার মক্কেল মধ্যমগ্রাম থানায় গত ইংরাজী ০১/০৬/২০২৬ তারিখে একটি জি.ডি. নথিভুক্ত করিয়াছে, যাহার জি.ডি. নং ২২। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি প্রাপ্ত হয়েন বা তার সন্ধান জানেন, তাকে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে অথবা উপরিলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে **Sd/- Sanjoy Samanta, Advocate, District & Sessions Judges Court, North 24 Parganas at Barasat. Mobile No.9836332384**

● আমার মক্কেল সঙ্গীতা যাদব, 1963/2023 নং দলিল মূলে 2 কাঠা 6 ছটাক জমি ক্রয় করেন। মহেশ্বর নাথ, সামেদ মন্ডল, নিতাই দাস, সিরাজুল মন্ডলকে A.D.S.R কদম্বগাছি হইতে পাওয়ার নং 321/2010 ও পল্লব সরকারকে জয়েন্ট সাবরেজিষ্ট্রী নাগপুর হইতে পাওয়ার নং 3139/2010, সঙ্গে চেন দলিল 7781/2012 D.S.R- II বারাসাত, যাহা মৌজা- নিবাধুই, J.L- 123, দাগ নং- 208, খতিয়ান-60। মিউটেশানের জন্যে আবেদন করেছেন, কারোর আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে B.L&LRO, Barasat-I যোগাযোগ করুন। **Priyanka Sen, Advocate Barasat Judges' Court**

● আমার মক্কেল রিনা কর দত্ত, 9612/2017 নং দলিল মূলে 2.10 শতক জমি ক্রয় করেন। মহেশ্বর নাথ ও সামেদ মন্ডল কে A.D.S.R কদম্বগাছি হইতে পাওয়ার নং 159/2008, সঙ্গে চেন দলিল 1416/2010, ও 2316/2014 A.D.S.R, কদম্বগাছি, যাহা মৌজা নিবাধুই, J.L 123, খতিয়ান নং 1582, 276, 579। মিউটেশানের জন্য আবেদন করেছেন। কারোর আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে B.L & L.R.O Barasat-I যোগাযোগ করুন। **Priyanka Sen, Advocate Barasat Judges' Court**

NOTICE

It is to mention that my clients, MALA MUKHERJEA alias MALA MUKHERJEE wife of Late Debajyoti Mukherjea and KINSHUK MUKHERJEA alias KINSHUK MUKHERJEE son of Late Debajyoti Mukherjea, both residing at UDITA, Tower 6, Flat No. 10211, 1050/1 Survey Park, P.O.- Santoshpur, P.S. Survey Park, Kolkata 700075 are the joint owners of the Flat no. 6 situated at the Second Floor south facing measuring about 1100 sq. ft. super built up area being Premises No. 1/1 Ballygunge Station Road, Kolkata- 700019, Assessee No. 110680601367, Ward No. 68 of Kolkata Municipal Corporation P.S. Gariahat, Sub, Registry Office Sealdah, District South 24 Parganas. That, my clients lost the original copy of the Deed of Conveyance dated 30.09.1986 registered before Registrar of Assurances, Calcutta and bearing Deed No. 12460 for the year 1986 in respect of the above mentioned flat on 23.09.2026 near Gariahat crossing at the time of traveling from their place of residence for doing photocopy of the same. My clients have lodged a General Diary bearing GDE No. 1329 dated 24.09.2026 in the Gariahat Police Station in that respect.
Any person having found the above-mentioned Deed of Conveyance is requested to contact with me in this aspect and refund the same within 7 days from today.

Thanking you.
DIBAKAR BHATTACHARJEE
Advocate
High Court, Calcutta
10, K. S. Roy Road, Room No.-39
2nd Floor, Kolkata-700 001
Mob:- 9831072514

বিজ্ঞপ্তি

● এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল জে.এল. ১০০ নং হাট ন'পাড়া মৌজার ২ ও ৬ নং দাগে ৪৫৯ ও ৪৬২ নং খতিয়ানে ও জে. এল নং- ৯৮, রাজীবপুর মৌজায় ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫ নং দাগে ১০৫ নং খতিয়ানে এবং জে. এল. নং- ৯৯ জঙ্গলপুর মৌজায় ৭৩ নং দাগে ৬০৪, ৬০৬, ৬০৭ নং খতিয়ানে অমিয় কুমার ঘোষ অন্নপূর্ণা সেন, কান্তি কুমার ঘোষ, শোভা নন্দী নামে রেকর্ড থাকাবস্থায় সরাসরি ও ওয়ারেশ সূত্রে উক্ত ব্যক্তিগন ইংরাজী ০৩/১১/২০০০ তারিখে গুমা রেজিষ্ট্রী অফিসের বুক IV - ৩৮ নং ও ইংরাজী ১৮/০৮/২০১০ তারিখে গুমা রেজিস্ট্রী অফিসে IV - ৯১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে প্রাপ্ত হন। নীরেন্দ্র কুমার ঘোষ অতঃপর গুমা রজিষ্ট্রী অফিসে ১৮৬২/২০০৯, ২৫৩৭/২০১১, ২৫৯২/২০১১ ও ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩৮৩৫/২০১৫ নং দলিল মূলে মদন সাধুখাঁ বিক্রয় করিয়া দেন এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০১ (এক) মাসের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. হাবরা II এর নিকট জানাইতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে। **Arjun Kumar Mondal Advocate, District Judges' Court Barasat North 24 Parganas**

● আমার মক্কেল সতী দাস, স্বামী-মৃত মনু দাস, সাং নোয়াপাড়া, পোঃ থানা বারাসাত, জেলা- উঃ ২৪ পঃ। জয়গাছি নিবাসী সোমা পাত্র নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় রবীন দে ও জয় দে হাবড়া অফিসের ৩৫৯৮/২০২৬ নং আমমোক্তার দলিল বলে যাবতীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাহাদের নিকট হইতে উক্ত অফিসের ৪০১০/২০২৬ নং দলিল মূলে মৌজা জয়গাছি, জেঃ এলঃ ৭৯, ৩৫৮৭ নং খঃ ভুক্ত ১২২২ নং দাগে ৩.৩০ শঃ জমি আমার মক্কেল ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ০১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O হাবড়া ১ এর নিকট আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। **ইতি Barun Dey Advocate, BARASAT JUDGE COURT F494/99**

● আমার মক্কেল গায়ত্রী মাইতি, স্বামী- নাড়ু গোপাল মাইতি, সাং দক্ষিণ হাবড়া, পোঃ থানা হাবড়া, জেলা-উঃ ২৪ পঃ। দক্ষিণ হাবড়া নিবাসী পঞ্চানন পাল গং নিযুক্ত আমমোক্তার রাইমোহন পাল, হাবড়া অফিসের ১২২/২০১০ নং আমমোক্তার দলিল বলে যাবতীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাহাদের নিকট হইতে উক্ত অফিসের ৭০২১/২০১২ নং দলিল মূলে মৌজা নগরথুবা, জেঃ এলঃ ৮১, ৮৮৯ ও ৯০৮ নং খঃ ভুক্ত ৩০৫ নং দাগে ৩.১০ শঃ জমি এবং ৫৭১ নং খঃ ৩০৬ নং দাগে ০.২০ শঃ জমি, মোট ৩.৩০ শঃ জমি আমার মক্কেল ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ০১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L& L.R.O হাবড়া ১ এর নিকট আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। **ইতি Barun Dey , Advocate BARASAT JUDGE COURT F494/99**

● আবুনা গায়েন বিদ্যাধরপুর মৌজায় ৩৯৫ নম্বর দাগে ২৬৯ নং পাওয়ার দলিলে খরিদ করেন, মিউটেশন কেসে আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLR অফিসে যোগাযোগ করুন।

Gurudas Naskar, Advocate
BARUIPUR CIVIL &
CRIMINAL COURT

PUBLIC NOTICE

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, Sri Ujjal Sengupta, পিতা: Lt. Anil Sengupta, ঠিকানা: J. Syiemlong Jackson Trace Road, Lower Humpuring, P.O. Laban, P.S. Laban, Shillong - 793004. নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বৈধ ও স্বত্বাধিকারী/দখলদার হিসেবে উক্ত সম্পত্তি Mr. Akhil Raj-এর নিকট বিক্রয় করতে ইচ্ছুক।

সম্পত্তির বিবরণ:

মৌজা: Begampur J.L. No.: 29 থানা: Baruipur জেলা: 24 parganas (South) খতিয়ান নং: 9571 দাগ নং: 5670 & 5671 জমির পরিমাণ: 22 Katha প্রকৃতি/শ্রেণি: Shali

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে কোনো দাবি বা আপত্তি পাওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তির উপর তৃতীয় কোনো পক্ষের কোনো বৈধ দাবি/স্বার্থ নেই বলে বিবেচনা করে প্রস্তাবিত ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হবে এবং পরবর্তীকালে উত্থাপিত কোনো দাবি বা আপত্তি ক্রেতার স্বত্বের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য হবে না।

যোগাযোগের ঠিকানা:
Mr. Akhil Raj
Contact: 9432523595 & 9582054953

তারিখ: 14/09/2026
স্থান: Kolkata

বিজ্ঞপ্তি

PUBLIC NOTICE

•IN THE COURT OF SMALL CAUSES COURT AT SEALDAH, MISC CASE NO. 57 OF 2023 (Dismissed on 15.07.2023) Arising out of Title Suit No. 48 of 2017 (Title Suit No. 173 of 2012)
MRS. IZZATUNNESSA,
...PETITIONER/PLAINTIFF
-VERSUS-
S.M. MURTAZA HASSAN AND OTHERS
...Opposite Parties / Defendants
Notice to:
1. Abdul Hai, Son of late S.M. Mustafa, residing at 69, Pill Khana 2nd Lane, P.S. Golabari, Howrah-700001 (Bhagu moor). 2. Sitara Begum, Wife of Md. Shakil, 3. Ranu, Wife of Md. Raja, No. 2 & 3 are daughters of Late S.M. Mustafa, Both are residing at 33/1, Pheres Lane, P.S. Bowbazar, Kolkata-700073. 4. Baby Naaz, wife of Rabiul Islam, daughter of Late Kamrun Nisa, residing at 28/H/13, Sir Syed Ahmed Ali Road, P.S. Beniapukur, Kolkata 7000046. 5. Saira Begum, Daughter of Kamrun Nisa. 6. Shela, Daughter of Kamrun Nisa. No. 5 & 6 are of 28/H/13, Sir Syed Ahmed Ali Road, P.S. Beniapukur, Kolkata-700046 7. Afsar Iqbal, Son of MehrunNisa 8. Israt, Daughter of Mehrun Nisa. 9. Nursat, Daughter of Mehrun Nisa. No. 7 to 9 of House No. 21/31, Block-D, Section 12, Mirpur, Dhaka 10. Sarwat, Daughter of Mehrun Nisa Of 144/1, Nawabpur, Dhaka-1100
11. Arshad Kamil, Son of S.M. Abdul Rub, 12. Ershad Kamil, Son of S.M. Abdul Rub, No. 11 and 12 of 33/1, Phares Lane, P.S. Bowbajar, Kolkata - 700073
Whereas the above mentioned Misc Case is pending before the Ld. S.C.C.
Civil Judge at Sealdah and the steps have been completed but due to your non compliance as per order of the Ld. Court the public notice is been served. Next date has been fixed on 09.10.2026 for yours appearance, in your absent the appropriate order may be passed in accordance with law.
By order of the
Madhabi Dey, Sheristadar
Small Couses Court, Sealdah,
24 Pgs. (S) 23.09 26

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the general public at large that my client, namely Sri Gourab Dey, Son of Sri Gokul Dey, residing at 44, Gobindapur Road, Lake Gardens, Police Station-Lake, Kolkata-700045, District-South 24 Parganas, State of West Bengal, India, has expressed his intention to purchase the immovable property hereinafter described from the present owner, Sanjoy Biswas, Son of Sri Sunil Biswas, residing at 63, Princep Street, Police Station-Bowbazar, Kolkata-700013 also at Diamond City, West, Tower-8, Flat No. 8A, 18, Ho Chi Minh Sarani, Post Office & Police Station-Sarsuna, Kolkata-700061, District-South 24 Parganas, State of West Bengal, India.

The property proposed to be purchased comprises All That Piece and parcels of land measuring about 3 (Three) Cotthas, 2 (Two) chittakhs 12 (twelve) Sq. Ft. together with two storied dwelling house a brick built, measuring about total constructed area 1332 Sq. Ft in the Ground Floor, and 1180 Sq. Ft. in the first floor, both cemented Flooring, as per deed but actually there is one storied building there in lying and situated at Premises No. 34/1B, Rahim Ostagar Road, Police Station-Lake, Kolkata-700045, District-South 24 Parganas, State of West Bengal, India, KMC Ward No. 93, Assessee No.210931200630, Kolkata-700045, District-South 24 Parganas, State of West Bengal, India.

The title trace of the vendor is derived from the deed of Gift Sunil Biswas duly registered in Book No. I, CD Volume number 11, Pages from 4719 to 4734, being Deed No. 05265 for the year 2014 at the Office of the Additional Registrar of Assurance-I of Kolkata (Office of the A.R.A.-I Kolkata), West Bengal, India.

Any person, persons, institution, authority, bank, or entity having or claiming any right, title, interest, ownership, possession, share, lien, charge, mortgage, encumbrance, tenancy, lease, easement, inheritance, succession, attachment, trust, claim, demand, objection or dispute of whatsoever nature in respect of the aforesaid property or any part thereof, or having any objection to the proposed sale/purchase transaction, is hereby called upon to intimate and/or communicate the same in writing to the undersigned Advocate, together with supporting documentary evidence, within 15 (Fifteen) days from the date of publication of this Notice.
In the event no such claim, objection, dispute or representation is received within the aforesaid period, my client shall proceed with the proposed transaction on the basis of the documents and information presently available to him, and any claim or objection raised thereafter shall be considered waived and invalid against the purchaser.

By
Sd/-
Saikot Deyashi, Advocate
Alipore Judges' Court,
Opposite 7 no Bar Library,
P.S- Alipore, Kolkata- 700027.
Mobile No.: 9674581229
Email: advocatesaikot@gmail.com

ভ্রম সংশোধনী

● গত 28/09/2026 তারিখে এই কাগজে 8 নং পৃষ্ঠায় 3 নং কলমে 6 নং বিজ্ঞপ্তি এর 6 নং লাইনে পাওয়ার নং 6734 ও কেস নং MN-22901/26 পড়তে হইবে।

● বিগত ২৫/০৯/২৬তারিখে আজকাল পত্রিকায় ২০নম্বরপাতায় ১নম্বরকলমের ৮নংবিজ্ঞপ্তির ১০নংলাইনে ভুলবশত আবেদনকারী প্রতাপ চন্দ্র ও ১৪নংলাইনে আবেদনকারী প্রতাপ চন্দ্র দাসেরএবং ২৪নংলাইনে প্রতাপ চন্দ্র দাসের অনুকূলে পরিবর্তে সঠিকটি আবেদনকারী প্রভাত চন্দ্র ও আবেদনকারী প্রভাত চন্দ্র দাসের এবং প্রভাত চন্দ্র দাসের অনুকূলে পড়িতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল মিঠু ঘোষ, মৌজা তিরোল, JL নং-১৭, L.R দাগ নং-৩৫১৭, ৩৫৩৬, L.R খতিয়ান নং-১৩৩৬/১, এবং দলিল নং-২৫৮৬/২৫ এবং পাওয়ার দলিল নং- IV-94/23, গ্রহীতা দীক্ষক বসুমল্লিক-এর নিকট হইতে মোট ০৯ শতক জমি ক্রয় করেন। কারো আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে আরামবাগ BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আকাশ মিত্র,আইনজীবী।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মহঃ মেহবুব আলম পিতা-মনজুর মাল্লিক, সেখ পাপ্পু, পিতা-সেখ ইয়াকুব ও জীবেদ্ হাসান মোল্লা পিতা -আব্দুল হান্নান সকলে কুলিমবেড়িয়া, বজবজ নিবাসী, সেখ সাহা আলম, পিতা-জবেদ্ আলীর ওয়ারিশন গনের পক্ষে বিগত ইংরাজী - ২৪/০৬/২০২২ তারিখে বজবজ সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে ০২১২৮/২০২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূল নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ ইউনুস আলি, পিতা সেখ ইউসুফ, মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ৩০/০৩/২০০৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর বজবজ এ ৭৩২ নং দলিল, ০৬/০২/২০২৬ সালের ৯১ নং দলিল ও ২৯/০৭/২০২৫ সালের ৬১৪৫ নং দলিল ডি.এস.আর-৫ আলিপুর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত, মৌজা-বলরামপুর, জে.এল-২২, এল.আর - ১৪৪৫ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর - ১৩৪ নং দাগে মোট ৯.৫ কাঠা জমি খরিদ করিয়া নিজ নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য বি.এল.এন্ড.এল.আর অফিস বজবজ -১ এ আবেদন করিয়াছি তাহা আপনাকে অবগত করিলাম, কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইবেন।
প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

আমার মক্কেল **সামিয়রা বিবি**, স্বামী মোঃ আলাউদ্দিন, সাং বাগবেড়িয়া, থানা- মধ্যমগ্রাম, বিগত ইংরাজী ২১/০৫/২০১৯ তারিখে মোকাম এ.ডি.এস.আর বারাসাত অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৬০ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে রেবা ঘোষ দিং, এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার আব্দুল ছাদেক এর নিকট হইতে মোকাম ডি.এস.আর ৩ বারাসাত অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৮৭৪৮, তারিখ ০৯/০৯/২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আব্দুল ছাদেক এর নিকট হইতে মোট ২.৪৭৫০ শতক জমি খরিদ করিয়াছে। মৌজা- মহেশ্বরপুর, জে.এল নং ৬৭, দাগ নং ৮৬৫, খতিয়ান নং- ১৬৭৪, ১৬৭৩। এখন আমার মক্কেল উপরিউক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য বারাসাত বি.এল এণ্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশন কেস করিয়াছে, কেস নং MN / 2026 / 1502/45689 কোন ব্যক্তির যদি আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে বি.এল এণ্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্যকির হইবে।
Faruk Khan, Advocate, Barasat Judeg's Court

NOTICE

Notice is hereby given for all concerned that my client Mr.Samudra Gupta, son of late Mr. Himel Baran Gupta, presently resident of Brandenburgische Str 42 10707 Berlin, Germant intends to purchase a self flat/Unit 1D on the first floor at 207, Sarat Bose Road, P.S. Lake,Kolkata having an area 1070 Sq ft from the lawful owner namely International Flavours & Fragrances India Private Limited previously now known as BUSH BOAKE ALLEN (INDIA) LIMITED, a company registered under the Companies Act 1956 and having its currently registered office at SKCL Triton Square, 2nd floor, C3-C7, Thiru-vi-ka Industrial Estate, Guindy, Chennai- 600032 and regional branch office at 39 Shakespeare Sarani Kolkata -700017 for a valuable consideration as settled between themselves. Any person having any right, title, interest, claim, demand or any valid objection of any nature whatsoever regarding the said flat, should write to the undersigned with relevant document/papers within 15 days from the date hereof, failing which it will be presumed that nobody has any claim or any objection whatsoever over the said flat and sale transaction will be made in accordance with law. Sd/-
Saitali Hore, Advocate
Bar Association Room no. 1,
Calcutta Judicial Metropolitan

Additional Consumer Disputes Redressal Commission Rajarhat (New Town), West Bengal Kreta Suraksha Bhavan, Rajarhat (New Town), 2nd Floor Premises No. 38-0778, Plot No. AA-IID/31/3, New Town, P.S.-Eco Park, Kolkata – 700161
NOTICE
TO,
M/S USASHI REALSTATES PVT. LTD.
M/S EVANIE INFRASTRUCTURE PVT. LTD. A Company incorporated under the Companies Act, 1956, Having its office at Premises No. 594/1, Dakshindari Road, "Bima Abasan", Flat no. E2/1, First Floor, P.O. Sreebhumi, P.S. Lake Town, Kolkata- 700048, District- North 24 Parganas, West Bengal. Being represented by its Authorized signatory namely:
3) MR. SUPRIYA PATRA Son of Sri Asis Kumar Patra Residing at Village-Radhapur,P.O.-Madhabpur, P.S. Bhupatinagar, PIN-721626, District-Purba Medinipur, West Bengal.
Whereas Amarendra Nath Barat has instituted a Execution Case being no. EA/29/2025 against you.
Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble President/ Member of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the day of 2026 or within thirty days of publication of this notice in default the case will be heard or consider in absence. 02/12/2026 at 10.30 O'clock in the fore noon in default the case will be heard and consider in your absence. Given under my hand and seal on the commission, this 21st Day of Sept. 2026. By Order
Sujit Mitra Registrar Addl. D.C.D.R.C. Rajarhat (New Town) Kreta Suraksha Bhavan Kolkata-700161

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION WEST BENGAL, KRETA SURAKSHA BHAWAN (GROUND FLOOR), 11 A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA-700087
NOTICE
To
1) AVANEESH INFRATECH PRIVATE LIMITED
A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at P-411/16, Hemanta Mukhopadhyay Sarani (1st Floor), Post Office- Sarat Bose Road, Police Station-Gariahat, Kolkata-700029, Represented by its Directors MR. RAKESH SINGH One of the Director of Avaneesh infotech Pvt. Ltd. having its office at Vignesh Film, PS-Qube, 5th Floor, Street no. 1111 (Major Arterial Road), Police Station- New Town, Kolkata- 700156, District North 24 Parganas, West Bengal.
4) SMT. SANIKA MUKHERJEE @ SANIKA SEN (LANDOWNERS) Wife of Sri Abhijan Mukherjee, Residing at Abhuday Co-operative Housing Society Limited, B-27/9, EKTP Phase-IV, Post Office-EKTP, Police Station- Tiljala, Kolkata-700107. 5)
CHANDREYEE SEN @ SMT. CHANDREYEE SEN KATARIA, Wife of Sri Jai Kataria, residing at 5A/10, New Ballygunge Road, Post Office & Police Station- Kasba, Kolkata- 700039. 6) MR. BINAYAK SEN,Son of Late Shiba prasad Sen residing at- 64B, Hindustan Park, Kolkata- 700029, Post Office- Sarat Bose Road, Police Station- Gariahat. Whereas Mr. Palash Das and another have instituted a Complaint case being No: CC/29/2025 against you. Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench-I of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 1st day of October, 2026 at 10:30 O'clock in the forenoon failing which the case will be heard and considered in your absence. Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 8th day of September, 2026. By Order
Sd/- Registrar-in-Charge
State Commission, W.B.

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, মৌজা- কেশবপুর, জে.এল নং- ৭৭, এল আর দাগ নং- ২৭৮১, ২৮৬৪, খতিয়ান নং- ৮৬০০, ৮৬০৪, ৮৬৩৮, ৮৫৯৯, ৮৬০৫, এবং দলিল নং-৭৭৬৮/২০২৫ এবং পাওয়ার দলিল নং- IV-46/2025, গ্রহীতা ও স্বয়ং- গোপাল ঘোষ- এর নিকট হইতে মোট ৩৭ শতক জমি ক্রয় করেন । কারো আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে আরামবাগ BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আকাশ মিত্র,আইনজীবী।

● আমার মক্কেল তপন অধিকারী পিতা কার্ত্তিক চন্দ্র অধিকারী রুদ্রপুর মৌজা 135 LR 65, 89, 98, 139/1, 156, 266, 417 খংভুক্ত 1075 দাগে 46 শতক জমি 7076/2012 কোবালা দলিলেকেনে। ঐজমি নিরোদ বিহারী মল্লিক HABRA ADSR অফিসের IV-93/2012 আমমোক্তারমূলে লিটু অধিকারীকে নিযুক্ত করেন এবং উক্তজমির নামপত্তনের জন্য আবেদন করেন। এবিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসের মধ্যে BL&LRO Habra-1 নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

DEBRAJ DAS, Advocate

● এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল, পৌলমী দেব, পিতা-স্বর্গীয় পঙ্কজ কুমার দেব এবং মাতা-স্বর্গীয়া দীপা দেব, ঠিকানা-৩/ সি, কালীপদ মুখার্জী রোড, পোস্ট- পূর্ব বড়িশা, থানা- হরিদেবপুর (বর্তমানে), কলিকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ- এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। উক্ত পৌলমি দেব বিগত ইংরাজী ০৫.০৪.২০০৫ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত একটি সাফ কোবালা দলিল যার নং ০১৪১২, কোনক্রমে হারিয়ে ফেলায় হরিদেবপুর থানাতে ১০.০৮.২০২৬ তারিখে একটি জি. ডি. ই (G.D.E.) রুজু করিয়াছেন, যেটির নং-৯৩০। যদি উক্ত দলিলটি কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে দয়া করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করিবেন।
সুদিন নস্কর (অ্যাডভোকেট) মোঃ ৮৭৭৭২১৫৯৫৫

● রেখা সাউ ও সন্তোষ সাউ, বোড়াল মৌজায় ৪৯ নম্বর দাগে ২৩১৪ নম্বর পাওয়ার দলিল মারফৎ খরিদ করেন, মিউটেশন কেসে আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLR অফিসে যোগাযোগ করুন। **Gurudas Naskar, Advocate BARUIPUR CIVIL & CRIMINAL COURT**

ত্যাজ্য কন্যা ঘোষণা

আমি অমল বাগ ও আমার স্ত্রী ছবিতা বাগ, সাং—যমুনাবালিয়া, নিজবালিয়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া—৭১১৪০৪, জানাচ্ছি যে, আমাদের কন্যা **মৌমিতা বাগ (প্রায় ২১ বছর)** আমাদের অনুমতি/সম্মতি ব্যতিরেকে **পাপু সাঁতরা, পিতা—গণেশ সাঁতরা, সাং—যমুনাবালিয়া, নিজবালিয়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া—৭১১৪১০-এর সঙ্গে বিবাহ করেছেন।**
****২৬/০৮/২০২৬ থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই এবং তাঁর কোনো ব্যক্তিগত, আর্থিক বা আইনগত দায়ভার আমরা গ্রহণ করব না।** স্ব-অর্জিত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত।
তারিখ: ২৬/০৮/২০২৬ | স্থান: হাওড়া
অমল বাগ ও ছবিতা বাগ

● এতদ্বারা আমি শ্রী দিলীপ বিশ্বাস (পি:-উপেন বিশ্বাস) এবং সীমা বিশ্বাস (স্বামী-দিলীপ বিশ্বাস) সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর ব্লক-২ অন্তর্গত মৌজা-তেঘরিয়া গ্রামে আর.এস. ৩৮৭ তথা হাল ২০২,৪৫২,৫৮৪ খতিয়ানভুক্ত সাবেক তথা হাল ১২৫ নং দাগের ২ কাঠা ৫ ছটাক জমি রেকর্ডভুক্ত প্রজা চূড়ামণি ঘোষ দিং এর নিকট হইতে ব্যারাকপুর রেজি: কৃত IV-৫১৩/৯৩ নং আমমোক্তার বলে স্বাক্ষরিত এবং I-৬১/৯৫ নং বিক্রয় কোবলা মূলে জনৈক বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার প্রাপ্ত হইয়া I-৫৬১/৯৫ নং কোবলা মূলে মিরা চক্রবর্তীকে প্রদান করিলে তিনি তাহা I-১৫৮৬/২০০৮ বিক্রয় কোবলা মূলে আমাদিগকে বিক্রয় করিলে আমরা তাহাতে নিবিঘ্ন ভোগদখলে আছি এবং উক্ত জমি আমরা আমাদের পক্ষে মিউটেশন করিতে চলিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল.এল.আর.ও ব্যারাকপুর-২ অফিসে যোগাযোগ করিবেন। **BANANI CHATTERJEE (CHAKRABARTI) Advocate, Enrollment No.-WB/1486/1999**

● এতদ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল, শ্রীমতী মধুমিতা চ্যাটার্জ্জী, পিতা স্বর্গীয় তপন চ্যাটার্জ্জী, ঠিকানা - ৫২৬, নেতাজী কলোনী, পোস্ট - নপাড়া, থানা -বরানগর,কলকাতা-৭০০০৯০ বিগত ইংরাজী ২২/০৯/২০২৬ তারিখে তাহার উক্ত ঠিকানার একটি গিফ্‌ট ডিড যাহার নম্বর ১৬৮৭/২০০৪ তাহা হারিয়ে যাওয়ার পরে, বরানগর থানায় ২৩/০৯/২০২৬ তারিখে একটি মিসিং ডাইরী নথিভুক্ত করেছিলেন যাহার নং জি.ডি.ই. ১৮৪২ তারিখ ২৩/০৯/২০২৬। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, কেহ বা কাহারা উক্ত হারানোকৃত দলিলটির বিষয় জানতে পারলে বা জানা থাকলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হতে ১৫ দিনের মধ্যে অবগত করিবেন।
দেবীশ্রী চট্টোপাধ্যায় এ্যাডভোকেট
৯৬৭৪৭০৭১৪০, ৫১৯,নেতাজী কলোনী, কলকাতা -৭০০০৯০

NOTICE

URGENT SHORT NOTICE INVITING TABLE BID / SPOT BID (QUOTATION / TENDER)

Executive Engineer, Midnapur Division, P.W.Dte. at Midnapore, district Paschim Medinipur invites Urgent Notice Inviting Table Bid / Spot Bid (Quotation/Tender) No.13 of 2026-2027 circulated this office memo No.2818/7-311 dated 28.09.2026 in connection with VVIPs visit at Paschim Medinipur on 30.09.2026 for the works : Sl. No. 1. Construction of temporary Pandel, Dias, view cutter, Barricading, Carpeting, furniture, chairs, flower decoration and other ancillary works etc. at Birsingha Bhagabati Vidyalaya (H.S.) Ground, Ghatal Block in the district of Paschim Medinipur in connection with the proposed Government programme.
SL. No. 2. Construction of Temporary Helipads, Development of Ground, Approach Road, Barricading, etc. as required at Birsingha Bhagabati Vidyalaya (H.S.) Ground, Ghatal Block, Paschim Medinipur in connection with the proposed Government programme.
SL. No. 3. Construction of Temporary Helipads, Development of Ground, Approach Road, Barricading, etc. as required at Baita High School Gound, Mohanpur Block, Paschim Medinipur in connection with the proposed Government programme.
. Last Date and Time limit for receipt of the application (offline) 29 / 09 / 2026 upto 11.00 A.M. Details will be available at www.wbpwd.gov.in & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11.00 AM to 4.00 PM on any working day.

Sd/- Surajit Mandal
Executive Engineer,
Midnapur Division, P.W.Dte.

নাম/পদবি পরিবরতন

• আমি, UTTAM PAUL (ভোটার আইডি কার্ড নং: DKJ3537941, আধার কার্ড নং: 3122 4364 4909), পিতা- NIROD CHANDRA PAUL, নিবাস: গ্রাম- পাটাবুকা, পোঃঅঃ- নাটাগ্রাম, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৪৯, পশ্চিমবঙ্গ, মহামান্য ১ম শ্রেণি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা সমীপে ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে পেশ করা হলফনামা নং ৮৯২৯ মোতাবেক এতদ্দারা ঘোষণা করছি যে, UTTAM PAUL ও UTTAM KUMAR PAUL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ, আমি নিজে এবং NIROD CHANDRA PAUL ও NIRODH CHANDRA PAUL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ, আমার পিতা।

• I Pravash Chandra Hira S/O Prafulla Kumar Hira R/O 1/2, Muchi Para,Vtc- Paschim Putiari S.O,District-Kolkata, State-West Bengal, Pin-700041,Have Changed My Name To Provash Chandra Hira

• I, PRIYANKA MUKHIA, D/o. Dhan Bahadur Mukhia, residing at Majuwa Busty, VTC: Achhalal Hatta (Rong Bong Basty), P.O.- Rangbang, Sub District - Jorebunglow Sukiapokhri, District - Darjeeling, Pin-734216, West Bengal, hereby solemnly declare that both the "PRIYANKA MUKHIA" and "PRIYANKA RAI" is the same and identical person only, before the court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Kolkata. That henceforth I shall be known my name as PRIYANKA MUKHIA.

নাম পদবি পরিবর্তন

• I, NIJAMUDDIN SEKH, S/O- LATE HAFIJUDDIN SEKH, R/A. VILL. & POST.- AMILA, P.S.- KHANDAGHOSH, DIST.- PURBA BARDHAMAN, hereby Solemnly affirm and declared that my daughter NASRIN KHATUN'S birth certificate my name and my wife's name wrongly recorded as SK NIJAMUDDIN and PARVEEN BEGUM. Before the 1st class judicial Magistrate, Purba Bardhaman vide affidavit on 11/09/2026 that NIJAMUDDIN SEKH and SK NIJAMUDDIN both are same person i.e. myself. SORIFA BEGAM and PARVEEN BEGUM both are same Ledy i.e. my wife.

• I, SAHIFUL MOLLA, S/o- Goychoddin Molla R/o Vill-Uttar Kathalia P.O-Bhangar, P.S-Bijoygunj Bazar, 24 Pgs (S), Pin-743502, hereby declare that my name has been erroneously recorded as "SAHIFUL ISLAM" in my Aadhaar Card. My correct name is "SAHIFUL MOLLA" as reflected in my Voter Card(EPIC) ."SAHIFUL ISLAM" & "SAHIFUL MOLLA" Both names refer to the same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur Affidavit No: 18, Dated: 01/09/2026.

• I, Soumen Mandal S/o Surendra Nath Mandal, R/o SA 71, SARAT ABASAN, SALT LAKE, SECTOR 2, BIDHAN NAGAR (M), North 24 parganas, west bengal 700091, have changed the name of my minor daughter Sreeliksha Mandal, aged 11 years and she shall hereafter be known as Sreediksha Mandal.

বিজ্ঞপ্তি

• *জেলা বাঁকুড়া সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত T.S. 52/2025*

শ্রী সাগর নাগ দং ...বাদীগণ

বনাম

তপন নাগ মোদক দীং ...বিবাদীগণ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ৮। ক) শ্রী সোমনাথ মোদক, পিতা- ৺নবীন মোদক, ৮।খ) শ্রী বিশ্বজিৎ মোদক, পিতা- ঐ, সর্ব সাং+ পোঃ- অযোধ্যা, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া, ১৬। বরুণ পাল, পিতা- ৺বিজয় পাল, সাং- বিরসিংহপুর, পোঃ - বালিয়াড়া, থানা - ওন্দা, জেলা - বাঁকুড়া, ১৭। নিকিতা মন্ডল, স্বামী- ভোলু মন্ডল, সাং + পোঃ- লোদনা, থানা - ওন্দা, জেলা - বাঁকুড়া, ২২। রামানন্দ ঘোষ, পিতা- ৺আদিত্য ঘোষ, সাং- আদি ঐ, ২৪। জয়দেব গরাই, পিতা- আদিত্য গরাই, সাং+ পোঃ + থানা- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, ২৫। শ্রীমতী সুপ্রিয়া মন্ডল, স্বামী - তারিনী মন্ডল, সাং- বৃন্দাবনপুর, পোঃ - মুড়াকাটা, থানা- ওন্দা, জেলা–বাঁকুড়া, ২৬। শ্রীমতী সুজাতা বাড়ুই, স্বামী- কল্যাণ ঘোষ, সাং কালিসেন (ইন্দকাটা), পোঃ- মুড়াকাটা, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, ২৭। রবিলোচন পাল, পিতা - প্রফুল্ল পাল, সাং+ পোঃ- মুড়াকাটা, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, ৩০। মনজয় মিশ্র, পিতা- রামেশ্বর মিশ্র, সাং- কালিসেন (ইন্দকাটা), পোঃ- মুড়াকাটা, থানা–ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, ৩১। বাপন মালগোপ, পিতা- হরেন মালগোপ, সাং-আদি ঐ, ৩৪। তারাপদ পাল, পিতা- ধ্রুবপদ পাল, সাং- আদি ঐ, ৩৫। মন্টু বাউরী, পিতা - হাবু বাউরী, সাং- শালিহান, পোঃ মুড়াকাটা, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, ৩৬। ঝন্টু বাউরী, পিতা- ঐ, সাং- আদি ঐ, ৩৭। বাবলু বাউরী, পিতা মন্মথ বাউরী, সাং- আদি ঐ, ৩৮। সোমা বাউরী, স্বামী - মধু বাউরী, সাং ভূতশহর, পোঃ- সানবাঁধা, থানা ও জেলা - বাঁকুড়া, ৩৯। রবীন পান্ডা, পিতা- দীপক কুমার পান্ডা, সাং- কালিসেন (ইন্দকাটা), পোঃ- মুড়াকাটা, থানা– ওন্দা, জেলা–বাঁকুড়া, ৪০। দিলীপ সিংহ, পিতা- শ্যামাপদ সিংহ, সাং- আদি ঐ, ৪৩। বৃন্দাবন ঘোষ, পিতা- বাদল ঘোষ, সাং+ পোঃ- মুড়াকাটা, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া। ৪৬। সোনালী গরাই, স্বামী- কর্ত্তিক গরাই, সাং– গোপীনাথপুর, পোঃ মাঝডিহা, থানা– ওন্দা, জেলা– বাঁকুড়া, ৪৭। কিরণ দাস মহন্ত, পিতা- চন্দন দাস মহন্ত, সাং শালিহান, পোঃ মুড়াকাটা, থানা– ওন্দা, জেলা– বাঁকুড়া, ৫০। অমিত দত্ত, পিতা– দুর্গাপদ দত্ত, সাং কালিসেন (ইন্দকাটা), পোঃ– মুড়াকাটা, থানা– ওন্দা, জেলা– বাঁকুড়া, ৫১। শান্তনু দত্ত, পিতা– শিবদাস দত্ত, সাং আদি ঐ, ৫২। জয়ন্ত রায়, পিতা সুধাংশু রায়, সাং আদি ঐ, ৫৩। বিশ্বজিৎ দত্ত, পিতা- দীপঙ্কর দত্ত, সাং আদি ঐ, ৫৪। প্রসেনজিৎ দত্ত, পিতা– ঐ, সাং– আদি ঐ, ৫৭। টুম্পা দত্ত, স্বামী প্রসেনজিৎ দত্ত, সাং চন্দ্রগোপালপুর, পোঃ মুড়াকাটা, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, ৫৮। তারিনী মন্ডল, পিতা শ্যামাপদ মন্ডল, সাং বৃন্দাবনপুর, পোঃ মুড়াকাটা, থানা- ওন্দা, জেলা– বাঁকুড়া, আপনাদের বিরুদ্ধে বাদীগণ অত্রস্থ আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অত্র মোকদ্দমায় উক্ত বিবাদীগণ বারংবার নোটিশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও নোটিশ এড়াইয়া যাইতেছেন। সেই কারণে উক্ত বিবাদীগণ, উপর দেঃ কাঃ বিঃ আইনের Order 5 Rule 20(1A) ও ১৫১ ধারামতে নোটিশ প্রেরণের আদেশ হইয়াছে। যদি আপনাদের কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে। নচেৎ আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানীর দিন ধার্য্য হইবে।

'ক' তপশীল

১। জেলা– বাঁকুড়া, থানা– ওন্দা, জে. এল. নং ১০৪, মৌজা– ইন্দকাটা মধ্যে ৩৯, ৬২, ৮৪, ৯৪, ১৩২, ১৫৩ ও ১৯৯ খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং– ৩২, পরিমাণ ০.৩৮ একর, দাগ নং- ৪১, পরিমাণ ০.৯৪ একর, দাগ নং– ৯৭, পরিমাণ– ০.৭২ একর।
২। ঐ জেলা থানাদি সামিল জে. এল. নং ১২২, মৌজা– মুড়াকাটা মধ্যে ১৬৭, ৩০৭, ১৪১৫, ১৭৩১, ১৭৬০ খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং– ১৪৬১, পরিমাণ ১.১৭ একর।

'খ' তপশীল

১। জেলা- বাঁকুড়া, থানা– ওন্দা, জে. এল. নং ১০৪, মৌজা– ইন্দকাটা মধ্যে ৩৯, ৬২, ৮৪, ৯৪, ১৩২, ১৫৩ ও ১৯৯ খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং- ৩২, পরিমাণ ০.১৯ একর, দাগ নং ৪১, পরিমাণ ০.৪৭ একর, দাগ নং ৯৭, পরিমাণ ০.৩৬ একর।
২। ঐ জেলা থানাদি সামিল জে. এল. নং ১২২, মৌজা– মুড়াকাটা মধ্যে ৮৪ ও অন্যান্য খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং ১৪৬১, পরিমাণ ০.৫৮৫ একর।

'গ' তপশীল

১। জেলা বাঁকুড়া, থানা ওন্দা, জে. এল. নং ১০৪, মৌজা– ইন্দকাটা মধ্যে ১৯৯, ১৩২, ৯৪, ৬২, ৩৯নং খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং ৭৬, পরিমাণ ০.৪৪ একর, দাগ নং ৮৬, পরিমাণ– ০.১২ একর, দাগ নং ৩৮৫, পরিমাণ ০.২৭ একর।
২। ঐ জেলা থানাদি সামিল জে. এল নং ১২২, মৌজা– মুড়াকাটা মধ্যে ১৬৭, ৩০৭, ৪২৪, ২৫৫, ১২০, ৬৮, ১৭৪৯, ১৭৫১, ১৭৫৪ খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং ১২৩৬, পরিমাণ ০.০৮ একর, দাগ নং ১২৪০, পরিমাণ ০.১৮ একর, দাগ নং- ১২৪৭, পরিমাণ ০.০২ একর, দাগ নং- ১২৫৯, পরিমাণ ০.০৪ একর, দাগ নং ১২৬৩, পরিমাণ ০.১০ একর, দাগ নং ১২৬৪, পরিমাণ ০.০৪ একর, দাগ নং ১২৬৭, পরিমাণ ০.০৩ একর, দাগ নং ১২৬৮, পরিমাণ ০.০৪ একর, দাগ নং ১২৬৯, পরিমান ০.০২ একর, দাগ নং ১২৭৩, পরিমাণ ০.০৩ একর, দাগ নং ১৩০৩, পরিমাণ ০.০৯ একর, দাগ নং ১৩১০, পরিমাণ ০.০৫ একর, দাগ নং- ১৩১২, পরিমাণ ০.১২ একর, দাগ নং- ১৩১৫, পরিমাণ ০.০৭ একর, দাগ নং- ১৩৩১, পরিমাণ ০.০২ একর। ৩। ঐ জেলা থানাদি সামিল জে. এল. নং ১২০, মৌজা– চন্দ্রগোপালপুর মধ্যে ১১৫৭, ১১৫৮, ১১৫৯, ১৩২৪, ৫৬৮ খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং- ৩৬৫, পরিমাণ ০.৬০ একর।

আদেশানুসারে অমিত কুমার ধীবর, Sheristader Civil Judge (Jr. Divn.)
1st Court, Bankura

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপত রাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই-৪০০০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-সহ পঠনীয় পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও ধরনের লেনদেন নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক-সহ নীচে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর ওপর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি সমেত টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
10315180, TCHIN05000 00100189411	মিসেস সুতনুকা রায়, মিঃ অরিজিৎ রায়, মিঃ উত্র হালদার	₹১৮,৪৯,৭৯০/- (আঠারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো নব্বই টাকা মাত্র), ০৭.০৭.২০২৬ অনুযায়ী	২৫.০৯.২০২৬

সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: ৩ কাঠা, ৪ ছটাক জমির প্লটের উপর নির্মিত নিরালা নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (উত্তর পূর্ব দিকে) ফ্ল্যাট নং ১/২ এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ ৭৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), সি এস দাগ নং ২২২, আর এস দাগ নং ৫৫৬ ও ৫৫৭/১০২৭, খতিয়ান নং ৭৯, জে এল নং ২৬, মৌজা চক্রঘাটা, থানা বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে জানা ও চিহ্নিত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১২৪ (দলিল অনুসারে) এবং ১২৪/২, বীরেশ পল্লী (নর্থ) (কর অনুসারে), মধ্যমগ্রাম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২ (দলিল অনুসারে) এবং ২১ (কর অনুসারে)। চৌহদ্দি: উত্তর: কমন এলাকা; দক্ষিণ: অন্য ফ্ল্যাট; পূর্ব: পুর রাস্তা; পশ্চিম: কমন প্যাসেজ।

তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬ **স্থাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে**

ADITYA BIRLA CAPITAL HOME LOANS

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬। টেলিফোন: +৯১ ২২ ৪৩৫৬ ৭১০০ । **টোল ফ্রি:** ১৮০০ ২৭০ ৭০০০ । CIN: U65922GJ2009PLC083779 । homefinance.adityabirlacapital.com **ব্রাঞ্চ অফিস:** আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফার্স্ট ফ্লোর, স্যাটার্নস, সেবক রোড, পোঃ + থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১

পরিশিষ্ট IV
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩.০৭.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি** করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **₹৪৯,১৯,৭৭০/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ উনিশ হাজার সাতশো সত্তর টাকা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ অম্বরীশ দাস ও লতা মণ্ডল**-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
এতদ্দারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **₹৪৯,১৯,৭৭০/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ উনিশ হাজার সাতশো সত্তর টাকা মাত্র) ও এর ওপর সুদ সমেত আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জলপাইগুড়ি জেলার এক্তিয়ারভুক্ত, ময়নাগুড়ি থানা, ভূমি সংস্কার অফিস এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, ময়নাগুড়ি অফিসের অধীনস্থ, তৌজি নং ৮৪-এর অধীন, পরগনা: দক্ষিণ ময়নাগুড়ি, মৌজা- উছলবাড়ি-তে অবস্থিত, জে এল নং ৩৫ সমন্বিত সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার মালিকানা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর ন্যস্ত, যার প্রতিনিধিত্ব করছেন কালেক্টর, জলপাইগুড়ি, বাহাদুর, এবং এল আর খতিয়ান নং ৭৮৩-এর অধীনে নথিভুক্ত, আমি, উক্ত জমির ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রায়ত (প্রজা/দখলদার) হওয়ায় এবং এর বৈধ স্বত্ব ও দখলে থাকায়, এতদ্বারা আমার নথিভুক্ত জমি থেকে পরিমাপকৃত ০.০২ (দুই) ডেসিমেল জমি স্বেচ্ছায় দান (উপহার) করছি, এবং একইসঙ্গে এর খালি ও বাধাহীন দখল হস্তান্তর করেছি। খতিয়ান নং এল আর ৭৮৩ দাগ (প্লট) নং এল আর ৩৮৯৭ (আটারিয়া) উপরোক্ত প্লট-এ অন্তর্ভুক্ত মোট জমি থেকে, আমি ০.০২ (দুই) ডেসিমেল জমি দান করেছি। দান করা জমির চৌহদ্দি: উত্তর- বিক্রেতার নিজের জমি, দক্ষিণ- একটি ৪ ফুট চওড়া মাটির (কাঁচা) রাস্তা এবং তারপরে সরকারি জমি, পূর্ব- রোড হাটার-এর জমি, পশ্চিম- দুলাল দাস-এর জমি।

তারিখ: ২৬.০৯.২০২৬ **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: জলপাইগুড়ি জেলা **আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জেভিএল অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীন)

CIN : L15140UP1989PLC011396; **নিবন্ধিত কার্যালয়:** এস ২/৬৩৯-১৮, হাশমি কমপ্লেক্স, জেপি মেহতা ইন্টার কলেজের নিকটে, ক্লাব রোড, বারাণসী-২২১ ০০২, উত্তরপ্রদেশ, ভারত
(মাননীয় এনসিএলটি, এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক ১৯ আগস্ট, ২০২০ তারিখে প্রদত্ত একটি আদেশের সাপেক্ষে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনস্থ একটি কোম্পানি)

মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, এলাহাবাদ বেঞ্চের ১৯ আগস্ট, ২০২০ তারিখের আদেশের সাপেক্ষে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ (**'আইবিসি'**)-এর বিধানাবলী অনুসারে জেভিএল অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (**'জেভিএল' বা 'কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা'**) বর্তমানে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং শ্রী সুপ্রিয় কুমার চৌধুরীকে এর লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
আইবিসি এবং তার অধীনে রচিত রেগুলেশন অনুযায়ী এতদ্বারা বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ঋণদাতাদের কমিটির সভার অনুমোদন সাপেক্ষে। www.jvlagro.com/ এবং https://baanknet.com/-এ উপলব্ধ ই-অকশন প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্টে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিম্নলিখিত সম্পদের স্বতন্ত্র ব্লক/(গুলি)-র 'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'কোনও রিকোর্স ছাড়া'-এ ক্রয় করার জন্য ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছ থেকে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (**'ইওআই' বা আগ্রহ প্রকাশ**), দরপত্র আবেদন ফর্ম ও অ্যানেক্সার (সংযোজনী)-এর সাথে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ই-নিলামটি ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নীচে বর্ণিত বিবরণ অনুসারে পরিচালিত হবে:
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(এ)-এর অধীনে ২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখ সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা (ভারতীয় প্রমাণ সময়)-এর মধ্যে ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পদের স্বতন্ত্র ব্লকের বিক্রি

ব্লক নং	ব্লক/(গুলি)র স্বত্ব	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	ইএমডি (₹) [সংরক্ষিত মূল্যের ১০% হারে]	ই-নিলামের সময় বর্ধিত দরপত্র মূল্য (₹)
এ১৩	অসমের কামরূপ জেলার পুব-পার মৌজার কমলপুরের দলমা গ্রামে নিহর জমির সমগ্র (মোট প্রায় ২৫ বিঘা)	₹৬,০২,০০,০০০	₹৬০,২০,০০০	₹৫,০০,০০০

https://www.jvlagro.com এবং https://baanknet.com-এ আপলোড করা সম্পদের ব্লকের ই-নিলামের প্রাসঙ্গিক নির্দিষ্ট তারিখসমূহ

ইভেন্ট বা ঘটনার ধরন	সময়সীমা
আইবিসি-এর ধারা ২৯এ-এর অধীনে আন্ডারটেকিং এবং প্রাসঙ্গিক প্রি-বিড যোগ্যতার নথিপত্র সহ আবেদনপত্রের সাথে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) জমা দেওয়া	**শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ বা তার আগে**
সম্ভাব্য দরদাতা(দের) দ্বারা নিলামের অধীনে থাকা সম্পদের সাইট পরিদর্শন এবং যথাযথ যাচাইকরণ)	**শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ বা তার আগে**
বায়না জমা (ইএমডি) জমা	**শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ বা তার আগে**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	**সোমবার, ২ নভেম্বর, ২০২৬ (সকাল ১১:০০টা - দুপুর ০২:০০টা ভারতীয় প্রমাণ সময়, প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)**

ই-নিলামের প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-
ক) এই বিক্রয় মাননীয় এনসিএলটি, মাননীয় এনসিএলএটি, মাননীয় হাইকোর্টসমূহ, ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং অন্য যেকোনও উপযুক্ত আদালতের আদেশের পাশাপাশি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬ এবং আইবিবিআই দ্বারা প্রকাশিত নির্দেশিকা সহ তদধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধানাবলীর সাপেক্ষে হবে।
খ) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী এবং আপডেটের (যদি থাকে) জন্য আগ্রহী দরদাতা(রা) https://baanknet.com এবং https://www.jvlagro.com-এ উপলব্ধ সম্পদের ব্লক(গুলি) সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং নথিপত্রের সাথে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি দেখতে পারেন। সমস্ত সংযোজনী, সংশোধনী এবং এতে প্রদত্ত স্পষ্টীকরণ সহ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে।
গ) এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এটি কোনও প্রস্তাবের নথি নয়।
ঘ) ই-নিলাম 'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'কোনও রিকোর্স ছাড়া' ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এই ধরনের বিক্রয় লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই হবে।
ঙ) ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের বিবরণ: https://lbbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home
চ) দরপত্র জমা দিতে ইচ্ছুক দরদাতাদের পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https://lbbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home পরিদর্শন করার এবং ই-নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com/-এ নির্ধারিত ফর্ম্যাটে তাদের ইওআই, আবেদনপত্র, হলফনামা, আন্ডারটেকিং ইত্যাদি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ছ) সম্ভাব্য দরদাতারা একটি আন্ডারটেকিং জমা দেবেন যেখানে বলা থাকবে যে তারা প্রযোজ্য ক্ষেত্র পর্যন্ত এই কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে কোনো অযোগ্যতায় ভুগছেন না।
জ) কোনও দরদাতাকে কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে পাওয়া গেলে, জমা দেওয়া বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ঝ) সম্ভাব্য দরদাতারা ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা দেবেন।
ঞ) সম্ভাব্য দরদাতাদের তাদের স

হকির শেষ চারে মুখোমুখি ভারত-পাক





শুটিংয়ে রুপো পেয়ে এষা সিং। জ্যাভেলিনে রুপোজয়ী যশবীর সিংয়ের আলিঙ্গনে ব্রোঞ্জজয়ী রোহিত যাদব। ছবি: পিটিআই

একদিনে ৮ পদক ভারতের

আজকালের প্রতিবেদন

এশিয়ান গেমসের নবম দিনেও ভারতের ঘরে সোনার সংখ্যা সেই ৪। সোমবার সোনার পদক না এলেও ভারতীয়রা ৪টি রুপো ও ৪টি ব্রোঞ্জ পেলেন। নাগোয়ায় অ্যাথলেটিক্সে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক লড়াই হল জ্যাভেলিনে। দুই ভারতীয় থ্রোয়ার যশবীর সিং এবং রোহিত যাদব যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ পেলেন। সোনা শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগের। কমনওয়েলথ গেমস এবং ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন পাথিরাগে ৮৮.৩৩ মিটার ছুড়ে এশিয়াডেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবছর সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন। হরিয়ানার যশবীর শেষ থ্রোয়ে ৮৫.৭২ মিটার ছুড়ে কেরিয়ারের সেরা পারফরমেন্স করেন, পান রুপো। রোহিত পেলেন ব্রোঞ্জ (৮৪.৩৫ মিটার)। উল্লেখ্য, টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া চোটের জন্য নাগোয়ায় নেই। তবে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম চতুর্থ হয়ে (৮০.২৯ মিটার) হতাশ করেন।

মহিলাদের পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ের ফাইনালে গত এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতের পারুল চৌধুরি ছিলেন সবার নজরে। উত্তরপ্রদেশের দূরপাল্লার মহিলা রানার এবার ব্রোঞ্জ পেলেন (১৫:১৪.৬১), সোনাজয়ী বাহরিনের জাভি এবং রুপো জাপানের তানাকার। পারুল অবশ্য রবিবারই তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজেও ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। পুরুষদের লং জাম্পে চোটের জন্য নিজের শেষ দুটি লাফ দিতে না পেরেও রুপো পেলেন মুরলী শ্রীশঙ্কর। পালাক্কাডের লং জাম্পার চতুর্থ লাফ ৮.০৭ মিটার দিলেও সেসময় চোট পান। তবে শ্রীশঙ্করের ওই লাফই শেষমেশ হয়ে দাঁড়ায় সোনাজয়ী চীনের ইউহাও শি-র পরে দ্বিতীয় সেরা। দশ হাজার মিটারে রুপোর পর এদিন পুরুষদের ১৫০০ মিটার দৌড়েও গুলবীর সিং রুপো পেলেন। মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে বিথ্যা রামরাজ ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

শুটিংয়ে মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলে এশা সিং রুপো পেলেন। তবে মানু ভাকের এই ইভেন্টের ফাইনালেই উঠতে ব্যর্থ হন। সবমিলিয়ে গত প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদক জয়ী মানু এশিয়াড থেকে খালি হাতে ফিরছেন। ২৫ মিটার পিস্তলের দলগত বিভাগেও ভারত পদকের দৌড়ে ছিল। কিন্তু রানি স্বর্ণাবতকে অদ্ভুতভাবে ০ পয়েন্ট দেওয়া হয়। তাতে ভারত ছিটকে যায়। যা নিয়ে বিতর্কও হয়। এছাড়া লংজাম্পেও এক ভারতীয় প্রতিযোগীর লাফ নিয়ে বিতর্ক হলে দলের তরফে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

বক্সিংয়ে অলিম্পিক পদক জয়ী লভলিনা বরগোহাঁই ছাড়াও আরও দুই ভারতীয় বক্সার নিজেদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছেন। কুরাশে মেয়েদের ৭৮ কেজি বিভাগে পিঙ্কি বলহারা সেমিফাইনালে হেরে ব্রোঞ্জ পান। পুরুষ হকিতে ভারত ১০-০ গোলে বাংলাদেশকে হারায়। হ্যাটট্রিক অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের। অন্য গোলদাতারা শিলানন্দ লাকরা (২), অভিষেক, যুগরাজ সিং, সুখজিৎ সিং, মনদীপ সিং এবং সঞ্জয়। ভারত ১ অক্টোবর সেমিফাইনালে মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের।

মাঠে না নেমেই সেমিতে শ্রেয়সরা

আজকালের প্রতিবেদন

বৃষ্টি যেন কিছুতেই শ্রেয়স আয়ারের ভারতের পিছু ছাড়ছে না। সোমবার বৃষ্টির কারণে জাপানের করোগি স্পোর্টস পার্ক নিশিন-এ এশিয়াডের কোয়ার্টার ফাইনালে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা শুরু করাই যায়নি। টসও হয়নি। এই ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পরে উদ্যোক্তারা ভারতকে সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার জন্যই আফগানদের টপকে শেষ চারে গেল ভারত। কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রীলঙ্কা-নেপাল ম্যাচে জয়ী দলের বিরুদ্ধে সেমিতে খেলবেন শ্রেয়সরা। এদিন ম্যাচ বাতিলের খবর শুনে রবি বিষ্ণোই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে এসে বলে গেলেন, 'আমাদের হোটেল মাঠ থেকে অনেক দূরে। যেহেতু সোমবার খেলা হল না, তাই আমরা অন্য খেলাধুলোয় ভারতীয় প্রতিযোগীদের সমর্থন করার জন্য সেইসব মাঠগুলিতে যাওয়ার কথা ভাবছি।' এদিন পাকিস্তান-হংকং প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালও ভেস্তে গেছে। র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থেকে সেমিতে উঠেছে পাকিস্তান।



তাহুরা খাতুনকে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন।

'যুব ভারত সংলাপ'-এ ৬ ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনা

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতায় 'যুব ভারত সংলাপ' অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হল ছয় ক্রীড়াবিদকে। এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের সদস্য তাহুরা খাতুন, তেমনই সংবর্ধিত হলেন ভারতীয় মহিলা দলের ফুটবলার সঙ্গীতা বাসফোর-ও। এছাড়াও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় মহিলা দলের আরেক বাঙালি ফুটবলার মৌসুমি মুর্মু, জিমন্যাস্ট স্নেহা দাস, হকি খেলোয়াড় মামণি বিশ্বাস ও টেবিল টেনিস খেলোয়াড় দিৎসা রায়কে।

এই ছয় ক্রীড়াবিদের হাতে পুষ্পস্তবক ও স্মারক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, সাংসদ নীতিন নবীন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ প্রমুখ। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'রাজ্য সরকার এ বছর থেকে অটল খেল সম্মান চালু করেছে। তাহুরা খাতুন প্রথম অটল খেল সম্মান পেয়েছেন। আমরা ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়াব।'

অ্যাথলিটদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান তাহুরা। তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের ডেকে সম্মান জানিয়েছে, আর্থিক পুরস্কার তুলে দিয়েছে। অনেক খেলোয়াড়কে মুখ্যমন্ত্রী চাকরি দিয়েছেন। এভাবে চাকরি পেলে আমরা এগিয়ে যাব।'

ব্রাজিলের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে যুবভারতী

আজকালের প্রতিবেদন

যুবভারতীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গন্ধটা নাকে এল। নতুন রংয়ের গন্ধ। যুবভারতীর রং বদল হচ্ছে শেষ কিছুদিন ধরে। তবে শুধু গ্যালারির বাইরের দিকে রং নয়। ভিতরের অফিস থেকে ড্রেসিংরুমে যাওয়ার করিডর-সব জায়গায়ই নতুন রঙ লাগছে। তৈরি হচ্ছে দুটো নতুন রিজার্ভ বেঞ্চ।

ব্রাজিল দলের প্রতিনিধিরা যখন প্রথম যুবভারতীর মাঠ দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা কিছুটা হলেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মাঠ নিয়ে। তাই মাঠ ছিল ফেডারেশনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ব্রাজিলের মাঠ বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা এবং অবশ্যই যুবভারতীর মাঠকর্মীরা। সোমবার দেখা গেল, পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে যুবভারতীর মাঠ। ঘাস কাটার কাজ শেষ। ব্রাজিল দলের প্রতিনিধিরা দারুণ খুশি যুবভারতীর এই মাঠ নিয়ে।

এর মধ্যেই সোমবার দুপুর নাগাদ কলকাতায় পা রাখল ভারতীয় দল। সেখান থেকে তারা চলে যায় নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে। ফুটবলারদের ক্লান্তি কাটাতে বিকেলে অনুশীলন রাখেননি কোচ খালিদ জামিল। হোটেলে পৌঁছে লাঞ্চ সেরে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় জিম করেন ভারতীয় ফুটবলাররা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে ব্রাজিল ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু হবে ভারতীয় দলের।



আসছে ব্রাজিল। ভিনিসিয়াস, রাফিনহাদের জন্য এভাবেই সেজে উঠছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

৬৬৭৮ দিন পর গোটা ম্যাচ বেঞ্চেই রোনাল্ডো

আজকালের প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০০৮ সালের ১৫ জুনের পর এমন দৃশ্য আর দেখা যায়নি। সুস্থ থাকা সত্ত্বেও পর্তুগাল জাতীয় দলের কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে দীর্ঘ ৬,৬৭৮ দিন পর পুরো ৯০ মিনিট বেঞ্চেই বসে কাটালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! তবে মহাতারকাকে ছাড়াই নেশন্স লিগের রোমাঞ্চকর ম্যাচে নরওয়েকে ২-১ গোলে হারাল পর্তুগাল। নতুন কোচ হোর্হে জেসুস সিআর সেভেনের পরিবর্তে শুরু থেকে খেলান গন্সালো র‍্যামোসকে। জোয়াও ফেলিক্স পর্তুগালকে এগিয়ে দেওয়ার পর নরওয়ের হয়ে সমতা ফেরান আর্লিং হালান্ড। এরপর প্রতিপক্ষ গোলকিপারের ভুলে জয়সূচক গোলটি করেন সেই র‍্যামোসই। ম্যাচ টাইম না পেয়ে রোনাল্ডোকে হতাশ দেখালেও কোচ জেসুস জানান, পরবর্তী ডেনমার্ক ম্যাচের কথা মাথায় রেখেই রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

পর্তুগাল জয় পেলেও একই দিনে খেলতে নামা অপর হেভিওয়েট দল জার্মানি হার মানল। নতুন কোচ যুরগেন ক্লপের অধীনে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ঘরের মাঠে তুলনামূলক দুর্বল গ্রিসের কাছে ০-১ গোলে হেরে বড় ধাক্কা খেল জার্মানি। ৭৪ মিনিটে দিমিত্রিওস কুরবেলিসের শট ইয়োশুয়া কিমিখের গায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। জার্মানিকে হারিয়ে গ্রুপ ২-এর শীর্ষে উঠে এসেছে গ্রিস।

খেলার খুচরো

প্রস্তুতি ম্যাচ

অসমের বিরুদ্ধে একটি চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি রওনা দেবে বাংলা ক্রিকেট দল। ১১ অক্টোবর কল্যাণীতে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করার আগে ২-৫ অক্টোবর প্র্যাকটিস ম্যাচ। দলে রয়েছেন অভিষেক পোড়েল। অধিনায়ক সুদীপ চ্যাটার্জি।

বোধানার কীর্তি

বিশ্বের কনিষ্ঠ মহিলা দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত বোধানা শিবানন্দন। লন্ডনের ১১ বছরের স্কুলগার্ল সদ্যসমাপ্ত দাবা অলিম্পিয়াডে খেলেছে। ইংল্যান্ডের হয়ে ১১ রাউন্ডে বোধানা পেয়েছে ৮ পয়েন্ট। তারপরই ফিডে তার এই কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করেছে।

ছয় বিদেশি রেখে নর্থইস্ট ম্যাচের শেষ মহড়া বাগানের

আজকালের প্রতিবেদন

অনুশীলন শেষে কোচেস রুম থেকে বেরোতেই থমকে দাঁড়ালেন পানাগিওটিস ডিম্পেরিস। তাঁর জন্মদিনের উপহার হাতে দাঁড়িয়ে এক মাঝবয়সি সমর্থক। ফুলের তোড়া ও চকোলেট। উপহার পেয়ে আপ্লুত বাগান কোচ। সোমবার ছিমছামভাবে জন্মদিন পালন করলেন ডিম্পেরিস।

এদিকে, রবিবার গভীর রাতে নেশন্স লিগে জার্মানিকে ১-০ হারিয়েছে গ্রিস। চারবারের বিশ্বজয়ীদের বিরুদ্ধে সেদেশের প্রথম জয়। নিজের দেশের ঐতিহাসিক জয় ডিম্পেরিসের দেখা হয়নি। কারণ জানতে চাওয়ায় বলেন, 'ঘুম ভাল না হলে পরেরদিন কাজে সমস্যা হবে। আমাদের সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ। সেটার প্রস্তুতি ছাড়া কিছুই ভাবছি না।' যোগ করেন, 'ভারতের সামনেও এমন কিছু করার সুযোগ আছে। দেখা যাক, কী হয়। দীর্ঘমেয়াদি ভাবনাও জরুরি।' বুঝিয়ে দিলেন, আইএফএ শিল্ডে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচেই আপাতত তাঁর যাবতীয় ফোকাস।

দুটি দলই সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে। এই ম্যাচের ফলের ওপর নির্ভর করছে কারা গ্রুপশীর্ষে থেকে সেমিতে যাবে। সুবিধাজনক জায়গায় মোহনবাগান। ম্যাচ ড্র হলে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার কারণে তারা শীর্ষে শেষ করবে। তবে ড্র নয়, জয়ই পাখির চোখ বাগানের। তার জন্য হয়তো ছয় বিদেশিকেই প্রথম একাদশে রাখা হতে পারে। রবিবার অনুশীলনের পর যে প্রথম একাদশ সাজানোর আভাস পাওয়া গিয়েছিল, শেষ মহড়ায় তাতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে খবর।

আজ শিল্ডে
মোহনবাগান : নর্থইস্ট
(মোহনবাগান। দুপুর ২-৩০)
ফ্যানকোড

গতম্যাচের ৩-৪-৩ ছক হয়তো ভাঙবেন না বাগান কোচ। রক্ষণে রাহুল ভেকে, আলবার্তো রডরিগেজ ও শুভাশিস বসুই থাকছেন। বদলাতে পারে মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগ। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে সামির জেলকোভিচ-অভিষেক সূর্যবংশীকে জুটিকে ভাবা হচ্ছে। উইংব্যাক হিসেবে খেলানো হতে পারে লালিনজুয়ালা ছাংতে ও দেজান দ্রাজিচকে। মিগেল ফিগেরা, জেমি ম্যাকলারেন ও লি আরউইন-আক্রমণের তিন সেরা অস্ত্রকেই প্রথম একাদশে রাখা হতে পারে। নর্থইস্টের আলাদিন আজারে, জিতিন এমএস, পার্থিব গোগোইদের বিরুদ্ধে মোহনবাগান শুরু থেকে আক্রমণের ঝড় তুললে অবাক হওয়ার থাকবে না।

পূর্ণশক্তি নিয়েই নামবে ইস্টবেঙ্গল

আজকালের প্রতিবেদন

আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে আর রিজার্ভ দল নয়। পূর্ণশক্তির সিনিয়র দল নিয়েই নামবে ইস্টবেঙ্গল। মাঠ সমস্যার জন্য সোমবার সকালে অনুশীলন করতে ইস্টবেঙ্গলকে ছুটতে হয়েছিল কল্যাণীতে। সেখানে পৌঁছে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন করে প্রায় দেড় ঘণ্টা। অনুশীলনে যে আভাস তাতে একটা বিষয়ে পরিষ্কার। বিদেশি-সহ প্রায় প্রথম একাদশের দল নিয়ে নামছে ইস্টবেঙ্গল। পাঞ্জাব যথেষ্ট শক্তিশালী দল। প্রথম ম্যাচে তারা গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তাই হালকাভাবে নেওয়ার পক্ষপাতী নন হাবাস।

সন্দীপ মান্ডির হালকা চোট রয়েছে। তাই পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তিনি খেলবেন কিনা তা ঠিক হবে মঙ্গলবার। তিনি খেলতে না পারলে তাঁর জায়গায় খেলার সম্ভাবনা নরেন্দ্র গেহলটের। অনুশীলনে যা আভাস রক্ষণে জিভুলিচের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন লালচুংনুঙ্গা। ক্রিস ইকোনোমিডিস প্রথম থেকেই খেলবেন। এই অস্ট্রেলিয়ান উইঙ্গার এখনও নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। তাই শিল্ডের এই ম্যাচ তাঁর কাছেও বড় পরীক্ষা। জিকসন, রশিদ, ড্যানিদের দিয়েই হাবাস জমাট করবেন মাঝমাঠ। আক্রমণে শুরু করতে পারেন ডেভিড। এর মধ্যেই রবিবার রাতে কলকাতায় চলে এলেন পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার লুকাস জোলিনস্কি। মেডিক্যাল পরীক্ষার পর তিনি অনুশীলনে যোগ দেবেন। সোমবার তাঁর প্রথম দফার মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে। মঙ্গলবার আরও কয়েকটি পরীক্ষা হবে। ইস্টবেঙ্গল এবার কোনও বিদেশির চোট নিয়েই ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

মেসির অবিশ্বাস্য গোলেও হার

দুরন্ত গোলের পর হাসিখুশি লিও।

আজকালের প্রতিবেদন

বক্সের বাইরে মাঝামাঝি, ডানদিক বা বাঁদিক ঘেঁষে ফ্রিকিক থেকে অনেক চোখধাঁধানো গোল করেছেন লিওনেল মেসি। কিন্তু রবিবার রাতে (ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে) ডানপ্রান্তের কর্নার ফ্ল্যাগের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ফ্রিকিকে যে গোলটা মেসি করলেন, তা বহুদিন মনে থেকে যাবে। অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয়। মেজর লিগ সকারে ২৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে যোশেফ মার্টিনেজ এগিয়ে দিয়েছিলেন কলম্বাসকে। পাঁচ মিনিট পরেই ফ্রিকিক থেকে অনবদ্য গোলে ইন্টার মায়ামিকে সমতায় ফেরালেন মেসি। দুরূহ কোণ থেকে বাঁপায়ের শট। বল অনেকটা বাঁক খেয়ে বিপক্ষ গোলকিপারের নাগাল এড়িয়ে জড়িয়ে গেল জালে। এই গোল সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। নেটিজেনদের একাংশ নাম দিয়েছেন 'ইমপসিব্‌ল গোল'! কেরিয়ারে এটা মেসির ৭৬তম ফ্রিকিক গোল। যদিও তাঁর ভুবনভোলানো গোল দিনের শেষে দামই পেল না। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ের ৬ মিনিটে মায়ামির সান্তিয়াগো মোরালেস লাল কার্ড দেখেন। আর সংযুক্তি সময়ের ৯ মিনিটে জামাল থিয়ারে গোল করে কলম্বাসকে ২-১ জয় এনে দেন।